পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার চতুর্ব্বিংশ উপন্যাস

খোদার উপর খোদ্‌কারী

[প্রথম সংস্করণ]

"মানসী" প্রেস

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আষাঢ়, ১৩২৪ সাল।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা।

পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার চতুর্ব্বিংশ উপন্যাস

খোদার উপর খোদ্‌কারী

[প্রথম সংস্করণ]

"মানসী" প্রেস

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আষাঢ়, ১৩২৪ সাল।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা।

উৎসর্গ

'রহস্য-লহরী'র শুভানুধ্যায়ী

এবং

উৎসাহদাতা পৃষ্ঠপোষক,

স্বজাতীয়-সমাজের অলঙ্কার,

দিনাজপুর-চূড়ামণ্যাধিপতি

উদার-হৃদয়, বিদ্যোৎসাহী

কুমার শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র রায়-চৌধুরী

মহোদয়ের করকমলে

শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ

এই গ্রন্থ

নিবেদন

'রহস্য-লহরী' উপন্যাসমালার চতুর্ব্বিংশ উপন্যাস "খোদার উপর খোদকারী" প্রকাশিত হইল। যাঁহারা দয়া করিয়া 'জাল মোহান্তের আত্মলীলা' পাঠ করিয়াছেন—তাঁহারা সেই উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার অকুমার অদ্ভুত শক্তির কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। বর্ত্তমান উপন্যাসে ডাক্তার অকুমার চরিত্রের আর এক অংশ উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। আশা করি ইহা সাহিত্যামোদী পাঠক-পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে। যাঁহারা বহুপূর্ব্ব-প্রকাশিত 'জাল মোহান্ত' নামক সুবৃহৎ উপন্যাসখানি দয়া করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা 'জাল মোহান্তে'র উপসংহাররূপে গ্রহণ করিতে পারেন। কারণ জাল মোহান্তে যাহার সূচনা, বর্ত্তমান উপন্যাসে তাহার বিকাশ। 'জাল মোহান্তে'র নায়ক ডাক্তার অকুমা কি উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ মোহান্তের ছদ্মবেশে অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, পাঠকগণ বর্ত্তমান উপন্যাসে তাহার কারণ বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা 'জাল মোহান্ত' বা 'জাল মোহান্তের আত্ম-লীলা' পাঠ করেন নাই, 'খোদার উপর খোদ্‌কারী' পাঠে তাঁহাদেরও রসভঙ্গ হইবার আশঙ্কা নাই। বর্ত্তমান উপন্যাসখানি পাঠক-সমাজে আশানুরূপ সমাদৃত হইলে ভবিষ্যতে 'জাল মোহান্তের শেষলীলা' অর্থাৎ তাঁহার শেষজীবনের কার্য্যাবলীর বিচিত্র কাহিনী প্রকাশের চেষ্টা করিব। আপাততঃ রহস্য-লহরীর পঞ্চবিংশতি উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়াবলম্বনে রচিত হইয়া ছাপা হইতেছে; আশা করি তাহা পাঠে সাহিত্য-রসজ্ঞ পাঠক-সমাজ সন্তোষ লাভ করিবেন। নিবেদনমিতি—

খোদার উপর খোদ্‌কারী !

বক্তা—ডাক্তার জন্‌সন্‌

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোড়াতেই বলিয়া রাখি, আমি ডাক্তার; হাতুড়ে নহি, রীতিমত পাশকরা ডাক্তার। কিন্তু আমার জীবনের ইতিহাস কিছু বিচিত্র, ঠিক সাধারণ ডাক্তারদের অনুরূপ নহে; অর্থাৎ যাহারা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া সরকারী চাকরী-প্রসাদাৎ স্বচ্ছন্দচিত্তে জীবিকানির্ব্বাহ করেন, বা যাঁহারা স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই ভবিষ্যতের সংস্থান করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করেন, আমি কোন দিনই তাঁহাদের দলভুক্ত হইতে পারি নাই। কলেজ হইতে বাহির হইয়া আমাকেও জীবনের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সংগ্রাম কি কঠোর, কিরূপ লোমহর্ষণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহা আপনারা কল্পনা করিতে পারিবেন না। আমার জীবনের ইতিহাস তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত এরূপ অনেক অদ্ভুত ঘটনার যোগ আছে যে, তাহা উপেক্ষার যোগ্য নহে। সেই কথা বলিবার জন্যই আজ লেখনী ধারণ করিয়াছি, আপনারা অবধান করুন; কিন্তু আপনারা ইহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। যাহা মানব-বুদ্ধিরও ধারণার অতীত, তাহা আমরা সহজে বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি কতটুকু? আমাদের ধারণা-শক্তি কত সামান্য! বস্তুতঃ, পৃথিবীতে নিত্য এরূপ অনেক কাণ্ড ঘটিতেছে, যুক্তি-তর্কে তাহাদের মীমাংসা হয় না; অগত্যা আমরা স্তম্ভিত ভাবে চিন্তা করি, ইহা কি সত্য ?— ইহা কি সম্ভব ?

আমি যখন যোগ্যতার সহিত ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, তখন মনে হইয়াছিল, আমি অতি সহজেই বিলক্ষণ পসার করিয়া ফেলিব ; এবং অল্পদিনেই বিপুল অর্থ ও খ্যাতিলাভে সমর্থ হইব। কারণ, ডাক্তারী পাশ করিয়া মানুষের যাহা আবশ্যক—তাহার কিছুরই ত অভাব ছিল না। আমার পিতা বেশ প্রতিষ্ঠা-বান ডাক্তার ছিলেন, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন ; আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র, আমি যাহাতে সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করি, তিনি সে জন্য চেষ্টা-যত্নেরও ত্রুটি করেন নাই ; সকল বিষয়েই আমার সুবিধা ছিল।—কিন্তু বিধাতাপুরুষ আমার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করা মানুষের সাধ্যাতীত।

আমার পিতা ইংলণ্ডের পশ্চিমাংশের কোনও পল্লীতে ডাক্তারী করিতেন। তিনি সেকেলে ডাক্তার হইলেও তাঁহার বেশ হাত-যশ ছিল। যে ডাক্তারের হাত-যশ আছে, চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহার পারদর্শিতা থাক-না-থাক, কমলার কৃপায় তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হয় না। আমি ডাক্তারী পাশ করিলে তাঁহার পশারেই আমার পশার হইবে, এই আশায় তিনি আমাকে ডাক্তারী শিখিতে দিয়াছিলেন ; সুতরাং আমি ডাক্তারী পাশ করায় তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

যাহা হউক, ডাক্তারী পাশ করিয়া প্রথমে আমি হাসপাতালে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিলাম। আমার মত অনেক ডাক্তারকেই হাসপাতালে কায করিতে হইত ; আমার সেই সকল সহযোগিগণের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড। লোকটি বড় গম্ভীর, অল্পভাষী ; চেহারা গুলিখোরের মত। সাধারণের সহিত ব্যবহারেও তাঁহার সহৃদয়তার কোন পরিচয় পাওয়া যাইত না। তথাপি লোকটির অনেক গুণ ছিল, ইহা অস্বীকার করিতে পারিব না। আমরা তাঁহার ঠিক পরিচয় জানিতাম না ; তবে সাধারণের ধারণা ছিল, তিনি ইংরেজ নহেন, আইরিস্‌ম্যান। শুনিয়াছি—

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের চাল-চলন এমন গরীবের মত ছিল যে, তিনি ধনাঢ্যের সন্তান—একথা আমরা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না ; আর সত্য কথা বলিতে কি, আমরা তাঁহাকে একটু অবজ্ঞাই করিতাম। তিনি যে তাহা না বুঝিতেন এরূপ নহে, কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে কোনদিন ক্ষুব্ধ হইতে দেখি নাই। ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। আমরা খেলায়, ব্যায়ামে ও নানাপ্রকার আমোদে সময় কাটাইয়া আনন্দলাভ করিতাম ; কিন্তু তিনি হাসপাতালের 'ডিউটি'তেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইতেন ; ঠাট্টা বিদ্রূপও বুঝিতেন না। এরূপ বদ্‌রসিক লোক আমি আর একটিও দেখি নাই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার পিতা ডাক্তারী ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি কৃপণ ছিলেন না, আমার শিক্ষার ও ভরণপোষণের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন ; আমি তাঁহার অনুগ্রহে কোন দিন অর্থাভাবে কষ্ট পাই নাই। কখনও অর্থাভাব হয় নাই বলিয়া টাকার প্রতি আমার তেমন মায়া-মমতা ছিল না। আমি অমিতব্যয়ী বলিয়া কোন কোন বন্ধু অভিযোগ করিত ; তাহাতে আমার একটু রাগ হইত। তাহারা বলিবার কে ? আমি ত তাহাদের নিকট কখনও হাত পাতি নাই।—আমি বাপের টাকা খরচ করি, তাহাতে তাহাদের চক্ষুজ্বালা হয় কেন ? আমারও জিদ বাড়িয়া গেল, আমি দুই হাতে টাকা উড়াইতে লাগিলাম। জুয়ায় রাশি-রাশি অর্থ নষ্ট হইতে লাগিল। শেষে নেশা এমন জমিয়া গেল যে, পিতৃদত্ত অর্থে আর কুলাইত না ; অগত্যা যেখানে-সেখানে টাকা ধার করিতে লাগিলাম। সুদখোরেরা কিরূপ অসম্ভব সুদে আমাকে টাকা কর্জ্জ দিতেছিল, সেদিকেও আমার লক্ষ্য ছিল না। টাকা হাতে আসিলেই হইল ! কিন্তু ঋণ-পরিশোধের চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও আমার হৃদয়ে স্থান পাইত না। এইরূপে হাসপাতালে বছর-দুই শিক্ষানবিশী করিতে-করিতে আমি আকণ্ঠ-ঋণমগ্ন হইলাম। শেষে সেই মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভের কোন সম্ভাবনা দেখিলাম না ; তখন আমার মনে বড় অনুতাপ হইল। কিন্তু

আমার ঋণের কথা পিতাকে জানাইতে সাহস হইল না। তিনি আমাকে প্রতি-মাসে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করিতেন, কিন্তু তিনি অমিতব্যয়ী ছিলেন না; ঋণের উপর তিনি অত্যন্ত চটা ছিলেন। আমি ঋণজালে বিজড়িত, একথা শুনিলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন না—তাহা জানিতাম; সেই জন্যই তাঁহাকে আমার দেনার কথা জানাইতে পারিলাম না। ফলে, উত্তমর্ণগণের তাড়নায় আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। দোকানদারেরা অনেক টাকা পাওনা করিয়াছিল; তাহারা প্রত্যহ টাকার জন্য তাগিদ দিতে লাগিল। আমার বাড়ীউলিকে কয়েক সপ্তাহ বাসাভাড়া দিতে পারি নাই; তাহার তাগাদাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসহ্য হইয়া উঠিল। যাহারা আমার সহিত হাসপাতালে কায করিত, তাহাদের সকলেরই নিকট আমি দশ বিশ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম; তাহারা আমার নিকট টাকা আদায় করিতে না পারিয়া আমার সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার আরম্ভ করিল।—আমি মহাবিপদে পড়িয়া দশ দিক অন্ধকার দেখিলাম।

অবশেষে এক বৃহস্পতিবার আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল! আমি হাসপাতালের কায শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া দেখি—আমার টেবিলের উপর একখানি পত্র পড়িয়া আছে। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল; আমি কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিয়া বাতির আলোকে তাহা পাঠ করিলাম। ইহা একজন সুদখোর ইহুদীর পত্র। আমার একটি বন্ধু এই ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিল; তাহার নিকট মোটা সুদে অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়া মনের সুখে জুয়া খেলিয়াছিলাম। সে অনেকবার তাগিদ দিয়া টাকা না পাওয়ায় শেষে আমাকে উকিলের চিঠি পাঠাইয়াছে।—সুদে আসলে সে আমার নিকট যে টাকার দাবি করিয়াছিল, তাহা পরিশোধ করিবার কোনও পন্থা দেখিতে পাইলাম না। দুই এক দিনের মধ্যে টাকাটা ফেলিয়া না দিলে সে আমার নামে নালিশ করিবে, ভয় দেখাইয়াছে!—শেষে কি আমাকে দেনার দায়ে জেল খাটিতে হইবে?—আমি বসিয়া বসিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম;

ইহুদীটার দেনা শোধ করিব—সে আশা ছিল না। আমার বন্ধুগণের কেহই ধনবান নহে; বিশেষতঃ আমার পরিচিত এমন কেহই ছিল না, যাহার কাছে পূর্ব্বে কিছু কর্জ্জ করি নাই। এ সঙ্কটে কাহার নিকট হাত পাতিব?—কে আমাকে ঋণদায় হইতে উদ্ধার করিবে? আমার মত অবস্থায় না পড়িলে আমার সঙ্কট কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

অবশেষে সেই কক্ষের রুদ্ধ বায়ুমণ্ডল আমার অসহ্য বোধ হইল, আমি যেন হাঁপাইয়া উঠিলাম; আর ঘরের মধ্যে থাকিতে না পারিয়া আমি পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাজপথের সুশীতল নৈশ-বায়ুপ্রবাহে আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক অনেকটা ঠাণ্ডা হইল। তখন মনে হইল, এখানে থাকিতে আমার নিষ্কৃতি নাই; আমি জাহাজে উঠিয়া গোপনে দেশত্যাগ করি। ভাবিতে ভাবিতে আমি লক্ষ্যহীনভাবে নদীতীরে উপস্থিত হইলাম, এবং টেম্পল্ গার্ডেনের সম্মুখস্থিত বাঁধের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম।

নদীতীর তখন নাগরিকবর্গের কোলাহলে মুখরিত; রাজপথে অসম্ভব জনতা। বোধ হইল সেই জন-সমুদ্রে আমি নিতান্ত নিঃসঙ্গ। প্রেমিকেরা অস্ফুটস্বরে প্রেমালাপ করিতেছে; নানাপ্রকার শকট রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গন্তব্য স্থানের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে;—ফেরিওয়ালারা পণ্যদ্রব্য ফেরি করিয়া ফিরিতেছে; দুই তিনজন লোক দলবদ্ধ হইয়া মহাস্ফূর্ত্তিতে গল্প করিতে-করিতে চলিয়াছে; তাহাদের মধ্যে আমি একা! যে ভিক্ষুক পথের ধারে দাঁড়াইয়া কাতরস্বরে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে—সে-ও আমার অপেক্ষা সুখী! অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইলাম। আমি নদীর সেই বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া পদতলে তরঙ্গরাশির নৃত্য একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। একবার মনে হইল, নদীর স্রোতে লাফাইয়া পড়িয়া ইহজীবনের অবসান করি; এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না!—কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার বিবেক-বুদ্ধি আমাকে যেন কশাঘাত করিল। দেনা শোধ করিতে না পারিয়া আমি আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়াছি? আমি কি কাপুরুষ!—আমি অতি কষ্টে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দমন করিয়া বাঁধের উপর হইতে

উপস্থিত হইলাম ; সম্মুখেই দেখি—আমার হাসপাতালের সহযোগী ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড !

মিট্‌ফোর্ড আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "ডগ্‌লাস্ জন্‌সন্ !—কি সৌভাগ্য ! আমি যে তোমারই খোঁজ করিতেছিলাম।"

তখন আমার মনের অবস্থা শোচনীয় ; মিট্‌ফোর্ডের কথা আমার ভাল লাগিল না। আমি অস্ফুটস্বরে কি বলিলাম, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিলাম না ; তাহার পর বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম। মিট্‌ফোর্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন ; তাহার পর আমার অনুসরণ করিলেন। আমি বিরক্তি ভরে তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেই তিনি বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি দেখিয়া তুমি কি রাগ করিয়াছ ? তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। কয়েক দিন হইতে তাহা বলিব-বলিব মনে করিয়াও বলা হয় নাই ; আজ তাহা বলিব।"

আমি বলিলাম, "এখন আমার কোন কথা শুনিবার সময় হইবে না, বড়ই ব্যস্ত আছি।"—আমি তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলিতে লাগিলাম।

মিট্‌ফোর্ড বলিলেন, "তুমি অত তাড়াতাড়ি চলিতেছ কেন ? জোরে চলিলেই কি আমাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে ? আমি তোমার অপেক্ষাও দ্রুত চলিতে পারি। তুমি যেখানে যাইবে—আমিও যাইব ; আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িতেছি না।"

আমি চলিতে চলিতে হঠাৎ ফিরিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি আজ আমার স্কন্ধে ভর করিলে কেন বল দেখি ! আমার কাছে তোমার কি আবশ্যক ? আমার মন ভাল নাই তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না ? আমি তোমার কোন কথা শুনিতে পারিব না, আমার সঙ্গ ছাড়।"

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড প্রশান্তদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, আজ তুমি কিছু অপ্রকৃতিস্থ, তাহা তোমার ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার মন একটু প্রফুল্ল করিবার জন্যই তোমার সহিত গল্প

করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমার সহিত গল্প করিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, বরং মন অনেকটা ভালই হইবে। আমি কেবল শারীরিক রোগের চিকিৎসক নহি; মানসিক রোগের চিকিৎসাও আমি জানি—এ কথা একদিন তোমাকে বুঝাইয়া দিব।"

আমি বিরক্তিভরে বলিলাম, "তাহা আমার বুঝিবার আবশ্যক নাই; তোমাদের সহিত আমার সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে। আমি আর এদেশে থাকিব না, অষ্ট্রেলিয়ায় হৌক, কানাডায় হৌক—যেথানে খুসী চলিয়া যাইব; ইংলণ্ডের জল বাতাস, মনুষ্যসমাজ আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে!"

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড সোৎসাহে বলিলেন, "সত্য না কি? বাঃ, তোমার ত বেশ সুবুদ্ধি হইয়াছে! তুমি খুব ভাল ফন্দী বাহির করিয়াছ। তোমার দেহে শক্তি-সামর্থ্য আছে, মনে সাহস আছে, উৎসাহ আছে—উচ্চাভিলাষও আছে;—তুমি দেশান্তরে গিয়া অনায়াসে উন্নতি করিতে পারিবে। যে কোন উপ-নিবেশেই যাও, সেখানে গিয়া মান-সম্ভ্রম লাভ করিবে; বড় লোক হইবে। আমি তোমার এই সাধু সঙ্কল্পের সম্পূর্ণ সমর্থন করি।"

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের কথাগুলি আমার ভালই লাগিল। তিনি আমার সঙ্গে চলিতেছিলেন, তাহাতে আর কোন আপত্তি করিলাম না; তখন উভয়ে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। বাসায় আসিয়া আমার কুঠুরীতে প্রবেশ করিলাম। মিট্‌ফোর্ডও অনাহূত ভাবেই সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ার দখল করিলেন। টেবিলের উপর তখনও সেই উকিলের চিঠি পড়িয়াছিল; তাহা দেখিবামাত্র আমার সঙ্কটের কথা আবার মনে পড়িল, আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম।—মিট্‌ফোর্ড আমার কুঠুরীর চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে-দেখিতে হঠাৎ বলিলেন, "জন্‌সন্‌, তোমার সেল্‌ফের উপর ঐ কেতাবগুলি কি কেতাব?—ওগুলি তুমি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছ ভাই?"—তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই 'সেল্‌ফ্‌' হইতে একখানি পুস্তক টানিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

সেগুলি ডাক্তারী কেতাব। এই সকল পুস্তক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে

সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে হোলিওয়েল্ ষ্ট্রীটের একখানি পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে আমি এগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম। অস্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় এই পুস্তকগুলিতে আমার যে বিশেষ কোনও আবশ্যক ছিল—এরূপ নহে; বহু পুরাতন পুস্তক বলিয়া কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহা ক্রয় করিয়াছিলাম।—ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড পুস্তকখানি হইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না; উপন্যাসানুরাগী পাঠকের হস্তে উৎকৃষ্ট নূতন উপন্যাস পড়িলে সে যেরূপ তন্ময় হইয়া উঠে, ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ হইল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া আমাকে বলিলেন, "এই শেটের কতকগুলি পুস্তক আমার লাইব্রেরীতেও আছে, কিন্তু আমি শেট পূর্ণ করিতে পারি নাই; তোমার এই কয়েকখানি পুস্তক পাইলে আমার শেট পূর্ণ হয়। আমি ইহা কিনিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। পুরাতন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহের জন্য আমি অর্থব্যয়ে কখন কৃপণতা করি না। যত টাকা লাগে, তাহাই দিয়া পুস্তকগুলি ক্রয় করি। আমার লাইব্রেরীতে পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এত বেশী জমিয়া গিয়াছে যে, ঘরে তাহাদের স্থান হইতেছে না; তথাপি আমার কেমন বাতিক, পুরাতন পুস্তক দেখিলেই না কিনিয়া থাকিতে পারি না!—তোমার অন্যান্য পুস্তকগুলিও আমি একবার দেখিয়া লই।"

ডাক্তার আমার লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক একে-একে পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "তোমার সংগ্রহও ত বড় মন্দ নয় হে!—আমি ভাবিতাম, তোমার তেমন-বেশী পড়াশুনা নাই; কিন্তু এ সকল কেতাব যদি পড়িয়া থাক, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি—আমাদের দলের অনেকের অপেক্ষাই তোমার পড়াশুনা বেশী।"

আমি বলিলাম, "আমার সেরকম বিদ্যানুরাগ থাকিলে আর ভাবনা ছিল কি?—ঐ সকল পুস্তকের অধিকাংশই আমি কোনদিন খুলিয়াও দেখি নাই;

দিগ্‌গজ করিবার জন্য ঐ কেতাবগুলি বাড়ী হইতে এখানে পাঠাইয়াছিলেন। উহা যেমন আসিয়াছিল, সেই ভাবেই পড়িয়া আছে ; কোন কাযে লাগিতেছে না; কেবল ঘরের আবর্জ্জনা ও ধূলা বাড়িতেছে ! এক এক সময় ইচ্ছা হয় কেতাবগুলিকে বিক্রমপুরে পাঠাইয়া দিই, ল্যাঠা চুকিয়া যাক্, ঘরখানাও পরিষ্কার হউক।”

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড বলিলেন, “তুমি ওগুলি বিক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ ? বল কি হে !. এ কি তবে মুরগীর সাম্‌নে মুক্তা ছড়ানো রহিয়াছে ? তুমি একটি আস্ত গাধা। এরকম দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থরাজি কেহ কি বিক্রয় করে ? তা তুমি যদি সত্যই এগুলি আবর্জ্জনা মনে কর, তাহা হইলে আমার নিকট অনায়াসে বিক্রয় করিতে পার।—আমি এগুলি কিনিতে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু ইহাদের ন্যায্য মূল্য দিতে পারি,এরূপ আমার সামর্থ্য নাই। আমি বড় জোর হাজার-দেড়েক টাকা দিতে পারি।—ইহা পুস্তকগুলির উপযুক্ত মূল্য নহে।”

মিট্‌ফোর্ডের প্রস্তাব শুনিয়া আমি বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিলাম ! মিনিট-দুই আমার মুখে কোনও কথা বাহির হইল না।—লোকটা বলে কি ? এই সকল রাবিস্, পচা কাগজের বোঝা লইয়া দেড় হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত ! ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড কি ক্ষেপিয়াছেন ? না আমার সঙ্গে চালাকি করিতেছেন ?

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি বলিলাম, “তুমি কি বলিতেছ তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এ কেতাবগুলির মূল্য যে একশত টাকাও নহে ! আমি পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে যে সাত ‘ভলুম’ পুস্তক কিনিয়াছিলাম, উহাদের জন্য আমাকে পঞ্চাশ টাকা ছয় আনা মাত্র মূল্য দিতে হইয়াছিল।”

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড বলিলেন, “বল কি ! তবে কি তুমি চোরা মাল কিনিয়াছিলে ? এদামে এ সকল দুষ্প্রাপ্য কেতাব কেহ কখনও বিক্রয় করিতে পারিবে না। যাহা হউক, আমি বলিয়াছি দেড়হাজার টাকায় বিক্রয় করিতে রাজী হইলে পুস্তকগুলি আমাকে দিতে পার। তোমার মত হইলে এগুলি আমি আজ

আছে, এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে দেড়হাজার টাকার চেক্ লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি ; কি বল ?”

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে বলিয়াই তখন পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল ; সুতরাং সেই মুহূর্ত্তেই তিনি দেড়হাজার টাকার চেক্ দিতে পারেন—ইহা কতদূর সম্ভব বুঝিতে না পারিয়া আমি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলাম, “তুমি এখনই এতগুলি টাকার চেক্ দিতে পার ?—আমি ত জানিতাম—”

মিট্‌ফোর্ড বাধা দিয়া বলিলেন, “তুমি জানিতে আমি গরীব। অনেকেই জানে, আমি দরিদ্রের সন্তান ; কিন্তু কথাটা সত্য নহে। লাখ দু’লাখ টাকা ধূলি-মুষ্টির ন্যায় উড়াইবার শক্তি না থাক, এই সকল কার্য্যে ইচ্ছানুরূপ অর্থব্যয়ের সামর্থ্য আমার আছে। সে কথা যাউক, তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত কি না বল। কোন-কোন পুস্তক আজ রাত্রেই পড়িতে না পাইলে আমার ঘুম হইবে না।”

ভগবানের দয়ার সীমা নাই। আমাকে বিপন্ন দেখিয়া তিনি আমার উদ্ধারের জন্যই কি ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডকে আজ এখানে পাঠাইয়াছেন ? তাঁহার এইরূপ প্রবৃত্তি দিয়াছেন ? নতুবা কীটদষ্ট, জীর্ণ এই পুঁথির বোঝা লইয়া কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেড় হাজার টাকা দিতে চাহিবে ? একবার আমার সন্দেহ হইল, ডাক্তার আমার অর্থ-সঙ্কটের কথা জানিতে পারিয়াই করুণাপরবশ হইয়া এইভাবে আমাকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন !—কিন্তু মিট্‌ফোর্ডের এরূপ সদাশয়তার পরিচয় পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমি বলিলাম, “তা তুমি যদি পুস্তকগুলি লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে এই দণ্ডেই লইতে পার। আমার এখন টাকার বড় দরকার ; টাকাগুলি পাইলে আমি ঋণদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি।”

মিট্‌ফোর্ড বলিলেন, “তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। টাকা পাইলে তোমার যেমন উপকার হইবে, পুস্তকগুলি পাইলে আমার ততোধিক উপকার

আবশ্যক নাই।—তুমি পুস্তকগুলি প্যাক্‌বন্দী কর, আমি ততক্ষণে চেক্‌খানি লিখিয়া ফেলি।"

মিট্‌ফোর্ড আমাকে চেক্ দিয়া দশমিনিটের মধ্যে পুস্তকগুলি গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। চেক্‌খানি দীপালোকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম।—হাঁ, দেড় হাজার টাকারই চেক্ বটে! আমি অকূল সমুদ্রে কূল পাইলাম। আমার তখন কি আনন্দ হইতেছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করি, এরূপ আমার শক্তি নাই। আমার চক্ষে জল আসিল; আমি প্রাণ ভরিয়া করুণাময় জগদীশ্বরের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। আমার বুকের উপর হইতে দুশ্চিন্তার পাহাড় সরিয়া গেল।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে ব্যাঙ্কের দ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র আমি ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইয়া, চেক্‌খানি ভাঙ্গাইয়া দেড়হাজার টাকা লইয়া আসিলাম। তাহার পর আমার উত্তমর্ণগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যাহার যাহা প্রাপ্য, পরিশোধ করিলাম। আমি তাহাদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া ঋণ পরিশোধ করিতেছি দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমার সর্ব্বপ্রধান মহাজন—সেই ইহুদী-বেটা মনে করিল—উকিলের চিঠিতেই তাহার আশাতীত ফললাভ হইল; আমি মামলার ভয়ে মাথায় করিয়া টাকা বহিয়া তাহাকে দিয়া আসিলাম! যাহা হউক, টাকাগুলি পাইয়া বহুকাল পরে সে আমার সহিত একটু ভদ্রতা করিল। তাহার ভদ্রতার নমুনা প্রকাশ করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা নাই।

যাহা হউক, মহাজনদের দেনা শোধ করিয়া আমি হাসপাতালে ফিরিব, এমন সময় হঠাৎ আমার মনে একটু কৌতূহলের সঞ্চার হইল; আমি হাসপাতালে না গিয়া, হোলিওয়েল্ ষ্ট্রীটের যে পুরাতন কেতাবের দোকান হইতে সেই কেতাবগুলি কিনিয়াছিলাম, সেই দোকানে উপস্থিত হইলাম। দোকানদারকে বলিলাম, "কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি তোমার দোকান হইতে কয়েক 'ভলুম' পুরাতন পুস্তক কিনিয়াছিলাম; পুস্তকের নাম, "প্রাচীন যুগের চিকিৎসা

দোকানদার বলিল, "বিলক্ষণ স্মরণ আছে; ঐরকম পোকায় কাটা পুরাতন পুস্তক সর্ব্বদা বিক্রয় হয় না। আপনি সাত 'ভলুম' কেতাব পঞ্চাশ টাকা ছয় আনায় কিনিয়াছিলেন না?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ঐ দামেই সেগুলি কিনিয়াছিলাম। এখন তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব; পুস্তকগুলি তুমি আমাকে সুলভ মূল্যেই দিয়াছিলে,কিন্তু যদি তুমি আমার নিকট সেইগুলির ন্যায্য মূল্যের দাবি করিতে, তাহা হইলে তোমাকে আর কত টাকা দিতে হইত?"

দোকানদার বলিল, "কত আর বেশী হইত? বড় জোর আরও দশ পনের টাকা।"

আমি বলিলাম, "নিতান্ত আবশ্যক মনে করিলে পুস্তকগুলির বিনিময়ে কেহ কি তোমাকে হাজার টাকা দিতে সম্মত হইত?"

দোকানদার হাসিয়া বলিল, "এরকম বেকুব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেহ আছে? দু'দশ টাকার তফাৎ হইতে পারে,—কিন্তু পঞ্চাশ টাকার কেতাব হাজার টাকায় বেচিতে পারে, এরূপ ভাগ্যবান দোকানদার কেহ আছে বলিয়া আমার ত জানা নাই।"

আমি দোকানদারের নিকট বিদায় লইয়া হাসপাতালে চলিলাম। ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড অনেক পূর্ব্বেই হাসপাতালে আসিয়া কায আরম্ভ করিয়াছিলেন; তখন আর তাঁহার সহিত কোন কথা হইল না। টিফিনের সময় তাঁহার অবসর হইলে আমি বলিলাম, "মিট্‌ফোর্ড, তুমি কাল রাত্রে আমার সঙ্গে বড় চালাকি করিয়াছিলে! তুমি আমাকে পুস্তকগুলির যে মূল্য দিয়াছ—তাহা তাহাদের প্রকৃত মূল্য নহে।"

মিট্‌ফোর্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না, চালাকি করি নাই; আমি ত তোমাকে বলিয়াছিলাম পুস্তকগুলির ন্যায্য মূল্য দিতে পারি এরূপ আমার সামর্থ্য নাই, তবে দেড়হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি।—তাহাতেই রাজী হইয়া তুমি পুস্তকগুলি বিক্রয় করিয়াছিলে। আমি ত একথা তোমাকে বলি নাই যে, আমি যে মূল্য দিলাম, তাহা কেতাবগুলির ন্যায্য

মূল্য।—কোন্ পুস্তক কিরূপ মূল্যবান, তাহা আমার জানা না থাকিলে আমি তোমাকে কি দেড়হাজার টাকার চেক্ দিতাম ?”

আমি বলিলাম, “তুমি উল্টা বুঝিলে ! আমি বলিতেছি, তুমি যে মূল্য দিয়াছ—তাহা ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অনেক অতিরিক্ত। আমার বিশ্বাস, পুস্তক-গুলি তোমার দরকারে লাগিবে ভাবিয়া ক্রয় কর নাই, আমার অর্থ-সঙ্কটে সাহায্য করিবার জন্যই অসম্ভব অধিক মূল্য দিয়া পুস্তকগুলি লইয়া গিয়াছ। তোমার এই দয়ার কথা চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে। তুমি জান না কাল আমার কি উপকার করিয়াছ ! দেনার দায়ে আমি আত্ম-হত্যা করিতে গিয়াছিলাম ; তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ। যাহা হউক, পুস্তকগুলি তুমিই রাখিও, তুমি আমাকে যে টাকা দিয়াছ—আমি তাহা ঋণ রূপে গ্রহণ করিলাম ; যদি কখন সুসময় আসে—তখন আমি তোমার এই ঋণ পরিশোধ করিব।”

মিট্‌ফোর্ড রাগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “আমি টাকা দিয়া জিনিস কিনিয়াছি, ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি এখন সে আলোচনা অনাবশ্যক। আমি তোমাকে ঋণ দান করি নাই, তোমার সুসময় আসুক, না আসুক—তোমার কাছে টাকা লইবার আবশ্যক নাই। তুমি পুনর্ব্বার এসকল বাজে কথা বলিয়া আমাকে বিরক্ত করিও না।”

মিট্‌ফোর্ড রাগ করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন ; আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডকে কেহ ভালবাসিত না, তাঁহার বাহিক ব্যবহার শিষ্টাচারবর্জ্জিত ছিল ; কিন্তু লোকটির হৃদয় কিরূপ কোমল, তিনি কিরূপ পরদুঃখকাতর ও পরোপকারী, সেই দিন তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। সঙ্কটে না পড়িলে কে বন্ধু কে শত্রু, তাহা কেহ চিনিতে পারে না। অন্যের পক্ষে যাহাই হউন, আমার নিকট ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড বরাভয়প্রদ দেবতা।

যাহা হউক, এই ঘটনার পর আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছিল ; আমি আর

মিট্‌ফোর্ডের অনুগ্রহে আমি ঋণপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম বটে, কিন্তু আমার দুঃখ-নিশার ত অবসান হইল না! ভাগ্যদেবতা আমার প্রতি বিমুখ হইয়াই রহিলেন। কোনদিকেই আমার কোন সুবিধা হইল না; ডাক্তারী পাশ করিয়াও আমার অর্থকষ্ট দূর হইল না, দূর হওয়া দূরে থাক, দিন-দিন আমার অর্থকষ্ট বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দিবারাত্রি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করা দুরূহ হইল। কিছুদিন পরে ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের চাকরী গেল। হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে পারিলেন, ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড রোগীর দেহে নূতন নূতন ঔষধের ক্রিয়া পরীক্ষা করেন; রোগীর চিকিৎসা-উপলক্ষে অপরীক্ষিত ঔষধের ফলাফল পরীক্ষা করা বড়ই দোষের কথা। মিট্‌ফোর্ড হাসপাতাল পরিত্যাগ করিলে আমিও হাসপাতালের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া আর একটি ডাক্তারখানার হাউস-সার্জ্জন হইলাম। কিন্তু অভাব-রাক্ষসী আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল! সেখানেও আমার পসার-প্রতিপত্তি হইল না। বিপদের উপর বিপদ,—এই সময়ে আমার পিতার মৃত্যু হইল। ধনবান বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা গেল—তিনি অর্থসম্পত্তি কিছুই রাখিয়া যান নাই, অথচ প্রচুর ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন! গৃহে এমন অর্থ ছিল না যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে।—এই দুর্ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে শোকে দুঃখে, শত অভাবের নিদারুণ কশাঘাতে আমার জননীরও মৃত্যু হইল।—সংসারে আমার আপনার বলিতে আর কেহই রহিল না। পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়-বন্ধু বর্জ্জিত, সহায়-সম্পদশূন্য, শত অভাবগ্রস্ত আমি নিরানন্দময় শ্মশানের নিঃসঙ্গ প্রেতের ন্যায় একাকী এই সংসার-শ্মশানে বিচরণ করিতে লাগিলাম।—জীবনটা আমার পক্ষে দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পরে আমার জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায় চাকরীটিও হারাইলাম। কি দোষে আমার চাকরী গেল—সে প্রসঙ্গের উল্লেখ অনাবশ্যক; তবে—এই মাত্র বলিতে পারি, আমাকে অন্যের অপরাধে পদচ্যুত হইতে

করিলেন ! আমি দোষস্খালনের চেষ্টা করিলে হয় ত কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম, নিজের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে পারিতাম ; কিন্তু আমার সে প্রবৃত্তি হইল না। জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা শুকাইয়া একে-একে ঝরিয়া পড়িয়াছে।—অন্যে দোষ করিয়া যদি আমার ঘাড়ে সেই বোঝা চাপাইয়া বাঁচে ত বাঁচুক ; আমি কোন্ আশায় তাহাকে বিপন্ন করিব ?—আমি বেদনাপ্লুত, ব্যথিত হৃদয়ে কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিলাম।—পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তাহার পর এক বৎসর কাল কিভাবে আমার দিন কাটিল,—সেকথা আর আপনাদের শুনিয়া কায নাই। সে সকল কথা এখন ভাবিতেও কষ্ট হয় ; তাহার উপর বিস্মৃতির যবনিকা নিপতিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।—আমি বেকার অবস্থায় আরও একমাস লণ্ডনে থাকিয়া নূতন চাকরী সংগ্রহের চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হইল না। অবশেষে আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া অষ্ট্রেলিয়াগামী একখানি জাহাজের ডাক্তার হইয়া ইংলণ্ড ত্যাগ করিলাম।

ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু দুরদৃষ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল ! আমি যে কোম্পানীর জাহাজে চাকরী পাইলাম, কয়েক মাস পরে সেই কোম্পানীর জাহাজগুলি দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া গেল। আমি এই কোম্পানীর চাকরী পরিত্যাগ করিয়া আর এক কোম্পানীর জাহাজে চাকরী লইলাম ;—এবং অল্পদিনের মধ্যেই দুইবার কেপ কলোনি ঘুরিয়া আসিলাম। কিন্তু এই নূতন চাকরী আমার ভাল লাগিল না, আমি তাহাতে ইস্তফা দিয়া কোনও বন্ধুর পরামর্শে একটি সদাগরী জাহাজের ডাক্তার হইয়া অশান্তি যাত্রা করিলাম ! অশান্তিতে তখন বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা আমাকে আক্রমণপূর্ব্বক আহত করিল ; আমার স্কন্ধদেশে সুতীক্ষ্ণ বর্শা বিদ্ধ হইল। আমি আহত অবস্থায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলাম। লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া কিছুদিন শয্যাগত থাকিয়া ক্রমে সুস্থ হইলাম। তাহার পর চাকরীর চেষ্টায় নানাস্থানে উমেদারী আরম্ভ করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই সে সময় আমাকে [illegible]

দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। কিন্তু বসিয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডার শূন্য হয় ; আমার সঞ্চিত সামান্য অর্থ অতি অল্পদিনেই নিঃশেষিত হইল। তখন আমাকে পুনর্ব্বার অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইল। আমি যে অতঃপর কি করিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। তখন আমার আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় যে, যে কোন সামান্য চাকরী পাইলেই তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলাম ; কিন্তু তাহাও জুটিয়া উঠিল না !

উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি স্থির করিলাম, আমার হিতৈষী সুহৃদ ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের শরণাপন্ন হইব।—মিট্‌ফোর্ড লণ্ডনের যে পল্লীতে বাস করিতেন তাহা আমার জানা ছিল, কিন্তু আমি তাঁহার বাড়ীর নম্বর জানিতাম না। একদিন তাঁহার বাড়ীর সন্ধানে সেই পল্লীতে উপস্থিত হইলাম। আমার পরিচ্ছদ ছিন্ন, জুতা শত-তালিবিশিষ্ট, টুপিটা অতি পুরাতন ও বিবর্ণ ; বস্তুতঃ, সে সময় আমাকে দেখিয়া কেহই বলিতে পারিত না—আমি ভদ্রবংশোদ্ভূত ও মেডিকেল কলেজের পাশ-করা ডাক্তার। সেই জীর্ণ, জঘন্য পরিচ্ছদে কোন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে লজ্জা করে,—কিন্তু 'গরজকি নাহি লাজ' ! তখন আর আমার মান অভিমান লজ্জাসরম কিছুই ছিল না। আমি বিস্তর অনুসন্ধানে ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিলাম।

আমি ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের দরজায় উপস্থিত হইয়া রুদ্ধদ্বারে ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। অল্পক্ষণ পরে প্রায় পঞ্চাশবর্ষ-বয়স্কা একটি দীর্ঘাঙ্গী প্রৌঢ়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল ; এবং কি প্রয়োজনে আসিয়াছি তাহা জিজ্ঞাসা করিল।—পরে জানিতে পারি, এই রমণী ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের গৃহকর্ত্রী। পূর্ব্বে সে কোনও হাসপাতালে শুশ্রূষাকারিণীর কায করিত।

আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলাম, "আমি বিশেষ প্রয়োজনে ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি ; তিনি বাড়ী আছেন কি ?"

প্রৌঢ়া বলিল, "না, তিনি বাড়ী নাই। তিন মাস পূর্ব্বে তিনি বিদেশে গিয়াছেন ; কত দিনে বাড়ী ফিরিবেন ঠিক বলিতে পারি না। তবে আগামী শনিবারে তাঁহার ফিরিবার কতকটা সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু তাঁহার আরও

দুই তিন সপ্তাহ বিলম্ব হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক, আপনার কি প্রয়োজন, আমাকে বলিতে পারেন না ?"

আমি বলিলাম, "সে কথা আপনাকে বলিয়া কোন ফল নাই। ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের সহিত আমার বহুকালের বন্ধুত্ব; তাঁহার সহিত আমার কিছু কথা আছে। তাঁহার সহিত ত দেখা হইল না, তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে আমার কথা দয়া করিয়া বলিবেন কি ?"

প্রৌঢ়া বলিল, "তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আপনার নামটি ত আমার জানা চাই। তাঁহার নিকট আপনার কি পরিচয় দিব ?"—প্রৌঢ়া সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমি ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের বন্ধু—আমার পরিচ্ছদাদি দেখিয়া ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিলাম।—সে নিশ্চয়ই আমাকে ভিক্ষুক মনে করিতেছিল।

আমি বলিলাম, "আমার নাম ডগ্‌লাস্ জন্‌সন্।—নাম শুনিলেই মিঃ মিট্‌ফোর্ড আমাকে চিনিতে পারিবেন। আমরা অনেক দিন একত্র হাসপাতালে কায করিয়াছিলাম; আমিও ডাক্তার।"

প্রৌঢ়া কোন কথা না বলিয়া আমার মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দরজা বন্ধ করিতে উদ্যত হইল।—সে আমার কথা বিশ্বাস করিল না বুঝিয়া আমি পকেট হইতে নামের একখানি কার্ড বাহির করিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিলাম, এবং তাহাকে বলিলাম, "আপনি এই কার্ডখানি রাখুন, ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড বাড়ী ফিরিলে তাঁহাকে দিবেন; এই কার্ড পাইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পত্র লিখিবেন। কার্ডে আমার ঠিকানাও ছাপা আছে।"

প্রৌঢ়া কার্ডখানির উপর চক্ষু বুলাইয়া আমাকে বলিল, "তিনি বাড়ী ফিরিলে এ কার্ড তাঁহাকে দেওয়া হইবে।—যে পল্লীতে আপনি বাস করেন—তাহা ত ভদ্রপল্লী নহে! আমার মনিবের কোন বন্ধু সেখানে বাস করিতে পারেন,—একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।—কিন্তু ও কি! আপনি ও-রকম করিতেছেন কেন ? আপনার কি অসুখ

একে আমার সমস্ত দিন আহার হয় নাই, তাহার উপর দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া আমি এতই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম যে, হঠাৎ আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।—আমি সাম্‌লাইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না; ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পথশ্রমে এবং নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আমি ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের দ্বারপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমি মিট্‌ফোর্ডের একটি কক্ষে সোফায় শয়ন করিয়া আছি, সেই প্রৌঢ়া রমণী সযত্নে আমার শুশ্রূষা করিতেছে; একটি পরিচারিকা দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।—আমি প্রৌঢ়াকে বলিলাম, "বোধ হয় আমি আপনাকে অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলিয়াছি; হঠাৎ আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছিল। আমার ত মূর্চ্ছারোগ নাই, তবে এরূপ কেন হইল বুঝিতে পারিতেছি না।"

প্রৌঢ়া সদয় ভাবে বলিল, "আপনার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে দীর্ঘকাল আপনি অনাহারে আছেন; তাহার উপর পরিশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় বোধ হয় আপনার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। আপনি যে চেতনা লাভ করিয়াছেন, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি আমার মনিবের বন্ধু হউন আর না হউন, তাহাতে কিছু যায় আসে না; আপনাকে কিছু না খাওয়াইয়া যাইতে দিব না।"

অনন্তর সে সেই দ্বার-প্রান্তবর্ত্তিনী পরিচারিকাকে আমার জন্য কিছু খাবার আনিতে বলিল। ক্ষুধার তাড়নায় আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম; কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রচুর উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্য উদরস্থ করিলাম।—দুই তিন মাস এরূপ উৎকৃষ্ট আহার আমার ভাগ্যে যুটে নাই। আহারের পর আমি বেশ সুস্থ ও সবল হইলাম। আমি সেই কক্ষের চারিভিতে চাহিতেই একস্থানে আমার একখানি 'ফটো' দেখিতে পাইলাম; এই ফটোখানি আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডকে উপহার দিয়াছিলাম। যদিও এই কয়েক বৎসরে আমার আকারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তথাপি তাহা যে আমারই ফটো, ঠাহর করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইত। আমি

সেই ফটোর প্রতি গৃহকর্ত্রী প্রৌঢ়ার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিলাম, "ঐ ফটোখানি আমারই ফটো ; সুতরাং আপনি বুঝিয়াছেন আমি মিথ্যা কথায় আপনাকে প্রতারিত করি নাই। আপনি আমার যে উপকার করিলেন—সেজন্য আমি আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।—যাহা হউক, আমি এখন চলিলাম ; আপনি দয়া করিয়া আপনার মনিবকে আমার কার্ডখানি দিবেন।"

প্রৌঢ়া বলিল, "আপনাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হইবে না ; আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে। আমি খ্রীষ্টান রমণী ; কাহাকেও বিপন্ন দেখিলে তাহার সাহায্য করাই আমাদের ধর্ম্ম।—আপনিই যে মিঃ জন্‌সন্, এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নাই, ঐ ফটোখানির নীচেই আপনার নাম লেখা আছে দেখিয়াছি। আপনার কথায় প্রথমে আমার সন্দেহ হইয়াছিল, সেজন্য আমার অপরাধ লইবেন না। আমার মনিবের সঙ্গে এত লোক দেখা করিতে আসে ও তাঁর বন্ধু বলিয়া নিজের পরিচয় দেয় যে, সকলের সকল কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাদের অনেককেই ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড বোধ হয় জীবনে কখন দেখেন নাই! কিন্তু আপনার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। আমার মনিব অনেক সময়েই আপনার নাম করিতেন। তিনি অনেকবার অনেককে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তাহাও জানি।—আপনি কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, ইহা জানিবার জন্যও তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।"

আমি বলিলাম, "পরমেশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন। এক সময়ে তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল।"

প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আপনার এরূপ দুরবস্থা দেখিতেছি কেন?"

আমি বলিলাম, "সে অনেক কথা।—আমার ভাগ্য বড়ই মন্দ ; এপর্য্যন্ত

হিতৈষী বন্ধু আমার আর কেহই নাই।—তিনি কি সত্যই আগামী শনিবার বাড়ী ফিরিবেন?"

প্রৌঢ়া বলিল, "তাহাই ত সম্ভব; তবে ঠিক বলিতে পারিতেছি না। কারণ, তিনি যে কাযে গিয়াছেন—তাহাতে দুই দশদিন বিলম্ব হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক, তিনি বাড়ী ফিরিলেই আপনার কার্ডখানি তাঁহাকে দিব; আপনার সম্বন্ধে সকল কথাই তাঁহাকে বলিব; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আমি প্রৌঢ়ার নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। আমার আশা হইল, মিট্‌ফোর্ড লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া আমার দুঃখকষ্টের কথা শুনিলেই একটা চাকরীর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, এবং সম্ভবতঃ কৃতকার্য্য হইবেন।—কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় আমার ভাগ্যে কিরূপ চাকরী যুটিবে, তাহা যদি তখন জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি এতদূর আশ্বস্ত হইতাম কি না বলিতে পারি না।

যাহা হউক, তাহার পরও কয়েক দিন চাকরীর চেষ্টায় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। আমার মানসিক অশান্তি ও উৎকণ্ঠা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে রবিবার প্রাতে আমি একখানি পত্র পাইলাম; লেফাপার উপর হস্তাক্ষর দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, এই পত্রের লেখক ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড। আমি মহা আগ্রহে উদ্বেগ-কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলাম:—

"প্রিয় জন্‌সন্, তুমি দীর্ঘকাল পরে ইংলণ্ডে আসিয়াছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। আমার গৃহকর্ত্রীর নিকট জানিতে পারিলাম—তোমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়! সুতরাং বুঝিতেছি এখনও তুমি বেকার বসিয়া আছ।—শীঘ্রই তোমার একটা চাকরী হওয়া উচিত। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, আমি তোমার জন্য একটি চাকরীর যোগাড় করিয়াছি। আমার বিশ্বাস ঐ কার্য্যের তুমি সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই চাকরীটি তোমার

নাই, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সহিত তোমার পরিচয় হইবে; তখন তুমি বুঝিতে পারিবে তিনি কিরূপ অসাধারণ লোক! বস্তুতঃ, এরূপ প্রতিভাবান বহুবিদ্যাবিশারদ বিখ্যাত লোক আর কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিন মাস পূর্ব্বে রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে হঠাৎ তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; তাহার পর তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছে।—তিনি এখন লণ্ডনেই আছেন; কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে তোমার কথা বলিয়াছি। আজ রাত্রে তিনি আমার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন; তুমিও আজ রাত্রে আমার গৃহে আহার করিবে। সেই সময় তাঁহার সহিত তোমার চাকরী সম্বন্ধে সকল কথা হইবে। তিনি সম্প্রতি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন, প্রথম দৃষ্টিতে তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত, অসম্ভব ও বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু তাঁহার শক্তি ও অভিজ্ঞতায় আমার যথেষ্ট আস্থা আছে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি—তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। সাক্ষাতে সকল কথা হইবে।—তোমার চিরসুহৃদ্ জেম্‌স্ মিট্‌ফোর্ড।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রিয়সুহৃদ্ ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের পত্রখানি পাঠ করিয়া আশায়, আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম—পরমেশ্বর এতদিনে আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন।—দিনটা আর যেন কাটিতে চাহে না!—কখন সন্ধ্যা হইবে মিট্‌ফোর্ডের বাড়ী যাইব—তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ডাক্তার অকুমার সহিত সাক্ষাতের জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যিনি ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই অসাধারণ ব্যক্তি।—সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের গৃহাভিমুখে চলিলাম। গির্জ্জার ঘড়িতে যখন আটটা বাজিল, তখন আমি তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম।

পূর্ব্বোক্ত প্রৌঢ়া গৃহকর্ত্রী দ্বার খুলিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। পূর্ব্বে তাহার মুখে যে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা দেখিয়াছিলাম—এবার আর তাহা দেখিতে পাইলাম না।—সে আমাকে বলিল, "ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড আপনার প্রতীক্ষায় পাঠাগারে বসিয়া আছেন; আপনাদের খানাও প্রায় প্রস্তুত। আর একটি ভদ্রলোকেরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে; তিনি আসিলেই ভোজন-টেবিলে খানা দেওয়া হইবে।—সেই ভদ্রলোকটিরও আসিবার বোধ হয় বিলম্ব নাই।"

আমি অবিলম্বে গৃহকর্ত্রীর সহিত মিট্‌ফোর্ডের পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিলাম; আমাকে দেখিয়াই মিট্‌ফোর্ড চেয়ার হইতে উঠিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। আমি সাগ্রহে তাঁহার করমর্দ্দন করিলাম। তিনি বলিলেন, "জন্‌সন্, তোমার সহিত কতদিন পরে দেখা হইল! আমি যে কত সুখী হইয়াছি, তাহা আর কি বলিব? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। হাঁ, শুনিবারও অনেক কথা আছে, বলিবারও অনেক কথা আছে। ডাক্তার অকুমার সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিব বলিয়াই আজ তাড়াতাড়ি তোমাকে

আসিতে লিখিয়াছিলাম ; তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই আসিবেন। সাড়ে আটটার সময় তাঁহার এখানে আসিবার কথা ; তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই আমাদের কথা শেষ হইবে।"

আমি মিট্‌ফোর্ডের পাশে একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া বলিলাম, "তোমার সহিত দেখা হওয়ায় আমিও অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ ; যাহাদিগকে একসময় পরম বন্ধু বলিয়া মনে করিতাম, তাহারা সকলেই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে!—অদৃষ্ট মন্দ হইলে বন্ধুত্বও ছুটিয়া যায়।"

মিট্‌ফোর্ড বলিলেন, "সে কথা সত্য। সুসময়ে সকলেই বন্ধু হয়। কিন্তু অসময়ে তাহারা আর চিনিতে পারে না। চিরদিনই এইরূপ হইয়া আসিতেছে, এ আর নূতন কথা কি?—তোমার চেহারার এত পরিবর্ত্তন হইল কেন? এই অল্প দিনেই তোমার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে! এতদিন তুমি কি করিতেছিলে? আগে একটা সিগারেট ধরাইয়া লও,—তাহার পর সব কথা বল ; শুনিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে।"

আমি ধূমপান করিতে করিতে মিট্‌ফোর্ডকে সংক্ষেপে আমার দুর্দ্দশার ইতিহাস বলিলাম। মিট্‌ফোর্ড অখণ্ড মনোযোগের সহিত সাগ্রহে আমার সেই শোচনীয় কাহিনী শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

আমার কথা শেষ হইলে মিট্‌ফোর্ড বলিলেন, "তোমার অদৃষ্টে যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট ছিল ; তাহা ভোগ করিয়াছ,সে জন্য আর আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। বোধ হয় এত দিনে তোমার দুঃখের নিশি প্রভাত হইয়াছে। আমি তোমার জন্য যে চাকরীটির যোগাড় করিয়াছি, তাহা তোমার পছন্দ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করি। —যদি তুমি এই কার্য্যে দক্ষতার পরিচয় দিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পদোন্নতি হইবে ; প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ডাক্তার অকুমা অসাধারণ ব্যক্তি। কেবল অসাধারণ বলিলেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইল না ; তাঁহার ক্ষমতা কত অদ্ভুত, তাঁহার সহিত তোমার পরিচয় হইলেই

তাহা বুঝিতে পারিবে। আমি এরূপ শক্তিসম্পন্ন লোক জীবনে আর একটিও দেখি নাই। তিনি যে পরীক্ষা-কার্য্যে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন—তাহা যদি সফল হয়, তাহা হইলে জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে! পৃথিবীতে নবযুগের আবির্ভাব হইবে। তাহাতে মানবসমাজের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইবে—তাহা এখন কল্পনা করাও অসম্ভব।”

বন্ধুর কথা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! আমি জানিতাম, ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডকে সহজে কেহ ভুলাইতে পারে না; কোন রকম হুজুগে তিনি মাতিবার পাত্র নহেন। চোখে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইলে তিনি কোন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করেন না? ডাক্তার অকুমা কোন্ গুণে কোন্ শক্তিতে তাঁহাকে এতদূর মুগ্ধ—বশীভূত করিলেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

ক্ষণকাল চিন্তার পর বলিলাম, “ডাক্তার অকুমা কি কৌশলে বিজ্ঞান-জগতে এমন যুগান্তর ঘটাইবেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি?—আমাকেই বা তিনি কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন—এ সকল কিছু জান?”

মিট্‌ফোর্ড বলিলেন, “ডাক্তার অকুমার মুখেই সে সকল কথা শুনিতে পাইবে। আমি এই মাত্র বলিতে পারি, তোমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি তাঁহার সহযোগী পদে নিযুক্ত হইতেছ; সত্যই তোমার সৌভাগ্যে আমার হিংসা হয়!—যদি আমি তোমার মত বন্ধনহীন হইতাম, আমার যদি অন্য কোন দায়িত্ব না থাকিত—তাহা হইলে আমি স্বয়ং এই চাকরী গ্রহণ করিতাম। চাকরীটা লইবার জন্য ডাক্তার অকুমা প্রথমে আমাকেই অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাহাতে অসমর্থ বলিয়াই চাকরীটা তোমাকে দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি।—তুমি যে সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র, ইহা তাঁহারও বিশ্বাস হইয়াছে। আশা করি তোমার জন্য সুপারিশ করিয়া ভবিষ্যতে আমাকে তাঁহার নিকট অপদস্থ হইতে হইবে না। তোমার কার্য্যদক্ষতায় আমার অগাধ বিশ্বাস। তুমি তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।—সাড়ে আটটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই, অকুমা এখনই আসিবেন।”

মিট্‌ফোর্ডের কথা শেষ হইতে-না-হইতে বহির্দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল।

মিনিট-খানেক পরে ডাক্তার অকুমা সহাস্যমুখে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিট্‌ফোর্ডের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন। আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম!—তিনি তখন ইউরোপীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিলেন। তাঁহার বর্ণ ঈষৎ পীতাভ; খড়্গের ন্যায় উদ্যত নাসিকা, চক্ষু-তারকা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি কি অন্তর্ভেদী! এরূপ চক্ষু আমি এ পর্য্যন্ত কাহারও প্রত্যক্ষ করি নাই। মুখের ভাব এমন শান্ত ও সমাহিত যে, লক্ষ লোকের মধ্যেও সেরূপ দেখা যায় না। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়—বিধাতা লোকটিকে যেন স্বতন্ত্র ধাতুতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মানুষটি যে সত্যই অসাধারণ, তাহা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম।

ডাক্তার অকুমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া মিট্‌ফোর্ডকে বলিলেন, "মিট্‌ফোর্ড, ইনিই বোধ হয় তোমার বন্ধু জন্‌সন্?"

অনন্তর তিনি মিট্‌ফোর্ডের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমাকে বলিলেন, "মিঃ জন্‌সন্, আপনি কেমন আছেন? ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড আমাকে আপনার সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছেন যে, আপনাকে আমি অপরিচিত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আমার বিশ্বাস, আপনার উপর যে কার্য্যের ভার প্রদত্ত হইবে—আপনি তাহা সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।—আপনি কিছু দিন পূর্ব্বে অশান্তিতে গিয়াছিলেন না?"

ডাক্তার অকুমার এই প্রশ্ন শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! আমি অশান্তিতে গিয়াছিলাম,ইহা তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন? আমি ত ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের নিকট সে কথা পূর্ব্বে প্রকাশ করি নাই; মিট্‌ফোর্ডকে যখন সে কথা বলি, তাহার অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার অকুমা আসিয়াছেন।—আমি কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি অশান্তিতে গিয়াছিলাম, এ কথা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

ডাক্তার অকুমা হাসিয়া বলিলেন, "আপনার কণ্ঠমূলে অশান্তি দেশের 'গোয়াটো' নামক বর্শার আঘাত-চিহ্ন দেখিয়াই আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি।

বিস্ময়কর অনেক কথা আপনাকে বলিতে পারি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ব্যক্তি আপনাকে বর্শার আঘাত করিয়াছিল, বর্শা-চালনে তাহার তেমন দক্ষতা নাই ; সে এ বিদ্যায় শিক্ষানবিশ মাত্র ! বিশেষতঃ, সে বাম হস্তে এই বর্শা প্রয়োগ করিয়াছিল ; তাহার দৃষ্টিশক্তিও তেমন তীক্ষ্ণ নহে ; এবং সে ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে অল্পদিন পূর্ব্বে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।—আমার দৃষ্টিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ বলিয়াই এ সকল কথা বলিতে পারিলাম। আমার কথাগুলি সত্য কি না আপনি ভাবিয়া দেখিবেন।—ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড বোধ হয় কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, কারণ খানা ঠাণ্ডা হইতেছে ; অতএব এখন এ প্রস্তাব বন্ধ রাখিলে ক্ষতি নাই। সময়ান্তরে এ সকল কথার আলোচনা করিলেই চলিবে।”

অনন্তর আমরা পাঠ-কক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, খাদ্যদ্রব্যগুলিও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল ; কিন্তু কেন বলিতে পারি না, আমি তেমন পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিতে পারিলাম না ! অনেক জিনিস স্পর্শও করিলাম না। ডাক্তার অকুমার সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা লোপ পাইয়াছিল। দেখিলাম, ডাক্তার অকুমা আমার অপেক্ষাও অল্প আহার করিলেন। বোধ হয়, তিনি স্বভাবতঃই স্বল্পাহারী।—ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন, সে সমস্তই নষ্ট হইল।

আহারের সময় আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু কাযের কথা কিছুই হইল না। আমরা কে কোন্‌-কোন্ দেশ দেখিয়াছি, তাহারই আলোচনা চলিতে লাগিল। ডাক্তার অকুমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন ; বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। অদ্ভুত লোক বটে ! তিনি তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে মুগ্ধ করিলেন। চীন, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার চতুঃপ্রান্ত—প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ

তাহা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞাতব্য তথ্যের অবতারণা করিতে পারিতেন কি না ইহা সন্দেহের বিষয়।

নানা দেশের কথা আলোচনা চলিতে চলিতে নানা রোগের কথা উঠিল। তিনজন ডাক্তার একত্র বসিয়া গল্প আরম্ভ হইলে যদি রোগের ও ঔষধের কথা না উঠে, তবে তাহারা ডাক্তারই নহে। নানা রোগের কথা আলোচনা করিতে করিতে আমি পশ্চিম আফ্রিকার নিদ্রারোগের (Sleeping sickness) কথা তুলিলাম। আমি বলিলাম, "আমি যখন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ছিলাম, সেই সময় এই রোগাক্রান্ত কয়েকটি রোগীকে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু আমি আমার পরিচিত একটি লোকের মুখে এই রোগের যে চিকিৎসার কথা শুনিয়াছিলাম তাহা বড়ই অদ্ভুত! সেই লোকটি আমার নিকট যে গল্প করিয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু সে না কি ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল! সে আমাকে বলিয়াছিল, কেপ কোষ্ট কাস্‌ল্‌এর একজন পর্টুগীজ বণিকের একটা চাকর ছিল, চাকরটা জাতিতে নিগ্রো; তাহার বয়স কুড়ি একুশ বৎসর; বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। তাহার স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল। সে তাহার মনিবের সহিত নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত, কোনদিন তাহার একটু মাথাও ধরে নাই; অবশেষে সে কেপ কোষ্টে আসিলে হঠাৎ একদিন তাহার জ্বরভাব হইল, সঙ্গে সঙ্গে কুঁচ্‌কি ফুলিল। তাহার পরই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।—ক্রমেই তাহার নিদ্রালুতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহার প্রতিকারের জন্য তাহাকে নানা প্রকার ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া হইল; ইহাতে সাময়িক একটু ফলও পাওয়া গেল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না।—অবশেষে সে চব্বিশঘণ্টাই ঘুমাইয়া কাটাইতে লাগিল।"

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড ঔৎসুক্য ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কি হইল?—সেই রোগেই বুঝি নিগ্রোটা অকালাভ করিল!"

আমি বলিলাম "শোন তো!—এই ভাবে দিবারাত্রি ঘুমাইতে ঘুমাইতে শেষে রোগী অস্থিচর্ম্ম সার হইল। তাহার পানাহারের শক্তি রহিল না; কোন কথার উত্তর দিত না, প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকিত, ডাকা

ডাকি করিয়াও তাহার সাড়া পাওয়া যাইত না। সকলেই তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিল; বস্তুতঃ, তাহার দেহে মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন তাহার মরিতেই যে কিছু বিলম্ব! সকলেই বুঝিল, যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহার বক্ষের স্পন্দন থামিয়া যাইতে পারে।"

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড বলিলেন,"এ অবস্থায় মরিলেই ত বেচারা নিষ্কৃতি পাইত, কিন্তু তোমরা বুঝি তাহাকে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে দিলে না?"

আমি বলিলাম,"আমি ত আর তাহাকে দেখি নাই,সে অঞ্চলেও তখন ছিলাম না; যে তাহাকে দেখিয়াছিল, তাহারই কথা বলিতেছি শোন।—এই রকম যখন তাহার স-সে-মি-রা অবস্থা,সেই সময় হঠাৎ একদিন সেই স্থানে একটি বিদেশী লোকের আবির্ভাব হইল।—সে বলিল, সে এই রোগের চিকিৎসা করিতে জানে; যদি তাহার হস্তে রোগীটির চিকিৎসার ভার দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহাকে বাঁচাইতে পারে।—রোগীর জীবনের আশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছিল, সুতরাং সেই আগন্তুকের হস্তে তাহার চিকিৎসার ভার দিতে কাহারও আপত্তি হইল না। বিদেশী তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিল।"

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড হাসিয়া বলিলেন, "বেচারার যেটুকু বাকি ছিল, হাতুড়েটা দুই এক দাগ ঔষধ দিয়া তাহাও বুঝি শেষ করিল?—তাহার নিদ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হইল? তোমার গল্পটি বেশ চিত্তাকর্ষক!"

আমি বলিলাম, "আহা, শোনই ত! যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে; বরং তাহার ঠিক বিপরীত! লোকটা নূতন ধরণে রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করিল। তাহার সঙ্গে কতকগুলি শিশিতে কি ঔষধ ছিল; আমাদের ভৈষজ্যতত্ত্বে সে সকল ঔষধের উল্লেখ নাই। সেই সকল ঔষধ তাহার নিজের প্রস্তুত। শুনিয়াছি না কি হিন্দু-রসায়নে সেই সকল ঔষধের উল্লেখ আছে। অসম্ভব নহে; অনেক অসভ্য জাতির অনেক রকম মুষ্টিযোগ জানা আছে—তাহাতে চমৎকার ফল পাওয়া যায়! হিন্দু-রসায়নও অসভ্য জাতির মুষ্টিযোগের একখানি কেতাব। সে কেতাব আমি দেখি নাই; তবে সেই হাতুড়ে চিকিৎসকটা কি ভাবে রোগীর

টানিয়া লইয়া গিয়া একটি কুটিরে রাখিল। তখন তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত! সকলেই বুঝিয়াছিল, দুই চারি ঘণ্টার পরেই বেচারা পঞ্চত্ব লাভ করিবে। কিন্তু দশ দিন পরে দেখা গেল—রোগী সেই হাতুড়ে ডাক্তারের খান্‌সামাগিরি করিতেছে! সে তখন একেবারে নির্ব্যাধি!—তবে শরীর একটু দুর্ব্বল বটে।"

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এ তোমার গাঁজাখুরী গল্প! এ রকম আষাঢ়ে কাহিনী বিস্তর শুনা গিয়াছে, কিন্তু তাহার গোড়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গুয়েরিণ এই রোগ সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'অথরিটি';—তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার চক্ষুর উপর ১৪৮ জনের এই রোগ হইয়াছিল,—১৪৮ জনই তাহাতে সাবাড়!—তোমার গল্পের হাতুড়ে দেখিতেছি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারে!"

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের রসিকতায় আমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল! আমি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে বলিলাম, "তোমার গুয়েরিণ মশায় কি বলিয়াছেন-না-বলিয়াছেন তাহা আমার শুনিবার আবশ্যক নাই; আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিলাম। যাঁহার মুখে একথা শুনিয়াছি তিনি ভদ্রলোক; তিনি শপথ করিয়া বলিয়াছেন—তাঁহার কথা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। আর তিনি মিথ্যা কথাই বা কেন বলিবেন?—কিন্তু এই চিকিৎসা-ব্যাপারের মধ্যে যেটুকু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা, তাহা এখনও তোমাকে বলি নাই।—সেই হাতুড়ে ডাক্তার কেবল যে রোগীটাকে আরোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল এরূপ মনে করিও না, তাহার চিকিৎসায় সে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব্ববৎ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল।—কিন্তু সে আর একটি অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছিল, উক্ত ভদ্রলোকটির মুখে সে কথাও শুনিয়াছি! সে যে কি রহস্য,তাহা বুঝিতে পারি নাই; কখন যে বুঝিতে পারিব, সে আশাও নাই।—সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!"

ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যে রীতিমত গঞ্জিকার আবাদ আরম্ভ করিলে! যাহা হউক, কথাগুলি শুনিতে মন্দ নয়।—কাণ্ডটা কি বল, শুনি।"

আমি বলিলাম, "যাহা আমাদের কল্পনার অতীত, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি যাহা

আয়ত্ত করিতে পারে না, তাহাতেই আমরা গঞ্জিকার গন্ধ পাই! কিন্তু আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের আয়ত্ত করিবার শক্তি কতটুকু? এখন শোন—কি হইয়াছিল।—যিনি আমাকে এই গল্প বলিয়াছিলেন, তিনি একদিন সেই-অদ্ভুত চিকিৎসকের—তুমি যাহাকে হাতুড়ে বলিয়া সম্মানিত করিলে—তাহারই নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন; পূর্ব্বোক্ত নিগ্রো যুবকটিও সেইখানে ছিল। যুবক তখন শুইয়া ঘুমাইতেছিল।—ডাক্তার ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "আপনি কি কাহারও ছায়া-মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন?" মর্টন্—অর্থাৎ সেই ভদ্রলোকটি প্রথমে মনে করিলেন, ডাক্তার বুঝি কোন রকম বুজ্‌রুকি করিবে। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া কৌতূহল ভরে বলিলেন, 'তাহাতে আপত্তি কি?—পারেন ত দেখান না! আমি আমার একটি পরলোকগত বন্ধুর ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে চাই; আমার সেই বন্ধু ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছেন।'—ডাক্তারটি তখন সেই নিদ্রিত নিগ্রো যুবকের মাথার কাছে বসিয়া তাহার চক্ষুর পাতা অল্প তুলিয়া বলিলেন, 'আপনি উহার চক্ষুর ভিতর চাহিয়া দেখুন।—বেশ মন স্থির করিয়া দেখিবেন।"

"মর্টন নিগ্রোটার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার চক্ষুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মিনিট চাহিয়া রহিলেন। তিনি তাহার বন্ধুর ছায়ামূর্ত্তি অবিকল দেখিতে পাইলেন! জাহাজের উপর শেষ যে দিন যে পরিচ্ছদে তাহাকে দেখিয়া-ছিলেন, সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সে যেন দাঁড়াইয়া আছে!—যেন এক-খানি ফটো।"

মিট্‌ফোর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিগ্রোটা তখনও অকাতরে ঘুমাইতেছিল?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তখন সে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত।"

মিট্‌ফোর্ড বলিলেন, "তোমার বন্ধু—সেই মর্টন্ না নর্টন্ কি বলিলে—তাহার সঙ্গে আমার একবার দেখা হইলে আমি তাহাকে গোটাকত জেরা করিতাম। লোকটার কল্পনাশক্তি খুব প্রখর, ঔপন্যাসিক হইলে সে বেশ লোমাঞ্চকর বড় বড় দার্শনিক উপন্যাস লিখিতে পারিত; পাঁচ-পাঁচ শিলিং দরে লাখ-লাখ বই বিক্রয় হইত। দার্শনিক ঔপন্যাসিকের [illegible]

বিজ্ঞাপনের বাজারে হুলস্থূল উপস্থিত হইত! কিন্তু সত্য সত্যই এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিতে পারে—একথা তুমি বোধ হয় আমাকে বিশ্বাস করিতে বলিবে না?"

ডাক্তার অকুমা এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নাই, তিনি স্তব্ধভাবে আমাদের কথা শুনিতেছিলেন; এতক্ষণ পরে তিনি কথা কহিলেন, বলিলেন, "ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড,আপনি আপনার বন্ধুর প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করিতেছেন, একথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। উনি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—এ সকল উঁহার শোনা কথা; শোনা কথার সত্যতা সম্বন্ধে উঁহাকে দায়ী করা উচিত নহে। উনি যাহা শুনিয়াছেন—তাহা সত্য না হইতেও পারে; কিন্তু এ সমস্তই যে অমূলক, অসম্ভব গল্প মাত্র,—একথা বলিবার অধিকারই বা আপনার কতটুকু আছে? পৃথিবীতে কি সম্ভব আর কি অসম্ভব, তাহা কি আপনিই বলিতে পারেন? আমি বলিতেছি—আপনার বন্ধুর গল্পটি বিশ্বাসের অযোগ্য নহে; আমি স্বয়ং ইহা কতকটা প্রতিপন্ন করিতে পারি।"

ডাক্তার অকুমাকে আমার পক্ষাবলম্বন করিতে দেখিয়া আমার সাহস বাড়িল। কিন্তু আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড উত্তেজিত স্বরে ডাক্তার অকুমাকে বলিলেন, "আপনি এই সকল গাঁজাখুরি গল্পের সমর্থন করেন?—ইহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন? কিরূপে প্রতিপন্ন করিবেন?"

ডাক্তার অকুমা অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "হাঁ পারি।—ইহার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এই যে, যে হাতুড়ে ডাক্তার এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিল—সে স্বয়ং আমি, অন্য কেহ নহে।"

কি আশ্চর্য্য!—কথাটা শুনিয়া ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড ডাক্তার অকুমার মুখের দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না; আমার অবস্থাও সেইরূপ সাংঘাতিক! সম্মুখে বিকটাকৃতি ভূত দেখিলেও মানুষের অবস্থা সেরূপ শোচনীয় হয় না।

আমাদিগকে নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত দেখিয়া ডাক্তার অকুমা হাসিয়া বলিলেন,

"আমার কথাটা বুঝি বিশ্বাস হইল না ?—কিন্তু বিশ্বাস না হইলেও আমার কথা সত্য। যে হাতুড়ে ডাক্তার বিদেশ হইতে হঠাৎ কেপ কোষ্ট কাস্‌লে উপস্থিত হইয়া সেই নিদ্রারোগাতুর কালো নিগ্রোটার চিকিৎসা করিয়াছিল,—সে অন্ত কেহ নহে আমি। আমিই আপনার বন্ধুকে নিদ্রিত নিগ্রোর চক্ষুতে তাহার জাহাজী বন্ধুর ছায়া মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "আপনি বলেন কি ? সে আপনি! এরূপ অদ্ভুত ইন্দ্র-জাল আপনি কিরূপে দেখাইলেন ? অন্য কেহ একথা বলিলে আমি কখন বিশ্বাস করিতাম না ; মনে করিতাম অন্তের বাহাদুরী আত্মসাৎ করিবার জন্ম সে মিথ্যাকথা বলিতেছে।"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "অন্তের বাহাদুরী আত্মসাৎ করিবার জন্ম আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত নহি ; আর আমি যাহা দেখাইয়াছি, তাহাও ইন্দ্রজাল নহে। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এরূপ কার্য্য সম্পন্ন করা অসম্ভব নহে ; তবে নিয়মিত সাধনা ভিন্ন এসকল বিস্তায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। এই সাধনাও দীর্ঘকাল ব্যাপী অভ্যাসের ফল। সর্ব্বাগ্রে সৎগুরুর কৃপালাভ করিতে হয়। আমার কথা শুনিয়া ও-রকম হতবুদ্ধির ন্যায় চাহিয়া রহিলেন যে ? আমার কথা ধারণা করিতে পারিতেছেন না ? কিন্তু সে জন্ম আপনাদের অপরাধী করিতে পারি না। আপনাদের যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা, তাহাতে এ সকল বিষয় আপনাদের সম্পূর্ণ নূতন বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু আমি আপনাদিগকে অধিক কাল সংশয়ে ফেলিয়া রাখিব না। ইচ্ছা করিলে আপনারা স্বয়ং ইহা পরীক্ষা করিতে পারেন। আমি নিগ্রোর চক্ষুতে যে ছায়া-চিত্র দেখাইয়াছিলাম, এখানে তাহা দেখাইবার সুবিধা হইবে না ; সেরূপ নিগ্রো এখানে কোথায় পাইব ? ডাক্তার জন্‌সন্‌, আমি এই মুহূর্ত্তে আপনাকে ঐরকম আর একটা কিছু দেখাইব, আপনি চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া আমার কাছে সরিয়া আসুন।"

আমি বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে ডাক্তার অকুমার কাছে সরিয়া বসিলাম। তখন অকুমা তাঁহার পকেট হইতে একটি রূপার কৌটা বাহির করিলেন, এবং কৌটাটি খুলিয়া তাহা হইতে চা-চামচের এক চামচে কাল গুঁড়া তুলিয়া

লইয়া একখানি কাচের ডিসের মধ্যস্থলে ঢালিলেন। আমি ডাক্তার, রসায়ন-বিদ্যাতেও আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা না-ছিল এরূপ নহে; সেই কালো গুঁড়াটা কি জিনিস,পরীক্ষার জন্য আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু জিনিসটি কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কাঠের কয়লা সুন্দররূপে চূর্ণ করিলে যেরূপ দেখায় তাহাও দেখিতে ঠিক সেইরূপ; কিন্তু তাহা যে কয়লা-গুঁড়া নহে ইহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না। কারণ, দেখিলাম বাতাসের সংস্পর্শে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুঁড়াটুকু জমাট বাঁধিয়া গেল! ডিসের উপর পারা ঢালিলে তাহা যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলকের আকারে জমাট বাঁধিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেই কৃষ্ণবর্ণ জিনিসটুকুও সেইভাবে ডিসের উপর ছড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহাদের কালো রঙ চলিয়া গেল, এবং রামধনুর সুরঞ্জিত সপ্তবর্ণ তাহাদের উপর ফুটিয়া উঠিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!—তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। দর্পণে সূর্য্যালোক প্রতিবিম্বিত হইলে যেরূপ সেদিকে চাহিয়া থাকা যায় না, আমার চক্ষুর অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইল।—আমি সেই পদার্থে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া, অতঃপর কি ঘটে তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার আশায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিলাম। এই অদ্ভুত সামগ্রী হইতে কোন প্রকার গন্ধ উদ্গত হইতেছিল কি না বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, আমার চক্ষুর পাতা জড়াইয়া আসিতে লাগিল। মনে হইল, যেন কেহ তাহার উপর বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে!—ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের নিকট পরে শুনিয়াছিলাম, তিনিও ঠিক সেই রকমই অনুভব করিতেছিলেন। যাহা হউক, ডাক্তার অকুমা ডিস্‌খানি উভয় হস্তে ধরিয়া অল্প-অল্প নড়াইতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেই অদ্ভুত গোলকগুলিও চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেগুলি যতই ঘোরে—ততই যেন তাহাতে নূতন নূতন রঙের আভা ফুটিয়া উঠে!—প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া ডিস্‌খানি ঘুরাইয়া ডাক্তার অকুমা তাহাতে এমন একটা ঝাঁকুনি দিলেন যে, সেই গোলকগুলি এক পাশে সরিয়া গিয়া একটি বৃহত্তর গোলকে পরিণত হইল। তখন অকুমা আমাকে লক্ষ্য

করিয়া বলিলেন, "তুমি এই গোলকটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে আমার উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবে।"

আমি স্থিরদৃষ্টিতে সেই গোলকটির দিকে চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল গোলকটিই চক্ষুর উপর ভাসিতে লাগিল। দুই তিন মিনিটের মধ্যে সেই গোলকের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহা গাঢ় নীল-বর্ণ ধারণ করিল।—ক্রমে নীলবর্ণের গাঢ়তা দূর হইয়া বর্ণ ফিকা হইয়া গেল, এবং সেই ফিকা নীলবর্ণের উপর একখানি ছবি ফুটিয়া উঠিল।—আমি এক-খানি দারুময় গৃহ দেখিতে পাইলাম, সেই গৃহের চারিদিকে বারান্দা। বারান্দার রেলিংএর উপর লতাকুঞ্জ; লতায় সুন্দর সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি। সেই গৃহের দুই দিকে তালবৃক্ষশ্রেণী, সম্মুখে একটি প্রশস্ত জলাশয়; উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ সেই জলরাশিতে প্রতিফলিত হইতেছে।—এই বাড়ীখানি আমার পরিচিত বলিয়াই মনে হইল; কিন্তু তাহা কোথায় দেখিয়াছি, প্রথমে স্মরণ করিতে পারি-লাম না। শেষে হঠাৎ মনে পড়িল, আমি যে বন্ধুটির নিকট সেই নিগ্রো যুবকের কাহিনী শুনিয়াছিলাম—এ তাঁহারই বাসগৃহ। আমি এই গৃহে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলাম; অনেকদিনের পুরাতন স্মৃতি আমার হৃদয়ে সমুদিত হইল; আমি ডাক্তার অকুমা ও আমার বন্ধু মিট্‌ফোর্ডের কথা কিছুকালের জন্য বিস্মৃত হইলাম।

ডাক্তার অকুমা সেই কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "তোমার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি দর্পণে তোমার পরিচিত কোন দৃশ্য দেখিতে পাইতেছ। বোধ হয় তুমি একটি বাড়ী দেখিতেছ; ঐ বাড়ীর বারান্দায় দুইজন লোক বসিয়া নাই কি?—দেখ-দেখি তাহাদের চিনিতে পার কি না।"

আমি দেখিলাম, সত্যই দুইজন লোক বারান্দায় দুইখানি বেতের চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া আছে। কি আশ্চর্য্য! তাহাদের একজন যে আমি! আর একজন সেই গৃহের মালিক, তিনি চুরুট টানিতেছেন। ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়, আমি সেইরূপ পরিষ্কার ছবি দেখিতে পাইলাম।

অকুমা বলিলেন, "আমার কথা যে সত্য, ইহা এখন বিশ্বাস হইয়াছে ত ?"

অনন্তর অকুমা ডিস্‌খানি ধরিয়া একটু নাড়িতেই সেই অদ্ভুত ছায়াচিত্র কোথায় মিলাইয়া গেল! তখন অকুমা সেই ডিস্‌স্থিত জিনিসটিতে বিন্দু পরিমাণ কি একটা শ্বেতচূর্ণ নিক্ষেপ করিতেই তাহা পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়ায় পরিণত হইল। সাবধানে তিনি তাহা তাঁহার কৌটায় তুলিয়া রাখিলেন।

আমি বিহ্বলভাবে অকুমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আমার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!"

মিট্‌ফোর্ড বলিলেন, "স্বচক্ষে না দেখিলে আমি ইহা সত্য বলিয়া কখন বিশ্বাস করিতাম না।—এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার! জড়বিজ্ঞান ইহার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ।"

ডাক্তার অকুমা হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা চোখে দেখিতে পাও না, তাহা বিশ্বাস করিতে চাহ না; তাই তোমাদের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য নূতন কিছু দেখাইলাম। সাধনায় মানুষ কত অসম্ভব কার্য্য সাধন করিতে পারে, তাহা কে ধারণা করিবে? যখন টেলিফোঁ, টেলিগ্রাফ্, ফনোগ্রাফ্, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন তাহাদের শক্তির কথা কেহ কি বিশ্বাস করিত? মানুষের হাতের বা ললাটের গোটাকত রেখা দেখিয়া তাহার জীবনের সকল কথা বলিতে পারা যায়,—ইহা বোধ হয় তোমরা বিশ্বাস করিতেই পার না; কিন্তু এই সামুদ্রিকবিদ্যা গণিতবিদ্যার ন্যায় অভ্রান্ত। বিনা-তারে সহস্র-সহস্র ক্রোশ দূরে টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যায়—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যদি কেহ একথা মুখাগ্রে আনিত, তাহা হইলে সকলেই তাহাকে উন্মাদ মনে করিত; কিন্তু এখন তারহীন টেলিগ্রাফে পৃথিবীর এক-প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে সংবাদ প্রেরিত হইতেছে। মনোজগতেও দেখ, একজনের হৃদয়ে যে চিন্তালহরী উত্থিত হইতেছে, তাহা সহস্র ক্রোশ দূরে অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করা সম্ভব। হিন্দুস্থানের তপঃসিদ্ধ ঋষি তপস্বিগণ যোগবলে ভূত ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারিতেন, শুনিয়া জড়বাদী ইউরোপ অবিশ্বাস ভরে

মাথা নাড়ে ;(কিন্তু প্রাচ্যের তপোবন ভারতভূমি জ্ঞানমার্গে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল—ইউরোপ বা আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনস্বিগণেরও তাহা ধারণা করিবার শক্তি নাই।) আজ আমি তোমাদিগকে যাহা দেখাইলাম—যদি তাহা একশতাব্দী পূর্ব্বে এদেশের জনসাধারণকে দেখাইতাম, তাহা হইলে এদেশের লোক আমাকে কুহকী মনে করিয়া বস্তায় পুরিয়া সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিত! আমি দৃঢ়তার সহিত তোমাদিগকে বলিতেছি, আমরা দুইজনে কিছু দিনের মধ্যে এরূপ এক অদ্ভুত পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইব যে, তাহার ফলে ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবনে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে! জীবনের ধারা নূতন পথে প্রবাহিত হইবে। আমাদের সেই আবিষ্কার পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিয়া বিঘোষিত হইবে। আমরা মানব জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যার পূরণ করিব। বিধাতা যে মহাশক্তি মানবের আয়ত্তাতীত রাখিয়াছেন, আমরা সেই শক্তির অধিকারী হইয়া বিধিলিপি খণ্ডন করিব এবং সমগ্র জগতে অতিমানুষরূপে পূজিত হইব।”

আমরা স্তব্ধভাবে ডাক্তার অকুমার কথাগুলি শুনিতে লাগিলাম; আমরা স্থান কাল বিস্মৃত হইলাম। কথা বলিতে-বলিতে ডাক্তার অকুমা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, “আমি যে পরীক্ষার কথা বলিতেছি, তাহা নূতন-কিছু নহে; অতি প্রাচীন যুগ হইতে মৃত্যুর সহিত মানব জীবনের মহাসংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে মানব জয়লাভ করিতে পারে নাই; শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক—মানবকে মৃত্যু-কবলে নিপতিত হইতেই হয়, কিন্তু তথাপি মানব-জীবনের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে, এবং মনুষ্যের এই চেষ্টা আংশিকরূপে সফলও হইয়াছে। ভারতের যোগী ঋষিগণ যোগশক্তির সহায়তায় শত শত বৎসর জীবিত থাকিতেন; মৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাধীন ছিল। জড়বাদী ইউরোপ একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। নানা কারণে একালে মনুষ্যের আয়ু-হ্রাস হইয়াছে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, চেষ্টা দ্বারা একালেও মানুষকে শত শত বৎসর জীবিত রাখা সম্ভব। কিন্তু কোন্ সঞ্জীবনী শক্তির সাহায্যে এই দুষ্কর কর্ম্ম সংসাধিত হইতে পারে, তাহা

অতি অল্পসংখ্যক সাধু সন্ন্যাসীরই বিদিত। যেদিন তাহা বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন হইবে, সেই দিন চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। আমি সেই দুর্লভ শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য অসাধ্য সাধন করিয়াছি; সাধারণের অনধিগম্য স্থানে গমন করিয়াছি, মৃত্যুর সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি। অবশেষে দুর্গম তিব্বতের বৌদ্ধমঠে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আমার সঙ্কল্প-সিদ্ধির সম্পূর্ণ অনুকূল। কিন্তু আমি এপর্য্যন্ত আমার জীবনের স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাই নাই; এতদিনে আমার সেই সুযোগ উপস্থিত! আমার পরীক্ষা সফল হইলে, আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি—আমি সাধারণ মনুষ্যের আয়ুকাল এরূপ বর্দ্ধিত করিতে পারিব যে, সে অনায়াসে সহস্র বৎসর জীবিত থাকিতে পারিবে। হাজার বৎসরের মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করিবে! পৃথিবীতে যাহা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে নাই, আমি তাহাই সম্ভব করিয়া তুলিব।"

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ডাক্তার অকুমার সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত-ভাবে বসিয়া রহিলাম। ডাক্তার অকুমা কি ক্ষিপ্ত হইয়াছেন? অথচ তিনি এভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, তাঁহার কোন কথা অবিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হইল না। ডাক্তার মিট্‌ফোর্ড অকুমাকে বলিলেন, "আপনার এই অদ্ভুত পরীক্ষার ফল কতদিনে আমরা জানিতে পারিব?"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "সে কথা এখন নিশ্চয় করিয়া কিরূপে বলিব? সময় ও সুযোগের উপর ইহা নির্ভর করে। হয় ত অল্প দিনেই আমার পরীক্ষা সফল হইতে পারে, হয় ত এই পরীক্ষায় আমার জীবনের অবশিষ্টকাল অতি-বাহিত হইতে পারে। অতি ধীরে,অতি সন্তর্পণে আমাকে এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে;—অতিরিক্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিলে সমস্তই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।—আমি আপাততঃ তোমাদের নিকট বিদায় লইব। আমি আগামী কল্য প্রত্যূষেই উত্তরে যাত্রা করিব, তৎপূর্ব্বে আমাকে অনেক কায শেষ করিতে হইবে। হেন্‌সন্ তুমি আমার সঙ্গে কিছু দূর চল, তোমাকে কয়েকটি জরুরী কথা বলিবার

ডাক্তার অকুমা ডাক্তার মিট্‌ফোর্ডের নিকট বিদায় লইলেন ; আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। আমরা রাজপথে কিছু দূর অগ্রসর হইলাম ; ডাক্তার অকুমা নিস্তব্ধ ভাবে চলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আমাকে কোন কথা বলিলেন না ; তাঁহাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া আমিও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। লোকটিকে দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি হইয়াছিল।

কয়েক মিনিট পরে তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে বলিয়াছি প্রত্যুষে আমি ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলে যাইব। আমার পরীক্ষাগারের স্থানটি কিরূপ, তাহাই দেখিতে যাইব। এই পরীক্ষার স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জ্জন হওয়া আবশ্যক। এইজন্য আমি নরদাম্‌বারল্যাণ্ডে এলারডাইন কাস্‌লটি ক্রয় করিয়াছি। উহা উত্তর সাগর-তীরে অবস্থিত। প্রথমে আমি একটি কথা জানিতে চাই,—তুমি আমার চাকরী গ্রহণ করিতে সম্মত আছ ত ? তুমি প্রাণ-পণে আমার আদেশ পালন করিবে ?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই করিব ; তবে আমি এই কার্য্যের কতদূর উপযুক্ত তাহা আমার পক্ষে বলা কঠিন।"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন,"মিট্‌ফোর্ড আমাকে বলিয়াছেন, এই কার্য্যের জন্য তোমার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক পাওয়া যাইবে না। তোমার উপর তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস। তাঁহার সুপারিশেই তোমাকে চাকরীতে নিযুক্ত করিতেছি। আজ হইতেই তুমি চাকরী পাইলে।—এখন বল কিরূপ পারিশ্রমিক পাইলে তোমার পোষাইবে।"

আমি বলিলাম, "আমার পারিশ্রমিক সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিব না। আমাকে কি করিতে হইবে তাহা আপনি জানেন ; আমি কিরূপ পারিশ্রমিকের যোগ্য, তাহাও আপনার অজ্ঞাত নহে। সুতরাং আপনি যে ব্যবস্থা করিবেন তাহাতেই আমি সম্মত।"

আমার কথা শুনিয়া ডাক্তার অকুমা আমাকে যে বেতন দিবেন বলিলেন,

বেতন পাইলেও জীবন ধন্য মনে করিতাম।—অকুমাকে আমি সে কথা বলিলাম।

আমার কথা শুনিয়া অকুমা হাসিয়া বলিলেন, "দেখা যাইতেছে আমাদের দু'জনের কেহই ব্যবসাদার নহি। আমি তোমার পারিশ্রমিকের টাকা কম দিতে চাহিলেই ব্যবসাদারের মত কথা হইত, তুমিও আমার প্রতিশ্রুত অর্থের দ্বিগুণ চাহিলে পাকা ব্যবসাদারের মত কথা বলিতে। যাহা হউক, তুমি যে এ সম্বন্ধে আমার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিলে না, ইহাতে আমি খুসীই হইয়াছি। ইহাতে তোমার উপর আমার অনেকটা উচ্চ ধারণা হইয়াছে।—আমি এখন বাসায় চলিলাম; একঘণ্টা পরে আমার ভৃত্য মারফৎ যে পত্র পাইবে, তাহাতেই সকল কথা লেখা থাকিবে। তুমি সেই পত্রানুসারে কায করিবে।—দুই তিন দিন পরে পুনর্ব্বার তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

আমি অকুমার নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। আজ আমার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ। আমি এতদিনে মনের মত চাকরী পাইলাম; আমার অন্নকষ্ট দূর হইল। এখন বোধ হয় ক্রমশঃ উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

ঠিক একঘণ্টা পরে একটা দুর্ম্মনাকৃতি, নাক-কাটা চীনাম্যান আমার বাসায় উপস্থিত! কি কুৎসিত চেহারা!—তাহাকে দেখিয়া আমার মনে একটু ভয় হইল; কিন্তু আমি তাহাকে সংযত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার কাছে তোমার কি কোন দরকার আছে?"

চীনাম্যানটা নাসিকার অভাব বশতঃ কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া বলিল, "হাঁ, এঁকটুঁ কাঁয আঁছে। আঁপনিই কিঁ ডাঁক্তার জঁন্‌সঁন্?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, কি কায বল।"

সে আমাকে একখানি পত্র ও একটি পুলিন্দা দিল। আমি পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম; পত্রের উত্তর দেওয়ার আবশ্যক ছিল না। চীনাম্যানটা প্রস্থান করিলে আমি ধীরে-সুস্থে পুনর্ব্বার পত্রখানি পাঠ করিলাম; তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

ইহাতে তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকল কথা লিখিলাম। আগামী সোমবার প্রভাত পর্য্যন্ত তুমি সহরে থাকিতে পারিবে ;—সেই দিন প্রভাতে এক জাহাজী কোম্পানীর এজেণ্টের নিকট হইতে এক পত্র পাইবে। সে তোমাকে ডনা মার্সেডিস্ জাহাজের আগমন সংবাদ জানাইবে। সেই জাহাজ কাডিজ্ হইতে নিউ কাস্‌লএ যাইতেছে। সেই জাহাজে গিয়া সন্ধান লইলে জানিতে পারিবে, জাহাজে একটি অতিবৃদ্ধ আরোহী ও তাহার প্রপৌত্রী ইংলণ্ডে আসিতেছে। সেই বৃদ্ধটির নাম ডন্ মিগুয়েল্-ডি-ময়েনো। তুমি এই বৃদ্ধের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিবে। জাহাজের টিকিট কিনিবার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না ; আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। এই সঙ্গে আমি তোমাকে কয়েক শিশি ঔষধ পাঠাইলাম। আমি যে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া পাঠাইলাম, তদনুসারে বৃদ্ধের অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। নিতান্ত আবশ্যক ভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করিবে না। তোমার সাময়িক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এই সঙ্গে হাজার টাকার একখানি চেক্ পাঠাইলাম,গ্রহণ করিবে।—আর এক কথা, একটা কাণা চীনাম্যান আমার মহাশত্রু ; সম্ভবতঃ সে আমার কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিবে।—অতএব তোমার সহিত আমার সম্বন্ধের কথা কোনরূপে সে যেন জানিতে না পারে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবে, নতুবা বিপদ ঘটিতে পারে।—তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু অকুমা।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অকুমার পত্রখানি পাঠের পর পার্শেলটি খুলিয়া দেখিলাম, কতকগুলি পুরিয়াতে সাদা গুঁড়া আছে, এবং কয়েকটি দুই-আউন্স শিশিতে কয়েক রকম আরোক।—সে গুলি কি ঔষধ তাহা চিনিতে পারিলাম না। ডাক্তারী ঔষধ বলিয়া বোধ হইল না; তবে কবিরাজী,কি হকিমী,কি অবধৌতিক তাহা নিরূপণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নহে ত?—তাহাতে ত সুরাসারের তীব্র গন্ধ থাকে,—কিন্তু এই আরোকগুলি বর্ণহীন, গন্ধহীন,স্বচ্ছ।—দুই এক প্রকার আরোক জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, কোনও প্রকার স্বাদ পাইলাম না। ডাক্তার অকুমার পত্রের ভাবে বুঝিলাম—পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ডনের শুশ্রূষার জন্যই আমাকে তাহার সহিত জাহাজে থাকিতে হইবে; কিন্তু এই বৃদ্ধটি কে, অকুমার সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

দুইদিন দেখিতে-দেখিতে কাটিয়া গেল। সোমবার বেলা প্রায় নয়টার সময় পূর্ব্বকথিত জাহাজওয়ালা কোম্পানীর একখানি পত্র পাইলাম। সেই পত্রপাঠে অবগত হইলাম—'ডনা মার্সেডিস্' নামক জাহাজ কাডিজ্ হইতে লণ্ডনে আসিয়া নোঙ্গর করিয়াছে; সেইদিনই বেলা এগারটার সময় তাহা উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করিবে।—পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। ব্যস্ত হইবারই কথা! আমাকে যে জাহাজে চাকরী-স্থলে যাইতে হইবে তাহা আর দুই ঘণ্টা পরে নোঙ্গর তুলিবে,—অথচ তখন পর্য্যন্ত আমি জিনিস-পত্রাদি গুছাইয়া লইতে পারি নাই।

যাহা হউক, চাকরী স্বীকার করিয়াছি, নিজের খেয়াল চলিবে না। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া জিনিস-পত্র গুছাইতে লাগিলাম।—দিনান্তে যাহার উদরান্ন জুটিয়া উঠে না, তাহার জিনিস-পত্র যে কত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন;

ব্যাগ বোঝাই করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। বাড়ীওয়ালীর ঘরভাড়া চুকাইয়া দিয়া তাহাকে বলিলাম, "চাকরী করিতে যাইতেছি!"—বাড়ীওয়ালী বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস করিল না। আমারও চাকরী হয়! সে বোধ হয় বিস্তর গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিল, যদি চাকরী হইয়াও থাকে—আমি মাহিনা পাইব না। তাই সে ক্ষীণ স্বরে একটু অনুকম্পা প্রকাশের ভঙ্গিতে বলিল, "কোথায় চাকরী? বেতনের বন্দোবস্ত হইয়াছে ত?"

আমি বলিলাম, "না; আপাততঃ বেগার দিতে হইবে।"—বলিয়াই তাহার গৃহ ত্যাগ করিলাম। পথে আসিয়া মনে হইল যেন হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে। নদীতীরে উপস্থিত হইতে অধিক সময় লাগিল না। 'ডনা মার্সেডিস্'কে গুণ-বৃক্ষ-কণ্টকিত পোতারণ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে একটু কষ্ট হইল। যখন তাঁহার দর্শন পাইলাম, তখন তিনি উড়িবার জন্য পাখা মেলিতেছেন!

নৌকা ভাড়া করিয়া জাহাজে উঠিলাম। সম্মুখেই দেখি—'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু' এক জোয়ান। তাঁহার আবক্ষবিলম্বিত তরঙ্গভঙ্গময় কটা দাড়ি সমীরণ-প্রবাহে উড়িয়া দুই কাঁধে চামর ব্যজন করিতেছে; দূর হইতে দেখিলে মনে হয় এই প্রবীন নটবরটি নূতন ধরণের একটি 'কম্ফর্টার' গলায় জড়াইয়া নূতন ফ্যাসানের নমুনা দেখাইতেছেন!

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "জাহাজের কাপ্তেন কোথায়, মশায়?"

জোয়ান মহাশয় আকস্মিক গাম্ভীর্য্যে দাড়ির মহিমা বর্দ্ধিত করিয়া বলিলেন, "আমিই কাপ্তেন।—আপনি ডাক্তার জন্‌সন্ না কি? আমাদের জাহাজের মালিক মহাশয় জানাইয়াছেন আপনি আমাদের সহিত উত্তরাঞ্চলে যাইবেন; আপনার সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে যেন দৃষ্টি রাখা হয়। জাহাজে সুখ-স্বচ্ছন্দতা যতটুকু সম্ভব, তাহা আপনি পাইবেন। জাহাজের ষ্টুয়ার্ড আপনাকে আপনার কেবিনে লইয়া যাইবে, আপনার সঙ্গে যে সকল মাল-পত্র আছে তাহারও সে ব্যবস্থা করিবে।"

কাপ্তেন একজন মাল্লা ডাকিয়া তাহাকে ষ্টুয়ার্ডের সন্ধানে পাঠাইলেন।

যাইতেছেন, আমার উপর তাঁহাদের দেখাশুনার ভার আছে।—তাঁহারা বোধ হয় আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।”

কাপ্তেন বলিলেন, “আপনার উপর তাঁহাদের দেখাশুনার ভার পড়িয়াছে? আঃ, বাঁচাইলেন, মহাশয়! আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। আপনি এখানে না আসা পর্য্যন্ত আমার উপর কর্ত্তার হুকুম ছিল—আমি যেন তাহাদের তত্ত্ব-তল্লাস লই, রোগীর সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করি। মশায়, আমি যদি মাসে হাজার টাকা ‘উপরি’ পাই—তাহা হইলেও আর কখন এ রকম দায়িত্ব-ভার ঘাড়ে লইব না। ‘খুন’ লইয়া কি বিপদেই পড়িয়াছিলাম! ভাগ্যে আপনি আসিয়াছেন, তাই রক্ষা।”

আমি বলিলাম, “খুনের কথা আপনি কি বলিতেছেন?”

কাপ্তেন বলিলেন, “সেই বুড়োটাকে আপনি দেখেন নাই বুঝি? তাহাকেই ‘খুন’ বলিতেছি। খুন ত বরং ভাল, এ একেবারে গোরের মড়া! প্রাণটা কোন রকমে ধুক্-ধুক্ করিতেছে;—সে ধুক-ধুকির অর্থ ‘পালালে বাঁচি!’—‘পালালে বাঁচি’!”

আমি বলিলাম, “এ রকম?—না, আমি সেই বৃদ্ধকে পূর্ব্বে দেখি নাই। আমি তাহাকে উত্তরাঞ্চলে হাওয়া-বদল করিতে লইয়া যাইব।”

কাপ্তেন বলিলেন, “আপনার বুঝি এই চাকরী হইয়াছে? কেন, পৃথিবীতে কি আর চাকরী খুঁজিয়া পাইলেন না? যাক্, যার কর্ম্ম তারে সাজে! আপনি যখন ডাক্তার—তখন সেই বুড়ো মড়াটার মুর্দ্দফরাসগিরি করিয়া নিশ্চয়ই সুখ পাইবেন।—কিন্তু অত সুখ আমাদের সহ্য হয় না, মশায়!”

কাপ্তেনের কথা শুনিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইতে হইল।—অকুমা আমাকে এত অধিক বেতনের লোভ দেখাইয়াছেন কেন, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিলাম। কাপ্তেনকে বলিলাম, “মহাশয়, সেই বৃদ্ধ রোগীটির সম্বন্ধে আমি কোন কথাই জানি না; আপনি যদি আমাকে তাহার সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলেন—তাহা হইলে আমি এই অগ্নি-পরীক্ষার জন্য কতকটা প্রস্তুত

কাপ্তেন বলিলেন, "অগ্নিপরীক্ষাই বটে! এই অগ্নিপরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

লোকটা কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলিতেছে না—অথচ ক্রমাগত ভয় দেখাইয়া কাহিল করিতেছে। আমি ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রোগীটি কি উন্মাদ?"

কাপ্তেন বলিলেন, "উন্মাদ হইলে ত আপনার সৌভাগ্য মনে করিতাম। ভাবিতাম, কখন্ আল্‌গা পাইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া মরিবে,—আপনারও চাকরীর ল্যাঠা চুকিয়া যাইবে! কিন্তু তত সহজে আপনি নিষ্কৃতি পাইবেন না। লোকটা উন্মাদ নহে; বয়সই তাহার রোগ। তাহার বয়স কত অনুমান করেন? আমার বিশ্বাস, তাহার বয়স দেড় শ বৎসরের একটি দিন কম নয়। লোকটার শরীরে রক্তমাংসের সম্বন্ধ নাই; শরীরটি যেন একটি হাড়ের পুঁটুলি! সে তাহার বিছানা হইতে উঠিতে পারে না, চলা-ফেরা করা ত দূরের কথা! মুখ দিয়া কথাটি পর্য্যন্ত বাহির হয় না। হাতখানি পর্য্যন্ত নাড়িবার শক্তি নাই। তাহার হাড়-গুলি জরা-জীর্ণ চর্ম্মের নীচে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। চক্ষু দু'টি কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে।—লোকটা এখনও বাঁচিয়া থাকিয়া কেন যে এত কষ্ট পাইতেছে, তা বুঝিতে পারিতেছি না।—বেচারা মরিলেই বাঁচে।"

কাপ্তেনের কথা শুনিয়া কতক-কতক বুঝিলাম—অকুমা কি উদ্দেশ্যে ইহাকে দেশান্তরে লইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু আমি কাপ্তেনকে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না। ইতিমধ্যে জাহাজের ষ্টুয়ার্ড আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। আমি কাপ্তেনের সহিত আলাপ বন্ধ করিয়া ষ্টুয়ার্ডের সঙ্গে আমার কেবিন দেখিতে চলিলাম। আমার কেবিন সেলুনের এক-প্রান্তে অবস্থিত। কেবিন দেখিয়াই প্রাণটা ঠাণ্ডা হইল! একটা লোক তাহার ভিতর কোন রকমে হাত-পা গুটাইয়া শুইতে পারে। কেবিনের সাজসজ্জাও ততোধিক আরাম-দায়ক! ভাগ্যে আমার সঙ্গে জিনিস-পত্র অধিক নাই; সে সকল উপসর্গ থাকিলে কেবিনে মাথা রাখিবার স্থান হইত না, জিনিসেই তাহা ভরিয়া যাইত।—কিন্তু আমি অসন্তোষ প্রকাশ করিলাম না।

ভাগ্যে যাহা যুটিয়াছে—তাহাই যথা লাভ! বিশেষতঃ আমাকে পকেট হইতে ভাড়া দিতে হয় নাই।

কেবিনটি দেখিয়া বোধ হয় মুহূর্তের জন্ত আমার মুখ একটু বক্র হইয়াছিল, ষ্টুয়ার্ড তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। সে বলিল, "ঘরটা একটু ছোট; তা আপনার অসুবিধা হইবে বলিয়া আর উপায় কি? আপনি বহুবার জাহাজে চড়িয়াছেন, এরকম কেবিনে বাস করা বোধ হয় আর কখন আপনার ভাগ্যে ঘটে নাই।"

আমি বলিলাম, "আমি বহুবার জাহাজে চড়িয়াছি, ইহা তোমাকে কে বলিল?"

ষ্টুয়ার্ড বলিল, "গোঁফ দেখিয়া শিকারী বিড়াল চেনা যায় না কি?"

আমি বলিলাম, "আমার ত গোঁফ নাই, আর আমি শিকারী বিড়ালও নহি।"

ষ্টুয়ার্ড বলিল, "এই কেবিনে ঢুকিয়া আপনার অপাঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিয়াছি, আপনি বহুকাল জাহাজে-জাহাজে ঘুরিয়াছেন।"

কথায় কথায় জানিতে পারিলাম, তাহার এক ভাই একখানি জাহাজে ডাক্তারী করে,আমাদেরই কলেজ হইতে সে ডাক্তারী পাশ করিয়াছিল; সুতরাং ষ্টুয়ার্ড সেই সূত্রে আমার সহিত একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলিল। লোকটা বড় চতুর, অত্যন্ত বচনবাগীশ।

আমি ভাবিলাম, এই সুযোগে তাহার নিকট হইতে বৃদ্ধ-সম্বন্ধে যদি কোন জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করা যাউক।—আমি তাহার নিকট বৃদ্ধের কথা উত্থাপিত করিলাম।

ষ্টুয়ার্ড আমার খাটিয়ার কোণে ঝুপ্ করিয়া বসিয়া-পড়িয়া গল্পের ফোয়ারা ছুটাইল। সে বলিল, "বুড়োটা রোগী, আপনি তাহার ডাক্তার; বুড়োর সম্বন্ধে আপনাকে বেশী কথা বলা আমার এক রকম অনধিকার চর্চ্চা, ভয়ঙ্কর গোস্তাকি!—কিন্তু আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাহা না বলিয়া উপায় কি? যে লোকটা এইরকম স্থাবর বুড়োকে এই জাহাজে তুলিয়া

আনিয়াছে—তার কি একটুও দয়া মায়া নাই?—হাত পা নাড়িতে যাহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হয়—তাহাকে কি জাহাজে তুলিতে আছে? ইহাতে কাহার কি লাভ? এতদিন সে জাহাজে আসিয়াছে—কিন্তু তাহার গলার আওয়াজ কি রকম তাহা শুনিতে পাই নাই; অন্য কেহ শুনিয়াছে কি না জানি না। সে দিবারাত্রি তাহার বিছানায় চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে, চক্ষুতে পলক নাই, দৃষ্টি জাহাজের সাদা ছাদে সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে! সে দৃষ্টিতে আশা নাই, আনন্দ নাই, উদ্বেগ চিন্তা—কিছুই নাই। হৃদয়ের ভাব সে দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয় না। তাহার পাশে একটি যুবতী সর্ব্বদাই বসিয়া থাকে, প্রাণপণে বুড়োর সেবা-শুশ্রূষা করে; শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, মুহূর্ত্তের জন্যও মুখে অসন্তোষের চিহ্ন দেখি নাই। স্ত্রীও রুগ্ন স্বামীর এরকম পরিচর্য্যা করিতে পারে না। শুনিয়াছি যুবতী না কি বৃদ্ধটির ছেলের ছেলের ছেলের মেয়ে! আর সকলে মরিয়া গিয়াছে, কেবল বুড়োটাই অমর হইয়া আছে। অমর বৈ কি!—'বয়স খুঁজিতে গেলে চক্ষে লাগে ঝিনি।' তাহার বয়স দশ এগার-কুড়ি বৎসরের কম ত নহেই, বরং বেশী হইতে পারে। যুবতীকে সেই বুড়োর ঘরেই খাবার দিয়া আসিতে হয়। বুড়ো পাছে অক্কা পায়, এই ভয়ে সে বুড়োর পাশ ছাড়ে না। যম বেটা যেন তাহার রূপ দেখিয়া বুড়োকে ভুলিয়া ফেলিয়া যাইবে! রাত্রে বুড়োর খাটিয়ার পাশে তাহার বিছানা দিতে হয়। উঃ—দিনের পর দিন এ ভাবে মড়া আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকা কি কষ্টকর! আহা, এ বয়সে কোথায় সে পাঁচ যায়গায় স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইবে, কত নাচিবে, গাহিবে, না—সে যৌবনে যোগিনী। আহা! মেয়েটির অবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়।"

আমি বলিলাম, "তবে ত মেয়েটি বড় ভাল। বোধ হয় তিনি তাঁহার বৃদ্ধ-পিতামহকে বড়ই ভালবাসেন।"

ষ্টুয়ার্ড বলিল, "কি জানি মশায়! এ ত ভালবাসা নয়, এ যেন মোহের মত। আমার মনে হয় বৃদ্ধটা কি কৌশলে যুবতীটিকে যাদু করিয়া রাখিয়াছে, যেন তাহার ইচ্ছার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই। স্ত্রীলোক এত ধীর, এরূপ অচঞ্চল,

এরকম তন্ময়,—আমি ত আর কখন দেখি নাই। সাপের দৃষ্টিতে পড়িলে ব্যাংএর চলচ্ছক্তি লোপ পায়, জানেন ত?—ইলেক্‌ট্রিসিটি,—ও সব ইলেক্‌ট্রিসিটি।"

আমি বলিলাম, "যুবতীর মুখ দেখিয়া তোমার করুণার পারাবার উথলিয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি! তোমার হৃদয় বড় কোমল।"

ষ্টুয়ার্ড সগর্ব্বে বলিল, "একেবারে কাদা, মশায়, একেবারে কাদা!—কাঁদিয়া-কাঁদিয়া আমার চক্ষু অন্ধ হইবে এই ভয়ে আমি থিয়েটারে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় পর্য্যন্ত দেখি না মশায়!"

আমি বলিলাম, "তুমি চমৎকার লোক!—কিন্তু তুমি চালাক নও, চালাক হইলে এই যুবতীকে,—বুড়োটাকে কেন আনিয়াছে, কোথা হইতেই-বা উহারা আসিতেছে, এ সকল বিষয়ের নিশ্চয়ই সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে।"

ষ্টুয়ার্ড বলিল, "সে সন্ধান কি আমি লই নাই মনে করেন?—উহারা স্পেন দেশের লোক; নাম শুনিলেই তা আপনি বুঝিতে পারিবেন। বুড়োটা শুনিয়াছি কাডিজের একজন বণিক। তবে শত-খানেক বছর হইতে বোধ হয় সে বাণিজ্য-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছে।—যুবতী বুড়োর নাতির নাত্‌নি! উহার মা বাপ কেহ নাই। উহাদের এক পেনিও সম্বল আছে বলিয়া বোধ হয় না, অথচ রাজার হালে চলিতেছে; কোনও অভাব নাই। কাপ্তেন সাহেব উপরওয়ালাদের নিকট হইতে হুকুম পাইয়াছেন, উহারা যাহা চাহিবে, তাহাই দিতে হইবে; কোন জিনিসের জন্য বিল দিবে না।—আপনি বোধ হয় এ সকল কথা জানেন না।"

আমি বলিলাম, "না, আমি কিছুই জানি না। আমি বৃদ্ধের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি, নিউ কাসল্ পৌছান পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসার ভার আমার উপরেই থাকিবে। তাহার পর উহাদের কি হইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে তুমি যখন জাহাজে আছ—তখন আমার কোন সাহায্যের আবশ্যক হইলে তা বোধ হয় তোমার কাছে পাইব?"

ষ্টুয়ার্ড মাথা নাড়িয়া সোৎসাহে বলিল, "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!"—যুবতীটির

উপর আমার কেমন মায়া পড়িয়া গিয়াছে ; তাহার সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য যাহা-কিছু করা যাইতে পারে, আমি তাহা নিশ্চয়ই করিব। মিস্ মরেনোর বড়ই কষ্ট! কে যেন একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি চুল দিয়া বাঁধিয়া তাহার মাথার উপর ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।——চুল ছিঁড়িয়া কখন মাথার উপর ঝুপ্ করিয়া পড়িবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।"

আমি বলিলাম, "যুবতীর নাম কি বলিলে?"

ষ্টুয়ার্ড বলিল, "মরেনো।—ডনা কন্‌সেলো-ডি-মরেনো। কি দাঁতভাঙ্গা নাম! কিন্তু যুবতী যেন ননীর পুতুল। বুড়োটার নাম বরং কতকটা তার হাড়-গোড় বাহির-করা চেহারার মত! বুড়োর নাম ডন্ মিগুয়েল। স্পেনের লোক না হইলে কি এরকম কিম্ভূত-কিমাকার নাম হয়?—আহা, আমাদের নাম গুলি কি মোলায়েম!"

আমি বলিলাম, "বৃদ্ধকে একবার ত দেখা দরকার। তুমি আমাকে তাহার কেবিনে লইয়া যাইবে?"

ষ্টুয়ার্ড বলিল, "আপনার কেবিনের ও-পাশেই তাহার কেবিন। আপনার অনুমতি হইলে আমি আগে গিয়া যুবতীকে সংবাদ দিয়া আসিতে পারি।—সে আপনার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "তুমি যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, তাহা হইলে তাঁহাকে আমার অভিবাদন জানাইয়া বলিবে, তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন সেই সময়েই আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।—তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষায় আমি এখানেই অপেক্ষা করিব।"

ষ্টুয়ার্ড প্রস্থান করিলে আমি সেই প্রকোষ্ঠে আমার শয্যায় দেহ-ভার প্রসারিত করিলাম। আমার খাটিয়াখানিও এত ছোট যে, তাহাতে শয়ন করিয়া পদদ্বয় প্রসারিত করিলেই বিপদ! পা-দুইখানি নীচে ঝুলিতে থাকে!—অল্পক্ষণ পরে ষ্টুয়ার্ড ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল, রোগীর সঙ্গিনী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

আমি তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ করিলাম, এবং আমার ষ্টেথস্‌কোপ্‌টি

(Stethoscope) পকেটে ফেলিয়া রোগীর সেলুন-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই অদ্ভুত রোগীর পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াই যে আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে, সেই দিনটি যে আমার আশাহীন উৎসাহহীন জীবনের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

রোগীর সেলুনের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল; আমি দ্বারে ধাক্কা দিতেই রোগীর সঙ্গিনী ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আমি সেই যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম।—কি চমৎকার রূপ!—এমন অপরূপ রূপ আমি জীবনে আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না। আমি সে রূপের বর্ণনা করিতে পারিব না; সে শক্তি আমার নাই। সে রূপ দেখিলে প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে—নির্ণিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, কেবল মনে মনে বলিতে ইচ্ছা হয়, "আ মরি কি রূপ! নয়ন ভরিয়া এই রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষু সফল করি।"—আমি সেই অতুলনীয়া রূপসীর রূপ বর্ণনার নিষ্ফল চেষ্টায় পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট করিব না।

এই যুবতীর নাম—ডনা কন্‌সেলো-ডি-মরেনো।

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া ডনাই প্রথমে কথা কহিলেন, আমাকে বলিলেন, "ষ্টুয়ার্ডের মুখে শুনিলাম, আপনিই ডাক্তার জন্‌সন্। আজ প্রভাতে আমি ডাক্তার অকুমার একখানি পত্র পাইয়াছি; তাহা পাঠে জানিতে পারিয়াছি আপনি এইস্থানে আমাদের সহিত যোগদান করিবেন। আপনি আসিয়াছেন দেখিয়া আমাদের মনে কত আনন্দ হইয়াছে—তাহা বলিতে পারি না। এখন আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।"—ডনা আমার করমর্দ্দন করিলেন।

আমি শিষ্টাচারসূচক দুই একটি কথা বলিয়া রোগীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ডনা বলিলেন, "বুড়া দাদা এখন এক রকম ভালই আছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে ভাল বলা যায় কি না সন্দেহ। কাডিজ্ ত্যাগ করিবার পর হইতেই তাঁহাকে লইয়া ভয়ানক বিপন্ন হইয়াছি। আমাদের এই জাহাজখানি ভাল নয়, অনেই ভয়ানক দোলে। বিস্কে উপসাগরে একটা তুফান

উঠিয়াছিল ; সেই তুফানে জাহাজখানির যে দশা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া প্রতি-মুহূর্ত্তে আমার সন্দেহ হইতেছিল, এইবার বুঝি ডুবিয়া যাইবে!—যাহা হউক, আমরা সে ধাক্কা সাম্‌লাইয়া অনেকটা নিরাপদ হইয়াছি।—আপনি কি বুড়ো দাদাকে এখন একবার দেখিবেন ?"

আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ডনা আমাকে বৃদ্ধের শয্যা-সন্নিধানে লইয়া চলিলেন। সেলুনের একপ্রান্তে বৃদ্ধের শয়ন-কক্ষ, কক্ষটি অতি ক্ষুদ্র। কক্ষমধ্যে একখানি খাটিয়া—তাহাতে পুরু বিছানা ; বৃদ্ধ শয্যায় চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া-ছিলেন, তাঁহার উভয় হস্ত বক্ষস্থলে বিন্যস্ত!—বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। বোধ হইল, তিনি ঘুমাইতেছেন।

আমাকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া ডনা বলিলেন, "উঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিবে—আপনি এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। উনি দিবসের অধিকাংশ সময়েই এইভাবে ঘুমাইয়া থাকেন। এক-এক সময় এরূপ নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকেন যে, আমার ভয় হয় বুঝি প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে! উঁহার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বড় অধিক ব্যবধান নাই।"

বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি দেখিয়া কথাটা কিছুমাত্র অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইল না। দেখিলাম, তাহার মুখে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই, মুখ-চর্ম্মের বর্ণ হস্তীদন্তের বর্ণের ন্যায়! চক্ষু দু'টি কোটর প্রবিষ্ট ; গাল তুব্‌ড়াইয়া গিয়া হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে তাহার মুখের বেশ শ্রী ছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম ; কিন্তু সেই শ্রীর কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। এখন মুখের ভাব অতি বিকট, যেন চর্ম্মাবৃত একটি নরকঙ্কাল! মুখে দাড়ি আছে—কিন্তু তাহা তুষার-শুভ্র। সুদীর্ঘ দাড়ি বক্ষস্থল আবৃত করিয়াছে। ক্ষীণ হাত দু'খানি আবক্ষ-বিলম্বিত দাড়ির উপর সংরক্ষিত ; হাতের হাড়গুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অঙ্গুলিগুলিতে সুদীর্ঘ নখর। আমি তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি অতি সন্তর্পণে তুলিয়া ধরিয়া তাহার ধমনীর বেগ পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম ধমনীর গতি অতি মৃদু ; বক্ষের স্পন্দন আছে কি না সন্দেহ। প্রথমে মনে হইল, বৃদ্ধের অন্তিমকাল উপস্থিত, আর

মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হইবে! কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষার পর বুঝিলাম, হঠাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। কিন্তু এই দুর্ব্বল দেহে আর কয়দিন প্রাণ থাকিবে?—আমি তাঁহার হাতখানি যথাস্থানে রাখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার পর ডনাকে মৃদুস্বরে বলিলাম, "আমি আপনার উদ্বেগের কারণ বুঝিতে পারিতেছি। আপনি যে এই মরণাপন্ন রোগী লইয়া সমুদ্রযাত্রার সাহস করিয়াছেন, ইহাতে আপনার মনের বলের পরিচয় পাইয়াছি। যাহা হউক, আমরা যতদিন না নিউ কাস্‌লএ উপস্থিত হই, ততদিন রোগীর পরিচর্য্যার ভার আপনি আংশিকরূপে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন।—ইহাই এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য।"

ডনা বলিলেন, "আপনার কথায় আমি আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু আমি ত উঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমি এতদিন ধরিয়া উঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছি যে, তাহাই যেন আমার ধ্যান জ্ঞান ও আমার জীবনের প্রধান উপলক্ষ হইয়াছে। বিশেষতঃ, উনি জাগিয়া যদি আমাকে শয্যাপ্রান্তে দেখিতে না পান—তাহা হইলে হঠাৎ এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন যে, সেই উৎকণ্ঠাই উঁহার পক্ষে সাংঘাতিক হইতে পারে। উঁহার কখন কি দরকার, তাহা আমি যেরূপ বুঝিব—অন্যে তাহা বুঝিতে পারিবে না।"

যুবতীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কায করিতে প্রবৃত্তি হইল না, সুতরাং আমি তখনই বৃদ্ধের সেবা-শুশ্রূষার ভার লইতে পারিলাম না; তাঁহাকে কি পথ্য দেওয়া হইতেছে, দিবসের কোন্ কোন্ সময় তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হয়, ভুক্তদ্রব্যাদি জীর্ণ হয় কি না—ইত্যাদি দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি সেই কক্ষ ত্যাগ করিলাম।—তখন জাহাজের নোঙ্গর তুলিয়া জাহাজ ছাড়িবার উদ্যোগ চলিতেছিল।

দশ মিনিট পরে জাহাজখানি পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল। জাহাজ নদীস্রোতের অনুকূলে চলিতে লাগিল। সেই দিন অপরাহ্নে তিন চারিবার রোগীকে দেখিয়া আসিলাম; কিন্তু একটি বারও তাহার অবস্থার কোন পরি-

চক্ষু জাহাজের ছাদের দিকে সন্নিবিষ্ট। জাহাজখানি নদীর উত্তাল তরঙ্গে অত্যন্ত দুলিতেছিল, কিন্তু তাহাতে তাহার কোন কষ্ট হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি ডনাকে বলিলাম, "আপনি ডেকে গিয়া খোলা বাতাসে কিছুকাল শ্রান্তি দূর করিয়া আসুন, আমি উঁহার পরিচর্য্যার ভার লইতেছি।"—কিন্তু যুবতী আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আমি অগত্যা বাহিরে আসিলাম। জাহাজ তখন নদীর মোহনা ছাড়াইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল, এবং দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে চলিতেছিল।

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল। নৈশ-ভোজনের পর আমি ডনাকে বলিলাম, "এখন আপনি কিছুকাল ডেকে গিয়া বিশ্রাম করিলে ভাল হয়; এই অতিরিক্ত শ্রমে আপনার শরীর টিকিবে কি না তাহাও ত ভাবিতে হয়। আপনার বুড়া দাদার হঠাৎ কোনও অনিষ্টাশঙ্কা নাই। ষ্টুয়ার্ডের উপর উঁহার পর্য্যবেক্ষণের ভার দিয়া আপনি চলুন। ষ্টুয়ার্ড আবশ্যক বুঝিলেই আমাদিগকে সংবাদ দিবে, তখন আমরা রোগীর কাছে আসিলেই চলিবে।"

ডনা কি ভাবিয়া এবার আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমরা ষ্টুয়ার্ডকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া রোগীর নিকট পাঠাইলাম; তাহার পর উভয়ে ডেকে আসিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলাম। ডেকের উপর তখন বেশ ঠাণ্ডা, একটু শীত-শীত করিতেছিল; ডনা তাঁহার গাত্রবস্ত্রখানিতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে আমার সঙ্গে বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল। জাহাজখানি স্থির সমুদ্রে অচঞ্চলভাবে ভাসিয়া চলিল।

অনেকক্ষণ পরে যুবতী আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ডাক্তার জন্‌সন্, ডাক্তার অকুমার মনের কথা বোধ হয় আপনি জানেন; এত দেশ থাকিতে আমরা লণ্ডনের উত্তরাংশেই কেন যাইতেছি, দয়া করিয়া তাহা আমাকে বলিবেন কি?"

আমি কি উত্তর দিব স্থির করিতে পারিলাম না। ডাক্তার অকুমার উদ্দেশ্য

প্রকাশ করা সঙ্গত কি না বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ডনা বলিলেন, "হঁা, আপনি নিশ্চয়ই সে কথা জানেন; তথাপি আমাকে তাহা বলিতেছেন না।—ব্যাপারটা আমার বড়ই রহস্যপূর্ণ বোধ হইতেছে।

"কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমরা স্পেনের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আমাদের নির্জ্জন গৃহে বাস করিতেছিলাম; জানিতাম না যে, কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদিগকে গৃহত্যাগ করিয়া এভাবে দূরদেশে যাত্রা করিতে হইবে! কিছুই জানি না, হঠাৎ একদিন ডাক্তার অকুমা কোথা হইতে আমাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া আমা-দিগকে—একরূপ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই—জাহাজে তুলিয়া লইয়া আসিলেন। শুনিলাম, আমাদিগকে ইংলণ্ডের উত্তরাংশে যাইতে হইবে; কিন্তু কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "ডাক্তার অকুমা কি আপনাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই?—আপনাদিগকে কেন লইয়া আসিলেন, তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই?"

ডনা বলিলেন, "তা একটু বলিয়াছিলেন; তিনি আমাকে আশা দিয়াছিলেন বুড়া দাদাকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া, সুচিকিৎসাগুণে তাঁহাকে সবল ও সুস্থ করিবেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত!—এত দেশ থাকিতে কেন ইংলণ্ডে যাইতেছি, তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি না—তাহা তিনি আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁহার আরও কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে। নতুবা তিনি আমাদের ন্যায় অপরিচিত নিঃসম্পর্কীয় লোকের জন্য জলের মত অর্থব্যয় করিবেন কেন? আমাদের জন্য তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "আমি এ সম্বন্ধে যতটুকু জানি তাহা শুনিয়া আপনার কৌতূহল দূর হইবে না। কারণ আমি সত্যই বিশেষ কিছু জানি না। ডাক্তার অকুমার সহিত আমারও পরিচয় নূতন, কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না।"

ডন্না বলিলেন, "কিন্তু তিনিই ত আমার বুড়া দাদার পর্য্যবেক্ষণের ভার লইতে আপনাকে এই জাহাজে পাঠাইয়াছেন ; আপনি তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুই জানেন না, ইহা কি সম্ভব ?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আমি কোন কথা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক—ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি ক্ষুব্ধভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, আর আমাকে পীড়াপীড়ি করিলেন না। অনন্তর তিনি আমাকে অভিবাদন করিয়া রোগীর কক্ষে প্রস্থান করিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলাম ; এবং তাঁহাকে বলিলাম, "শয়নের পূর্ব্বে আর একবার রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক মনে করিতেছি ; চলুন আপনার সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।"

ডনা এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না, আমি তাঁহার সঙ্গে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলাম। যুবতী বৃদ্ধের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াই সভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিলেন ; তাহা শুনিয়া আমি দ্রুতপদে তাঁহার পাশে গিয়া দেখিলাম, ষ্টুয়ার্ড বেচারা রোগীর পাহারা দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধের মস্তক বালিশ হইতে নামিয়া-পড়িয়া খাটিয়ার পাশে ঝুলিতেছে! কোটরগত চক্ষু বিস্ফারিত। যুবতী স্পেনীয় ভাষায় অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না, তাহার পর তিনি বৃদ্ধের মাথা বালিশের উপর তুলিয়া হতাশভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার ভীতি-ব্যাকুল ভাব দেখিয়া আমার আশঙ্কা হইল, বৃদ্ধ বুঝি প্রাণত্যাগ করিয়াছে! আমি তৎক্ষণাৎ ষ্টুয়ার্ডকে একটা ধাক্কা দিয়া তুলিয়া বৃদ্ধের শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিলাম ; এবং তাহার দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। ষ্টুয়ার্ডটা অপ্রতিভ হইয়া একপাশে বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বুঝিলাম বৃদ্ধের অবস্থা অতি শোচনীয় ; জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। প্রথমে মনে হইল, অন্তিমকালে বৃদ্ধের শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইব না, এই শেষ মুহূর্ত্তে তাহাকে লইয়া টানাটানি করা বড়ই নির্দ্দয় কার্য্য হইবে। কিন্তু এখন যদি আমি তাহার প্রাণরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করি, তাহা হইলে

অকুমার নিকট কি বলিয়া জবাবদিহি করিব ?—অবস্থা এইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইলে বৃদ্ধকে কোন্ ঔষধ সেবন করাইতে হইবে—তৎসম্বন্ধে তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, ঔষধ দিয়াছেন ;—তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য না করিলে আমি তাঁহার নিকট অপরাধী হইব ! সুতরাং আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ষ্টুয়ার্ডকে বলিলাম, "আমার কেবিনে দরজার কাছে একটা ব্যাগ ঝুলিতেছে, শীঘ্র তাহা লইয়া এস ।"

ষ্টুয়ার্ড প্রস্থান করিলে ডনা ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "ডাক্তার, কি হইবে ? দাদা মশায় কি জীবিত আছেন ? বলুন, উঁহার প্রাণের কোন আশা আছে কি না ।"

আমি বলিলাম, "চুপ করুন, এত ব্যস্ত হইবেন না। এখনও দেহে প্রাণ আছে ; যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ ।—আমি উঁহার প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না এইমাত্র বলিতে পারি ।"

দুই মিনিটের মধ্যে ষ্টুয়ার্ড ব্যাগটি লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি তাহার হাত হইতে তাড়াতাড়ি ব্যাগটি লইয়া তাহা খুলিয়া একটি ছোট শিশি বাহির করিলাম। অকুমা ঐ শিশির ঔষধই বৃদ্ধের জীবনসংশয়-কালে তাহার সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কি ঔষধ, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ঔষধটি জলের মত স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ গন্ধহীন। এই ঔষধের কয়েক বিন্দু একটি চাম্‌চায় ঢালিয়া, বৃদ্ধের মুখ খুলিয়া তাহার গলায় ঢালিয়া দিলাম। ঔষধ সেবনের পর কয়েক মিনিট আমি বৃদ্ধের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম না ; তাহার চক্ষুর পাতা কয়েকবার স্পন্দিত হইল মাত্র। তাহার পর বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার পরে আর এক মাত্রা ঔষধ সেবন করাইলাম। এবার অনেকটা ফল পাইলাম। তাহার মুখের পাংশুবর্ণ কতকটা দূর হইল, এবং স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। আরও আধঘণ্টা পরে আর এক মাত্রা সেবন করাইলাম ; এবার বৃদ্ধ শিশুর ন্যায় ঘুমাইয়া পড়িল।

চিন্তা নাই, উঁহার জীবনের আশঙ্কা দূর হইয়াছে; এ ধাঁক্কা উনি সাম্‌লাইয়াছেন।”

ডনা বলিলেন, “আপনার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াছি। জীবন্মৃত রোগীকে দুই তিন মাত্রা ঔষধ সেবনে এভাবে যে কেহ সুস্থ করিতে পারে—ইহা এই প্রথম দেখিলাম। আপনার অদ্ভুত শক্তি! অব্যর্থ ঔষধ। জানি না কি বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিব।”

আমি বলিলাম, “না, আমাকে ধন্যবাদ দিতে হইবে না; ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য নহে। এ ঔষধ ডাক্তার অকুমার নিকট পাইয়াছি, তাঁহারই ব্যবস্থানুযায়ী উঁহাকে সেবন করাইয়াছি। ডাক্তার অকুমা যদি আপনাকে বলিয়া থাকেন—তিনি আপনার বুড়া দাদাকে চিকিৎসাগুণে সুস্থ ও সবল করিবেন; তাহা হইলে তিনি যে আপনাকে মিথ্যা-প্রলোভনে মুগ্ধ করেন নাই, তাহা এই ঔষধের গুণ দেখিয়াই আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।”

ডনা বলিলেন, “তাঁহার কথায় আমার একটু অবিশ্বাস হইয়াছিল, কিন্তু এই ব্যাপারে আমার সে অবিশ্বাস দূর হইয়াছে।—আমি তাঁহাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম; এজন্য বড়ই লজ্জিত হইয়াছি।”

অনন্তর আমি ডনার নিকট বিদায় লইয়া আমার শয়ন-কক্ষের অভিমুখে চলিলাম। সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বড় গরম বোধ হইল; আমি শয্যায় শয়ন করিতে পারিলাম না। তখন ঔষধের ব্যাগটি আমার শয্যা-সন্নিহিত দেওয়ালের একটি গঁজালে ঝুলাইয়া রাখিয়া সেই কক্ষ হইতে বাহির হইলাম, এবং ডেকের উপর আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। তাহার পর একটি সিগারেট ধরাইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম। তখন প্রকৃতির দৃশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরিস্ফুট চন্দ্রালোকিত সমুদ্র-তরঙ্গের মধুর শোভা আর দেখিতে পাইলাম না; গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে তখন গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল; বায়ুর বেগও প্রবল হইয়াছিল। সেই উদ্দাম ঝটিকা-প্রবাহে জাহাজখানি উন্মত্তপ্রায় সমুদ্রতরঙ্গের উপর ক্রমাগত

বার মড়্-মড়্ করিয়া উঠিতেছিল। মনে হইল, আমাদের পরমায়ু কয়েকখানি তক্তার ঘাতসহত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত-মধ্যেই আমরা এই অতলস্পর্শ সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হইতে পারি!—ঝড়ের ঝাপ্টায় ও বৃষ্টির তাড়নায় আমি আর ডেকের উপর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না; কিছু দূরে ইঞ্জিনঘরের দেওয়ালের পাশে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সেখানে আমি পুনর্ব্বার আর একটি সিগারেট ধরাইয়া তাহা টানিতে-টানিতে আমার সুখ দুঃখের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ আমি চিন্তামগ্ন ছিলাম ঠিক বলিতে পারিলাম না, তবে বোধ হয় আমি সেখানে ঘণ্টাখানেক বসিয়াছিলাম; হঠাৎ একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া আমার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল।—আমার বোধ হইল, কে যেন অতি সন্তর্পণে কেবিনের দিক হইতে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া ডেকের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে! সে মানুষ কি অন্য কিছু, অন্ধকারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে আমার মনে হইল, ইহা আমার দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র; কিন্তু আমি উভয় হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া পুনর্ব্বার সেই দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমার দৃষ্টির ভ্রম বা কল্পনার বিকার নহে, সত্যই একটি লোক নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ডেকের দিকে চলিয়া গেল! অতঃপর আমি কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় তাহাকে পুনর্ব্বার সেইরূপ নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে আমার দিকে আসিতে দেখিলাম। তাহার আকৃতি অন্ধকারে সুস্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও, তাহার চলিবার ভঙ্গি দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল, সে নিশ্চয়ই কোন সদুদ্দেশ্যে সেভাবে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না। কিন্তু লোকটা কে? তাহার উদ্দেশ্যই-বা কি?—যদি সে জাহাজের কোন কর্ম্মচারী বা খালাসী হয়—তাহা হইলে সে এই অন্ধকারে তস্করের ন্যায় অতি সন্তর্পণে পাদচারণ করিবে কেন? এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। লোকটা আমাকে দেখিতে পায় নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম। সে দুই এক পা করিয়া চলিতে-চলিতে যেস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই স্থানটি আমার

উপর চোর কোথা হইতে আসিল? একবার মনে হইল—লোকজনকে ডাকিয়া আনি, তাহারা উহাকে ধরিয়া ফেলুক।—কিন্তু তখনই মনে হইল, কেবল সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া এত রাত্রে হৈ-চৈ করিয়া আরোহিগণের নিদ্রার ব্যাঘাত করা সঙ্গত হইবে কি? অথচ লোকটার মতলব কি—তাহা না জানিয়াই বা কিরূপে চুপ করিয়া বসিয়া থাকি?—এই সকল কথা ভাবিতেছি এমন সময় হঠাৎ প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কেবিনের দ্বার উন্মুক্ত হইতেই সেই কক্ষের উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইল। লোকটির চোখে-মুখে সেই আলোকরশ্মি নিক্ষিপ্ত হইল। সেই আলোকে আমি দেখিতে পাইলাম—লোকটা একটা জোয়ান চীনাম্যান। কি বিকটাকার মুখ! বেটা যেন একটা রাক্ষস! আরও বিস্ময়ের কথা—তাহার একটি চোখ কাণা!—আমার বোধ হইল সে আমারই অনুসরণে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

লোকটাকে দেখিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম। তাহাকে কস্মিনকালে দেখি নাই বটে, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে মনে পড়িল অকুমা আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে একটি কাণা চীনাম্যানের উল্লেখ ছিল। লোকটার চেহারা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য পুনর্ব্বার তাহার দিকে চাহিলাম; কিন্তু সেই বিদ্যুতালোক মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হওয়ায় আমি আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া—সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম; কিন্তু দেখিলাম—সে অদৃশ্য হইয়াছে! ইহাতে আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া তাহাকে চারিদিকে খুঁজিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না; যেন সে মন্ত্রবলে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে!—তখন আমি স্থির করিলাম, দিবাভাগে লোকটার সন্ধান লইয়া জানিব—সে কে!

এইরূপ স্থির করিলাম বটে, কিন্তু আমার মন স্থির হইল না। ডাক্তার অকুমা যে চীনাম্যানের কথা লিখিয়াছিলেন—সে এ ব্যক্তি নহে, একথা কোন মতে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের সহিত

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার ফায়ার-ম্যান্‌দের মধ্যে কি কোন কাণা চীনাম্যান আছে? আমি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একটা কাণা চীনাম্যানকে ডেকের অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।"

ইঞ্জিনিয়ার আমার কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি ত বড় আশ্চর্য্য কথা বলিতেছেন!—আমার ফায়ার-ম্যান্‌দের মধ্যে চীনাম্যান কেহই নাই। অথচ আপনি যাহাকে দেখিয়াছেন বলিলেন, জাহাজের একজন কর্ম্মচারীও তাহাকে দেখিয়াছে শুনিয়াছি। আপনারা দুইজন লোক যখন তাহাকে দেখিয়াছেন তখন কথাটা কিরূপে অবিশ্বাস করি? অথচ জাহাজে এরূপ লোক ত কেহই নাই। আপনি তাহাকে কোথায় দেখিয়াছেন?—কখন?"

আমি বলিলাম, "এখনও বোধ হয় দশ মিনিট হয় নাই, আপনার ইঞ্জিন-ঘরের দশ বার হাত তফাতে তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। সে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে-বেড়াইতে ঐখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; অন্ধকারে প্রথমে তাহার চেহারা দেখিতে পাই নাই, আপনার কেবিনের বিদ্যুতালোক হঠাৎ তাহার মুখে পড়ায়—তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি—সেই চীনাম্যানের চেহারা অতি বিকট, এবং তাহার একটি চক্ষু নাই।"

প্রধান ইঞ্জিনিয়ার অত্যন্ত বিস্মিতভাবে হাঁ করিয়া যেন আমার কথাগুলা গিলিতেছিলেন; আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বড়ই তাজ্জবের কথা! আমার সহকারী ইঞ্জিনিয়ারও কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ লোকটাকে দেখিয়াছে বলিতেছিল, কিন্তু আমি তাহার কথা বিশ্বাস করি নাই। মনে করিতেছিলাম—সে জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিয়াছে।—জাহাজে ত কোন চীনাম্যান নাই।"

আমি বলিলাম, "তবে সে কি কৌশলে জাহাজে আসিল? আমার চক্ষুর ভ্রম, একথা আপনি বলিতে পারিবেন না; কারণ, দুইজন লোকের ঠিক একই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি আদালতে দাঁড়াইয়া হলফ করিয়া বলিতে পারি, তাহাকে দেখিয়াছি।"

ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন, "আপনি হলফ না করিলেও আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করি না। চলুন, কাপ্তেনকে কথাটা বলা যাউক; তিনি কি বলেন, শুনিতে হইবে।"

অনন্তর আমরা উভয়ে কাপ্তেনের কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—তিনি তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন। তাঁহাকে জাগাইয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি উভয় হস্তে চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া হাঁই তুলিয়া বলিলেন, "আপনি সত্যই এ রকম একটা অদ্ভুত জানোয়ারকে জাহাজের উপর দেখিয়াছেন?—সহকারী ইঞ্জিনিয়ারও কিছুকাল পূর্ব্বে ঠিক ঐ কথাই আমাকে বলিয়াছিল।—তাহার কথা শুনিয়া আমি জাহাজের সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কাণা চীনাম্যানটাকে খুঁজিয়া পাই নাই। এ কি ভৌতিক ব্যাপার! সে এ জাহাজে থাকিলে মধ্য-সমুদ্রে জাহাজ হইতে কোথায় পলাইবে?—যাহা হউক, আমি জাহাজের সর্ব্বস্থান আর একবার খুঁজিয়া দেখিব।—চলুন যাই।"

কাপ্তেন কয়েকজন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া জাহাজের সর্ব্বস্থান তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কাণা চীনাম্যানটার টিকিও দেখিতে পাইলাম না। কাপ্তেন অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আপনারা দু'জনেই বোধ হয় ভূত দেখিয়াছেন! মানুষ হইলে তাহাকে খুঁজিয়া পাইতাম।"

আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, রাত্রিও অধিক হইয়াছিল, আমি শয়নের জন্য আমার কেবিনে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, ঔষধের ব্যাগটি পূর্ব্ব-কথিত গঁজালে ঝুলিতেছে। মনে করিলাম, চীনাম্যানটাকে যখন জাহাজের উপর দেখা গিয়াছে—তখন অকুমার আদেশানুসারে আমার যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য; ঔষধগুলি এ ভাবে বাহিরে ফেলিয়া রাখিব না, ট্রাঙ্কের ভিতর তুলিয়া রাখি।—আমি তৎক্ষণাৎ ব্যাগটি নামাইয়া লইয়া, তাহার ভিতর হাত পূরিয়া ঔষধের শিশিগুলি বাহির করিতে গিয়া দেখি,—কি আশ্চর্য্য! ব্যাগের ভিতর ঔষধের একটি শিশিও নাই!—আমার মস্তকে যেন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার অকুমা-প্রেরিত ঔষধগুলি হঠাৎ এইভাবে চুরী যাওয়ায় আমি মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম। সে রাত্রে আমার আর নিদ্রাকর্ষণ হইল না। এই ঔষধগুলি যে সেই কাণা চীনাম্যানটাই চুরী করিয়াছে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না; কিন্তু অপরিচিত ঔষধ চুরী করিয়া তাহার কি লাভ, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।—আমার মনে হইল—আমি হয় ত ঔষধপূর্ণ শিশিগুলি ব্যাগের ভিতর না রাখিয়া অন্য কোথাও রাখিয়াছি, হয় ত তাহা বৃদ্ধের শয্যাপ্রান্ত হইতে লইয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু বিস্তর অনুসন্ধানেও তাহা কোথাও পাইলাম না! আমার দুশ্চিন্তা অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন আমি ডেকে গিয়া ষ্টুয়ার্ডের কক্ষে উপস্থিত হইলাম; তখন রাত্রি শেষ হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বাকাশ তখনও অরুণাভ হইতে বিলম্ব ছিল। মেঘঝড়ের তখন আর চিহ্ন ছিল না, সমস্ত প্রকৃতি স্থির; কেবল উর্দ্ধাকাশ হইতে দুই চারিটি নিষ্প্রভ নক্ষত্র নির্ণিমেষ নেত্রে স্তব্ধ সমুদ্রের দিকে চাহিতেছিল।

ষ্টুয়ার্ড তখন তাহার ঘরে বসিয়া একরাশি চায়ের পেয়ালা সাজাইতেছিল; প্রত্যূষে জাহাজের আরোহিগণকে গরম-গরম চা যোগাইতে হইবে। প্রভাতের পূর্ব্বেই তাহার সেজন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। ষ্টুয়ার্ড আমাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনি এত প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াছেন! —এখনও একটু রাত্রি আছে যে!"

আমি বলিলাম, "রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারি নাই।—তোমাদের জাহাজের এ কি রকম ব্যবস্থা? যাত্রিগণের কেবিনে চোর ঢুকিয়া অনায়াসে জিনিস-পত্র চুরী করিয়া লইয়া যায়! সে দিকে তোমাদের কোন খেয়াল থাকে না,—এ বড় অন্যায়।"

"জাহাজের কেবিনে চোর ঢুকিয়া জিনিস-পত্র চুরী করে!—আপনি কি বলিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না। কেবিনে যাহাদের প্রবেশাধিকার নাই, তাহাদিগকে কেবিনে প্রবেশ করিতে দিব—আমরা কি এতই দায়িত্ব-জ্ঞান হীন ?"

আমি বলিলাম, "তোমাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে কি না জানি না; কিন্তু রাত্রে আমার কেবিন হইতে কতকগুলি ঔষধ চুরী গিয়াছে। যে বৃদ্ধ রোগীটির চিকিৎসা-ভার আমার উপর ন্যস্ত আছে—তাঁহারই ঔষধ। রাত্রে আমি যখন ডেকে ছিলাম, সেই সময়েই ঔষধগুলি চুরী গিয়াছে।"

ষ্টুয়ার্ড অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আপনি বলেন কি মশায়? আপনি আমাকে যে অবাক্ করিয়া দিলেন! আপনার অভিযোগ কি সত্য ?"

আমি বলিলাম, "সম্পূর্ণ সত্য। আমি বৃদ্ধকে ঔষধ দিয়া ঔষধপূর্ণ ব্যাগটি আমার কেবিনে রাখিয়া দিই; তাহার পর কেবিনের ভিতর অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় ডেকের উপর বেড়াইতে যাই। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাগ খুলিয়া দেখি ঔষধগুলি নাই!"

ষ্টুয়ার্ড বলিল, "বড়ই তাজ্জবের কথা!—কিন্তু এ সকল ঔষধে কাহার কি দরকার?—কে তাহা চুরী করিয়াছে অনুমান করিতে পারেন? আমি জানিয়া-শুনিয়া কোন বাহিরের লোককে আপনার কেবিনে প্রবেশ করিতে দিয়াছি—ইহাই কি আপনি মনে করেন?"

আমি বলিলাম, "তোমার জ্ঞাতসারে কেহ আমার কেবিনে ঢুকিয়া চুরী করিয়াছে, ইহা আমার মনে হয় না; কিন্তু তোমার জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, চুরী গিয়াছে ত!"

ষ্টুয়ার্ড বলিল, "চুরী যাওয়াটা বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হইতেছে আপনি যখন ডেকের উপর ছিলেন—সেই সময় বৃদ্ধের আত্মীয়া দরকার বুঝিয়া ঔষধগুলি লইয়া গিয়া থাকিবেন। এত মূল্যবান জিনিস থাকিতে কয়েক শিশি ঔষধ কে চুরী করিবে?"

আমি বলিলাম, "ডনা এই সকল ঔষধের গুণাগুণ জানেন না, ডাক্তারের অজ্ঞাতসারে তিনি ঔষধ লইয়া গিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবেন, ইহা সম্ভব নহে। চোর কি মতলবে শিশিগুলি চুরী করিয়াছে—তাহা সে-ই বলিতে পারে। আমি কিন্তু সহজে ছাড়িব না, যেরূপে পারি—চোরকে খুঁজিয়া বাহির করিব; তাহার পর, তাহার অদৃষ্টে কি আছে—সে তাহা জানিতে পারিবে।"

আমি ষ্টুয়ার্ডের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাহার কক্ষ ত্যাগ করিলাম। বস্তুতঃ এই ঔষধগুলি চুরী করায় কাহার কি ইষ্টসিদ্ধি হইবে—ডাক্তার অকুমা হয় ত তাহা কতকটা বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহাকে ত সংবাদ পাঠাইবার কোনও উপায় নাই। এই সকল মূল্যবান ঔষধ চুরী যাওয়াতে তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন, আমাকে অকর্ম্মণ্য ও অসতর্ক মনে করিবেন। হয় ত আমার চাকরীটুকুও যাইতে পারে। চাকরী যাউক তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু অকর্ম্মণ্য ও অসতর্ক এই অপবাদ লইয়া পদচ্যুত হওয়া বড়ই লজ্জার কথা।

বেলা আটটার সময় জাহাজের কাপ্তেনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমাকে নমস্কার করিয়া একটু রসিকতা প্রকাশের অভিপ্রায়ে বলিলেন, "কেমন মশায়! রাত্রে সুনিদ্রা হইয়াছিল ত? কাণা চীনাম্যানের স্বপ্ন দেখিয়া আর ভয় পান নাই ত?"

কাপ্তেনের রসিকতায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। আমি বলিলাম, "কাপ্তেন উইংওভার, আপনি যে বেশ রসিক তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আপনার রসিকতা আপাততঃ মুলতুবি রাখিয়া আমার অভিযোগে কর্ণপাত করুন। গত রাত্রে আমি আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা আপনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু কথাটা উপেক্ষাযোগ্য নহে। আপনি বোধ হয় জানেন, আমি আমার কর্ত্তৃপক্ষ ডাক্তার অকুমার আদেশানুসারে আপনার জাহাজে আসিয়া ডন্ মিগুয়েল-ডি-মরেনো নামক স্পেনদেশীয়

উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার হস্তে এই গুরুভার অর্পিত আছে। এই রোগীর চিকিৎসার জন্ম ডাক্তার অকুমা আমার নিকট কতকগুলি বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন ; তিনি ঔষধগুলি পাঠাইবার সময় আমাকে সতর্ক করিয়াছিলেন, একটা কাণা চীনাম্যান আমাদের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতেছে ; সে যেন কোন ক্ষতি করিতে না পারে, সে বিষয়ে আমাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমি কাল রাত্রে রোগীর চিকিৎসার পর ঔষধের ব্যাগটি আমার কেবিনের দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিয়া ডেকে যাই ; তাহার অল্পক্ষণ পরেই একটা কাণা চীনাম্যানকে ইঞ্জিনিয়ারের ঘরের অদূরে দেখিতে পাই। তাহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, সে ডাক্তার অকুমা-বর্ণিত সেই কাণা। আমি রাত্রে আপনাকে সে কথা জানাইলে আপনি জাহাজের উপর চীনাম্যানটার অনুসন্ধান করেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাকে খুঁজিয়া পান নাই। ইহাতে আপনার ধারণা হইয়াছে—আমি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, না হয় মিথ্যাকথা বলিয়াছি।”

কাপ্তেন বলিলেন, “আপনি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন—এরূপ আমার ধারণা হয় নাই।”

আমি বলিলাম, “থামুন মহাশয়, অগ্রে আমার সকল কথা শুনুন, পরে আপনার মতামত প্রকাশ করিবেন।—আপনি যাহাই বলুন, আর আপনার ধারণা যাহাই হউক—আমার কথা আপনি বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন, তাহা আপনার কথার ভাবেই বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আপনার সহিত সাক্ষাতের পর আমি আমার কেবিনে প্রবেশ করিয়া ঔষধগুলি স্থানান্তরিত করিতে গিয়া দেখি, ব্যাগের ভিতর হইতে তাহা অদৃশ্য হইয়াছে! —আমি যখন ডেকে ছিলাম, সেই সময়ে নিশ্চয়ই কেহ তাহা চুরী করিয়াছে। —এ কায কাহার, তাহা কি আপনি অনুমান করিতে পারেন ?”

কাপ্তেন বলিলেন, “কিন্তু—”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, “ইহার মধ্যে কিন্তু নাই ; সত্যই ঔষধগুলি চুরী

করিয়াছে, এরূপ মনে করা যখন সম্ভব নহে, তখন কেহ তাহা আত্মসাৎ করিয়াছে—ইহা ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারি ?”

কাপ্তেন বলিলেন, “আপনি সেই অজ্ঞাতনামা চীনাম্যানটাকেই চোর মনে করিতেছেন ; বাস্তবিকই যদি এরূপ কোন লোক আকাশ দিয়া উড়িয়া আসিয়া আপনার মূল্যবান ঔষধগুলি চুরী করিয়া পলাইয়া থাকে—তাহা হইলেও আপনার এই সন্দেহের কোন মূল্য আছে কি ? আপনার কেবিনে ঘড়ি চেন, টাকা, জুতা জামা, আরও কত কি জিনিস আছে,—সে তাহার কিছুই লইল না, কয়েক শিশি ঔষধ—যাহা তাহার কোনও কাযে লাগিবার সম্ভাবনা নাই, এবং যাহার গুণাগুণ সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তাহাই চুরী করিয়া সে হাওয়ায় মিশিয়া গেল,—এ কথা যদি আমি বিশ্বাস করিয়া উঠিতে না পারি ত সেজন্য আপনি আমাকে অপরাধী বা দায়ী করিতে পারেন কি ?”

আমি বলিলাম, “আপনাকে অপরাধী মনে করিতেছি না, কিন্তু এই চুরীর জন্য আপনাকে দায়ী করিতে পারি। আপনার জাহাজ হইতে চুরী হইল—আপনি দায়ী হইবেন না, তবে কি ক্যাণ্টরবারীর বিশপ্ এজন্য দায়ী হইবেন ?”

কাপ্তেন বলিলেন, “আপনি যদি অনবধানতাক্রমে ঔষধগুলি হারাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি সেজন্য দায়ী হইব ? কাল রাত্রে তুফানের সময় জাহাজ ভয়ানক দুলিয়াছিল, সেই সময় ঔষধের শিশিগুলি ব্যাগের ভিতর হইতে গড়াইয়া পড়িয়া হারাইয়া যায় নাই,—একথা কে বলিবে ? এরূপ কাণ্ড ত পূর্ব্বে কতবার হইয়াছে, ইহা নূতন নহে।”

আমি বিরক্তিভরে বলিলাম, “আপনার এ যুক্তি খুব চমৎকার বটে ! জাহাজ দুলিয়াছিল, সুতরাং সেই দুলুনীর চোটে ব্যাগ খুলিয়া শিশিগুলি তাহা হইতে ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইল, তাহার পর ব্যাগ আপনা-হইতে বন্ধ হইল ! সমুদ্রতরঙ্গের ঘাড়ে এত বড় দোষ আর কোনও কাপ্তেন কখন চাপাইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।—আপনি যাহাই বলুন, আপনার এসকল অসার অনুমানের কোন মূল্য নাই। সেই কাণা চীনাম্যানটা যে

কৌশলেই হউক এই জাহাজে আসিয়াছে, এবং যে উদ্দেশ্যেই হউক ঔষধগুলি চুরী করিয়া লুকাইয়া আছে।—এই মধ্য-সমুদ্রে সে নিশ্চয়ই চোরা-মালসহ স্থানান্তরে পলায়ন করিতে পারে নাই; আর সে যে সেই ঔষধগুলি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া মজা দেখিবার উদ্দেশ্যে তাহা চুরী করিয়াছে, ইহাও বিশ্বাস হয় না। ঔষধগুলি চুরী যাওয়াতে রোগীর জীবন বিপন্ন হইয়াছে। এখন যদি রোগী অচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর জন্য আপনা-কেই দায়ী হইতে হইবে! ডাক্তার অকুমাকে আপনি বোধ হয় জানেন না; তিনি আপনাকে সহজে নিষ্কৃতি দান করিবেন—এ আশা ত্যাগ করুন।"

কাপ্তেন গরম হইয়া বলিলেন, "তাঁহার যাহা সাধ্য তিনি যেন তাহা করেন।—এখন আপনি আমাকে কি করিতে বলেন তাহাই বলুন।"

আমি বলিলাম, "চীনাম্যানটা জাহাজের কোনও গুপ্তস্থানে লুকাইয়া আছে; তাহাকে আপনি খুঁজিয়া বাহির করুন।—আপনি যদি এই কষ্ট স্বীকারে সম্মত না হন, তাহা হইলে আমাকে লোক দিলে আমি জাহাজের সর্ব্বস্থানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারি।"

কাপ্তেন বলিলেন, "আপনার উপকার করিতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আপনার আব্‌দার কিঞ্চিৎ অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে! আমি সেই চীনা-ম্যানের সন্ধানে জাহাজের সর্ব্বস্থান তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি; একবার নহে, দুই-দুইবার জাহাজের এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে; কিন্তু চীনাম্যানটার টিকিও দেখিতে পাই নাই। এ অবস্থায় পুনর্ব্বার তাহার অনুসন্ধান করিয়া ফল কি?"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে কাগজে-কলমে যথারীতি আপনার নিকট অভিযোগ করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় দেখি না। কেবল অভিযোগ নহে, রোগীর মৃত্যু হইলে সে জন্য আপনাকে যাহাতে জবাবদিহী করিতে হয় আমি তাহারও ব্যবস্থা করিব। চোরটা যাহাতে ধরা পড়ে সে চেষ্টায় আপনাকে অত্যন্ত উদাসীন দেখা যাইতেছে।"

কাপ্তেন এ কথার কি উত্তর দিতেন বলিতে পারি না, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে

ডনা কন্‌সেলো অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে আমাদের দিকে আসিতেছেন দেখিয়া আমরা উভয়েই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, তাঁহার মুখ ম্লান, চক্ষুর চারি পাশে কালি পড়িয়া গিয়াছে, সমস্ত রাত্রি যেন তিনি জাগিয়া কাটাইয়াছেন ও নিদারুণ মনঃকষ্ট সহ্য করিয়াছেন।

আমি অগ্রসর হইয়া বলিলাম, "গুড্‌মর্ণিং মিস্! আশা করি আপনার বুড়া দাদা এখন ভালই আছেন।"

ডনা বলিলেন, "তাঁহার ভালও বুঝি না, মন্দও বুঝি না; তবে রাত্রে কোনও নূতন উপসর্গ দেখিতে পাই নাই। এখন ত তিনি বেশ ঘুমাইতেছেন। আমি ষ্টুয়ার্ডকে তাঁহার কাছে বসাইয়া রাখিয়া একটু বায়ুসেবনের জন্য বাহিরে আসিলাম।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে রাত্রে আপনার সুনিদ্রা হয় নাই, আপনাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি;—ইহার বিশেষ কোন কারণ থাকিলে আপনি তাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে পারেন।"

ডনা বলিলেন, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে; কাল রাত্রিটা আমার বড়ই অশান্তিতে কাটিয়াছে। আমি এরূপ ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, সে কথা স্মরণ করিতে এখনও হৃদ্‌কম্প হইতেছে।"

কাপ্তেন বলিলেন, "অমূলক স্বপ্নে আপনার এত আতঙ্ক হইয়াছে!—বড়ই দুঃখের কথা।"

আমি বলিলাম, "আপনি এমন কি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছেন, শুনিতে পাই না?"

ডনা বলিলেন, "সে কথা বলিতে কোনও আপত্তি নাই; কিন্তু তাহা স্বপ্ন কি সত্য আমি এখন পর্য্যন্ত ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। গতরাত্রে আপনি বুড়া দাদাকে দেখিয়া চলিয়া আসিবার পর আমি কিছুকাল তাঁহার পাশে বসিয়া রহিলাম। মনে করিলাম, একটু পড়াশুনা করি; কিন্তু পড়িতে ভাল লাগিল না। ষ্টুয়ার্ড বুড়া দাদার খাটিয়ার পাশে মেঝের উপর আমার

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, শয়নমাত্র আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। আমি কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিল; আমার মনে হইল, কোন অপরিচিত লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে! কিন্তু আমি চক্ষু খুলিতে পারিলাম না; মুদিত নেত্রেই আমি অনুভব করিলাম—সেই লোকটি ধীরে ধীরে আমার কাছে সরিয়া আসিতেছে। তখন আমি যথাসাধ্য চেষ্টায় চক্ষু খুলিয়া চাহিলাম; যাহা দেখিলাম—তাহাতে আমার বুকের রক্ত যেন জমিয়া গেল! দেখিলাম, একটা ভীষণাকৃতি কাণা চীনাম্যান আমার পাশে বসিয়া, আমার দেহের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া এক চোখে কট্‌মট্ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতেছে। সে ত চোখ নয়, যেন আগুনের ভাঁটা! শয়তান বুঝি মানুষের বেশ ধরিয়া আসিয়াছিল।—আমি তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিতেই লোকটা একলম্ফে সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করিল।"

ডনার কথা শুনিয়া কাপ্তেন দুই পকেটে হাত পূরিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। আমি বলিলাম, "লোকটার এক চোখ কাণা তাহা কি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন?"

ডনা বলিলেন, "হাঁ, তাহা স্পষ্ট দেখিয়াছি; তাহার একটা চোখ হইতে আগুনের হল্কা বাহির হইতেছিল!—সেই ভয়ানক দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলিব না। কি কদর্য্য মুখ! সে চীনাম্যান। আমি চীনাম্যান পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, কিন্তু এরকম ভয়ানক কুৎসিত চেহারা আর কখন দেখি নাই।—চীনাম্যানটা কোথা হইতে আসিল, কি উদ্দেশ্যেই-বা সে ততরাত্রে আমাদের কামরায় ঢুকিয়াছিল?—আমি স্বপ্ন দেখি নাই ত? ইহা কি সত্য?"

আমি সোৎসাহে বলিলাম, "ইহা সম্পূর্ণ সত্য।—আপনি যে চীনাম্যানটাকে দেখিয়াছেন, আমিও তাহাকে দেখিয়াছি; আমি তাহারই কথা কাপ্তেনকে বলিতেছিলাম। কিন্তু কাপ্তেন কথাটা বিশ্বাস করেন নাই;—উনি মনে করিয়াছেন আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমরা দুইজনেই যখন একই লোককে দেখিয়াছি, তখন কাপ্তেন বোধ হয় এ কথা অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতে

পারিবেন না।—দেখুন কাপ্তেন, আপনি আর একবার লোকটার সন্ধান করুন। এ রকম একটা ভয়ঙ্কর লোক আপনার অজ্ঞাতসারে জাহাজে আসিয়া চুরী করিতেছে, যুবতী আরোহিণীর ঘরে ঢুকিয়া ভয় দেখাইতেছে—ইহা আপনার পক্ষে বড়ই অপযশের কথা।"

কাপ্তেন বলিলেন, "আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনাকে কোন উপদেশ দিতে হইবে না। যাহা ভাল বুঝি, তাহা আমি করিব।"—অনন্তর তিনি জাহাজের ষ্টুয়ার্ডকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ উইলিয়াম্‌স্‌, ডাক্তার জন্‌সন্‌ বলিতেছেন, গতরাত্রে তাঁহার কামরায় চুরী হইয়া গিয়াছে। চোর কেবল তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিয়া চুরী করিয়াছে এরূপ নহে, রোগীর কামরাতে ঢুকিয়াও ইঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিল! এ কি ব্যাপার?"

ষ্টুয়ার্ড বলিল, "ডাক্তার জন্‌সন্‌ আজ প্রত্যূষে সে কথা আমাকে বলিয়াছেন; কিন্তু ইহা কতদূর সম্ভব তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। জাহাজে বহুকাল চাকরী করিতেছি, এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড আর কখনও ঘটে নাই। আর ডাক্তারই যে অসম্ভব কথা বলিতেছেন—তাহাই বা কিরূপে বলি?"

আমি বলিলাম, "তুমি বলিলেই বা আমি সেকথা মানিব কেন?"

ষ্টুয়ার্ড বলিল, "আমি ত উঁহার কেবিনের অদূরেই শুইয়া থাকি, আমার ঘুমও অত্যন্ত পাতলা; চোর আসিলে আমি জানিতে পারিতাম না? নিকট দিয়া বিড়াল চলিয়া গেলেও আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।"

আমি বলিলাম, "চোরের পদশব্দে যদি তোমার ঘুম না ভাঙ্গিয়া থাকে—তাহা হইলে চোর আসে নাই, ইহাই কি প্রতিপন্ন হইবে? অকাট্য যুক্তি বটে! যাহা হউক, কাপ্তেন! আপনি চোরা মালের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিবেন কি না বলুন।"

কাপ্তেন বলিলেন, "আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিব। যদি চোরটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিব।"

আমি বলিলাম, "আর যাহার সাহায্যে সে আপনার অজ্ঞাতসারে জাহাজে উঠিয়া লুকাইয়া আছে—তাহাকেও রীতিমত শাস্তি দেওয়া চাই।"

কাপ্তেন বলিলেন, "হাঁ, সে নিশ্চয়ই সমুচিত শাস্তি পাইবে।"

কাপ্তেন প্রস্থান করিলে ডনা আমাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম।—আমি যে ঔষধ দ্বারা পূর্ব্বরাত্রে বৃদ্ধের চিকিৎসা করিয়াছিলাম, তাহা চুরী গিয়াছে শুনিয়া ডনা অত্যন্ত ভীত হইলেন, আমাকে বলিলেন, "বুড়া দাদা যদি পুনর্ব্বার অসুস্থ হন, তাহা হইলে ঔষধের অভাবে কি তাঁহার চিকিৎসা হইবে না?" তবে কি আপনি তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না?—কি সর্ব্বনাশ!"

আমি বলিলাম, "সে কথা আমি এখন বলিতে পারিতেছি না। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না—ইহা নিশ্চয়; কিন্তু ঔষধগুলি চুরী যাওয়াতে তাঁহার চিকিৎসা-সম্বন্ধে আমি যে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িব, ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সকল ঔষধ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান। ঔষধগুলি আমারই জিম্বায় ছিল, জানি না ডাক্তার অকুমাকে কি কৈফিয়ৎ দিব।"

ডনা বলিলেন, "ঔষধগুলি চুরী যাওয়াতে ডাক্তার অকুমা কি আপনার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন?"

আমি বলিলাম, "আমার ত তাহাই বোধ হয়; কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইলে আর উপায় কি?—ছোট হাজরির ঘণ্টা পড়িয়াছে, চলুন নীচে যাই; কিন্তু তৎ-পূর্ব্বে আপনার বুড়া দাদাকে একবার দেখিয়া যাইব। তিনি কেমন আছেন, আজ তাহা দেখা হয় নাই।"

বৃদ্ধের কেবিনে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বদিন তিনি যে ভাবে শয়ন করিয়া ছিলেন, সেই ভাবেই চিৎ হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছেন! তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ডনা বলিলেন, "বুড়া দাদা এখন জাগিয়াই আছেন;—আমি উঁহার নিকট আপনার পরিচয় দিই।"

ডনা বৃদ্ধের মুখের দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বুড়া দাদা! আমার পাশে যাঁহাকে দেখিতেছেন, উনি ডাক্তার জন্‌সন্। আপনার বন্ধু ডাক্তার অকুমা উঁহাকে আপনার তত্ত্বাবধানের জন্য এই জাহাজে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আপনার এই দয়ার জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমি উঠিয়া আপনার অভি-বাদন করিতে পারিলাম না, আমার এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমি বড় দুর্ব্বল, উঠিবার শক্তি নাই, অধিক কথা বলিতেও হাঁপ লাগে। এক মাস পূর্ব্বে আমার বয়স একশত পনের বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং বুঝিতেছেন আমি কতকালের মানুষ।"

আমি বলিলাম, "কষ্ট হয় ত আপনি অধিক কথা বলিবেন না। কাল অপেক্ষা আজ আপনাকে অনেক ভাল বোধ হইতেছে; ইহা যথেষ্ট আশার কথা।"

বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আর আশা! না মরিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি—ইহাই যদি আপনার নিকট আশা বা আনন্দের বিষয় হয়, —তবে আপনার সে আনন্দে বাধা দিতে চাহি না; কিন্তু আমার মত বয়সে বাঁচিয়া থাকিয়া কি সুখ—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। এরূপ পরবশ জীবন—কেবল দুঃখের ও কষ্টের,—কেবল দুঃখের ও কষ্টের। কি আশায় বাঁচিয়া আছি বলিতে পারেন?—শ্রমের সহিত সুখের নিত্য সম্বন্ধ;—সে সুখে বঞ্চিত হইয়া জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র।"

আমি বলিলাম, "ইচ্ছা করিলেই মানুষ যখন মরিতে পারে না, তখন ঈশ্বরের দান বিড়ম্বনাদায়ক মনে করিয়া আক্ষেপ করা অনুচিত। আপনি এই ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া বড় কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু আমাদের পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; আপনি শীঘ্রই নিরাপদ স্থানে নীত হইবেন। আশা করি সেখানে আপনি অপেক্ষাকৃত শান্তি লাভ করিবেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনার একথা সত্য। আমার পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, শীঘ্রই এ যাত্রার অবসান হইবে। আমি এত দীর্ঘ পথের শেষে যেখানে উপস্থিত হইব, সে স্থান বড় নিরাপদ, বড় শান্তিময়, একথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস

ডনা আমার মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দাদা মশায় বুঝি প্রলাপ বকিতেছেন !"

আমি বলিলাম, "না, উনি সজ্ঞানই আছেন। আপনার আশঙ্কার কারণ নাই।"

অনন্তর আমি বৃদ্ধের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া আহার করিতে চলিলাম। ডনা সেই কক্ষে আহার করিতে বসিলেন। বৃদ্ধকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে তিনি সম্পূর্ণ অসম্মত।

আমাদের জাহাজ "ডনা মার্সেডিস্' অত্যন্ত মন্থরগামী জাহাজ। আমরা মনে করিয়াছিলাম, পরদিন মধ্যাহ্নকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইব ; কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে জাহাজ সেখানে নোঙ্গর করিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর আমি ডেকে আসিলাম। তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়াছে। দেখিলাম আমরা টাইন নদীতীরস্থ যে বন্দরে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বেশ বড় বন্দর। আমাদের আশে-পাশে—চারিদিকে কত জাহাজ, নৌকা, ভড়, বজ্‌রা, গাধাবোট তাহার সংখ্যা নাই ! সেই সকল বিচিত্র জলযানে সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হইয়া কি শোভার বিকাশ করিতেছে ! দূরে নগর, নগরের আলোকরাশি গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নগরস্থ কল-কারখানাসমূহের চিম্‌নী হইতে সমুদ্গত ধূমরাশি ঊর্দ্ধাকাশে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানাগুলি বিজলীর আলোকমালা পরিয়া যেন হাসিতেছিল। আমাদের জাহাজের পাশেই দুইখানি ছোট ষ্টীমার ও আট দশখানি বোট আসিয়া লাগিয়াছে দেখিলাম। যদি তাহাদের কোনখানিতে ডাক্তার অকুমা আসিয়া থাকেন—মনে করিয়া আমি জাহাজের রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম ; কিন্তু কোনও জাহাজে বা নৌকায় সেই পরিচিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। তখন ভাবিলাম, পরদিন প্রভাতে তিনি হয় ত আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিবেন, রাত্রে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

এই রকম ভাবিতেছি—এমন সময় কে হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আমার স্কন্ধ

হস্তার্পণ করিলেন; ফিরিয়া চাহিয়া দেখি অকুমা!—ডাক্তার অকুমা হাসিয়া বলিলেন,"কেমন আছ জন্‌সন্‌, জাহাজে কোনও রকম কষ্ট হয় নাই ত? তোমার রোগী কেমন?"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "ডাক্তার অকুমা! আমি আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; আপনি কখন আসিলেন? আপনাকে ত জাহাজে উঠিতে দেখি নাই।"

অকুমা বলিলেন, "আমি অন্য দিক দিয়া উঠিয়া আসিয়াছি?—কিন্তু তুমি ত আমার প্রশ্নের উত্তর দেও নাই। তোমার রোগী কেমন?"

আমি বলিলাম, "এখনও বাঁচিয়া আছেন!—ইহাই কি যথেষ্ট নহে?—লণ্ডন ছাড়িবার পর তাঁহার যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা অপেক্ষা একটু ভাল। কিন্তু এরকম দুর্ব্বল যে, কখন কি হয় বলা যায় না। এরূপ বৃদ্ধ রোগীর স্বাস্থ্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা অনেকটা পরিহাসের মত শুনায়। গত রাত্রে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল আর বুঝি রক্ষা পান না; কিন্তু আপনার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়া সে-ধাক্কাটা তিনি সাম্‌লাইয়াছেন। আজ সকালে তিনি আমার সহিত দুই চারিটি কথাও কহিতে পারিয়াছিলেন।"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "তোমার সংবাদ ভালই বলিতে হইবে; তুমি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছ। আশা করি সে অন্য জাহাজে উঠিবার কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আবার নূতন জাহাজে উঠিতে হইবে না কি?"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "হাঁ, তাহা অপরিহার্য্য। এলারডাইন কাস্‌ল্‌ এখান হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে সমুদ্র-তটে অবস্থিত। এ জাহাজ সেখানে যাইবে না। এ জন্য আমাকে অন্য একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া রাখিতে হইয়াছে। বৃদ্ধকে সেই জাহাজে লইয়া যাইতে হইবে। তৎপূর্ব্বে তাহাকে কিছু বলকারক ঔষধ সেবন করাইব। তোমাকে যে ঔষধগুলি পাঠাইয়াছিলাম,

আমার মুখ শুকাইয়া গেল।—সেই শীতের রাত্রেও আমি ঘামিয়া উঠিলাম। কিন্তু সত্য কথা না বলিয়া উপায় কি ?—আমি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলাম, "সেই কথাই আপনাকে সর্ব্বাগ্রে বলিব মনে করিয়াছিলাম ; ঔষধগুলি সম্বন্ধে আপনি আমাকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। আমিও যে অত্যন্ত অসতর্ক ছিলাম—একথা বলিতে পারি না ; বিশেষতঃ, এই সকল ঔষধ অন্য কাহারও কোন কাযে লাগিতে পারে—আমার এরূপ ধারণা ছিল না।"

ডাক্তার অকুমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি, সঙ্ক্ষেপে বল ; এত লম্বা ভূমিকার আবশ্যক নাই।—ঔষধগুলি নষ্ট হইয়াছে না কি ?"

আমি রুদ্ধ শ্বাসে বলিলাম, "গতরাত্রে আমার কেবিন হইতে ঔষধগুলি চুরী গিয়াছে।"

ডাক্তার অকুমা মুহূর্ত্তে ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন, তীব্রস্বরে বলিলেন, "চুরী গিয়াছে ! আমার সতর্কতা ব্যর্থ হইয়াছে ? সেই কাণা চীনাম্যানটাই তাহা হইলে ঔষধগুলি চুরী করিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আপনার অনুমান সত্য। যদিও তাহাকে চুরী করিতে দেখি নাই, কিন্তু তাহাকে জাহাজের উপর দেখিয়াছিলাম। আরও কোন কোন লোক তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিল ; কিন্তু সমস্ত জাহাজ তোলপাড় করিয়াও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। যেন সে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে ! অদ্ভুত ব্যাপার।"

অকুমা আমাকে আর কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি একদিকে প্রস্থান করিলেন ; বোধ হয় রোগীকে জাহাজ হইতে নামাইয়া অন্য জাহাজে তুলিবার ব্যবস্থা করিতে চলিলেন। আমি রেলিংএর ধারে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের দিকে অন্য-মনস্কভাবে চাহিয়া রহিলাম ; হঠাৎ একখানি জেলে-ডীঙ্গীর উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। কি আশ্চর্য্য !—ডীঙ্গীতে যে দুইজন লোক দেখিলাম, তাহাদের এক-জন সেই কাণা চীনাম্যান ! জাহাজের বিদ্যুতালোকে তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।—ডীঙ্গীখানি তখন অধিক দূরে যায় নাই।

আমি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার অকুমার সন্ধানে দৌড়াইলাম ; হাঁপাইতে-হাঁপাইতে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম, "সেই কাণা চীনাম্যানটা একখানি জেলে-ডীঙ্গীতে চড়িয়া পলাইতেছে, আমি ডেকের উপর হইতে তাহাকে দেখিয়াছি ; কিন্তু এতক্ষণ সে অন্ধকারে সরিয়া পড়িয়া থাকিবে। আপনি তাহার মতলব কিছু বুঝিয়াছেন কি ?"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "আমি এই জাহাজে আছি, ইহা সে জানিতে পারিয়াছে। সে নিশ্চয়ই আমার অনুসরণ করিবে ; আমাকে হত্যা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিবে। তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করা বড় সহজ নহে। রোগী ও তাহার সঙ্গিনীকে অন্য জাহাজে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া উহার চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে বাঁচিবার উপায় নাই।"

আমি ডাক্তার অকুমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।—তিনি এই চীনাম্যানটার ভয়ে এত ব্যাকুল হইয়াছেন কেন ? এই অসভ্য চীনাম্যানটার সহিত তাঁহার কি কোন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে ? ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ; তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না।

ডাক্তার অকুমা আমাকে কোন প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়া অন্য দিকে চলিলেন ; আমিও চিন্তাকুল চিত্তে আমার কেবিনে প্রবেশ করিলাম। জাহাজের ষ্টুয়ার্ড আমার কেবিন হইতে ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস বাহিরে লইয়া গেল। আমি ডনা কন্‌সেলোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে দুই একটি কথা বলিলাম, তাহার পর ডেকের দিকে যাইতেই ডাক্তার অকুমার সহিত আমার দেখা হইল ; জাহাজের কাপ্তেনও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।—আমরা তিনজনে ডেকের উপর দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছি, এমন সময় জাহাজ হইতে নামিবার গলির দিকে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়িল ; দেখিলাম, সেই কাণা চীনাম্যানটা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতেছে !

আমি অকুমাকে বলিলাম, "দেখুন, দেখুন, সেই কাণা চীনাম্যানটা গলিতে দাঁড়াইয়া আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।"

ডাক্তার অকুমা ও জাহাজের কাপ্তেন আমার কথা শুনিবামাত্র সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চীনাম্যানটার দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল।—বিদ্যুতালোকে তাহার হাতে কি-একটা জিনিস চক্‌-চক্‌ করিয়া উঠিল! ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে না পারিলেও আমি চক্ষুর নিমিষে অকুমাকে হাত ধরিয়া আমার পাশে টানিয়া আনিলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একখানি তীক্ষ্ণধার বক্র ছুরিকা 'বোঁ' করিয়া ছুটিয়া আসিয়া—অকুমা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানে নিপতিত হইল, এবং তাহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ডেকের রেলিংস্থিত একটা 'লাইফ্‌বেল্টে' বিদ্ধ হইল। ডাক্তার অকুমাকে আমি সরাইয়া না লইলে তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার বক্ষস্থলে প্রোথিত হইত। কারণ, ডাক্তার অকুমা সেই 'লাইফ্‌বেল্টের' ঠিক সম্মুখেই দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া আমরা তিনজনেই মুহূর্ত্তকাল কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কাহারও মুখে কথা বাহির হইল না! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই কাপ্তেন সেই গলির দিকে দৌড়াইলেন, চীনাম্যানটাকে ধরিবার জন্য আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিলাম; কিন্তু আমরা নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই চীনাম্যানটা একলম্ফে জাহাজের কিনারায় উপস্থিত হইয়া সমুদ্রে লম্ফ প্রদান করিল!—মনে করিলাম লোকটা জলে ডুবিয়া মরিল; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একখানি বোট তাড়াতাড়ি সেই দিক হইতে তীরের দিকে অগ্রসর হইল।—দেখিলাম চীনাম্যানটা সেই বোটে বসিয়া আছে!

ডাক্তার অকুমা আমাকে বলিলেন, "উহাকে ফাঁকি দিতে না পারিলে আমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হইবে; দিবারাত্রি আমাদের জীবননাশের আশঙ্কা থাকিবে। অতএব আর বিলম্ব করা হইবে না; চল, তীরে উঠিয়া উহার চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টা করি; তাহাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ডাক্তার অকুমার পরামর্শানুসারে আমরা বৃদ্ধ ডন্ ও তাহার প্রপৌত্রীকে দ্বিতীয় জাহাজে তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করিলাম। অকুমা বলিলেন, "পথে চলিবার সময় বেশ সতর্কভাবে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে।—সেই দুর্ব্বৃত্ত চীনাম্যান ও তাহার দলের লোক নিশ্চয়ই আমাদের অনুসরণ করিবে।—তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যেই আমরা যে এই চাল চালিতেছি, তাহা ভুলিলে চলিবে না।"

আমি বলিলাম, "আপনার উপদেশ আমার স্মরণ থাকিবে।"—একথা বলিলাম বটে, কিন্তু সতর্ক ভাবে চলিলেই যে সেই ভীষণদর্শন দুর্দ্দান্ত চীনাম্যানের কবল হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে,—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাহার ছুরিকা-নিক্ষেপের নিপুণতা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম ; নিউ কাস্‌লের রাজপথগুলি প্রশস্ত হইলেও গলি-ঘুঁচির অভাব নাই ; সুতরাং সে যদি আমাদের অলক্ষ্য থাকিয়া পুনর্ব্বার ছুরিকা নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সতর্কতা নিষ্ফল। যাহা হউক, আমরা ডক্ হইতে নামিয়া গাড়ীর সন্ধান করিতে লাগিলাম,—কিন্তু হঠাৎ গাড়ী মিলিল না। কয়েক মিনিট পরে একটি বালক আমাদের জন্য একখানি গাড়ী লইয়া আসিল। আমাদের লগেজগুলি কুলির ঘাড় হইতে গাড়ীর ছাদে উঠিলে আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। কোচ্‌ম্যান অকুমার আদেশানুসারে একটি হোটেলের দিকে গাড়ী চালাইতে লাগিল। আমি পথের দুই দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলাম, কিন্তু চীনাম্যানটাকে আর দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং সে এই জনাকীর্ণ নগর মধ্যে কিরূপে আমাদের সন্ধান পাইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ডাক্তার অকুমা তাহাকে প্রতারিত করিবার জন্য এই যে চাল চালিলেন,—ইহাতে কি লাভ হইবে ?

অকুমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন কি না বলিতে পারি না ; কিন্তু তিনি আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুপ্তচর আমাদের অনুসরণ করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি ?"

আমি বলিলাম, "কৈ, আমি ত কাহাকেও দেখিতেছি না। আপনি ইহা কিরূপে জানিতে পারিলেন ?"

অকুমা বলিলেন, "সহজেই জানিতে পারিয়াছি।—তুমিও তাহা শীঘ্র জানিতে পারিবে। যে ছোক্‌রা আমাদের জন্য গাড়ী খুঁজিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়াছিলে ত ?"

আমি বলিলাম, "তা আর দেখি নাই !—সে কে ?"

অকুমা বলিলেন, "আমাদের গাড়ী যখন কোন কাচের জানালার পাশ দিয়া যাইবে, তখন সেই কাচে তাহার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিও।"

অল্পক্ষণ পরে গাড়ী একখানি দোকান অতিক্রম করিল। দোকানের জানালা-গুলিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাচ সন্নিবিষ্ট দেখিয়া সেই দিকে চাহিলাম ; তাহাতে গাড়ীর যে প্রতিবিম্ব পড়িল, সেই প্রতিবিম্বে দেখিতে পাইলাম, গাড়ীর পশ্চাতস্থ রেলিংএর উপর একটি বালক বসিয়া আছে।—পথ নির্জ্জন, কদাচিৎ কোথাও কোন পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।

আমি বলিলাম, "হাঁ, গাড়ীর পশ্চাতে একটা ছোঁড়া বসিয়া আছে বোধ হইল। সে সম্ভবতঃ আমাদের মোট বহিবার আশায় গাড়ীতে উঠিয়া হোটেলে যাইতেছে।"

অকুমা বলিলেন, "উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ। আমরা যখন জাহাজ হইতে নামি, সে সময় সে আমাদেরই সন্ধান করিতেছিল। সে আমাদের জন্য গাড়ীখানি খুঁজিয়া আনিয়াছিল বটে ; কিন্তু আমরা গাড়ীতে উঠিবার সময় দেখিয়াছিলাম—সে গাড়ীর সম্মুখে গিয়া কোচ্‌ম্যানের হাতে কি যেন দিল ! আমরা যখন হোটেলের দ্বারদেশে নামিয়া জিনিসপত্র ঘরে তুলিব, তখন সে সেখানে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিবে, তাহার পর তাহার নিয়োগ-কর্ত্তাকে আমাদের

থাকিলে আমাদের গলায় ছুরি প্রবেশ করিবে,—ইহা অনুমান করা কঠিন নহে।"

আমি বলিলাম, "এসকল জানিয়া-শুনিয়াও আপনি ত বেশ নিশ্চিন্ত আছেন! আমি কিন্তু এভাবে ছুরি খাইয়া মরিতে রাজী নহি; আমাদের নিষ্কৃতি লাভের কি কোন উপায় নাই?"

অকুমা বলিলেন, "সেই জন্যই ত আমরা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছি। চীনাম্যানটার ছুরিকাঘাতে পঞ্চত্ব লাভ করিতে আমিই যে ভয়ঙ্কর উৎসুক—এরূপ মনে করিও না। অন্যের পরমায়ু-বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে আসিয়া নিজের পরমায়ু শেষ করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইবে,—ইহা কদাচ সম্ভব নহে।"

আমি বলিলাম, "আপনি তবে কি করিবেন?"

অকুমা বলিলেন, "আমরা যে হোটেলে যাইতেছি ছোক্‌রাটার সাক্ষাতে কোচ্‌ম্যানকে সেই হোটেলের নাম বলিয়াছি; আমরা নির্দ্দিষ্ট হোটেলে উপস্থিত হইয়া দুইটি কুঠুরী ভাড়া লইব; এবং আগামী কল্যও আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলিব।—ছোক্‌রা সে কথাও শুনিয়া যাইবে; তাহার পর আমরা অন্যের অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িব।"

আমি বলিলাম, "ইহা সম্ভব হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহারা এরূপ চতুর তাহাদের কি এত সহজে ফাঁকি দিতে পারিব?"

অকুমা বলিলেন, "চেষ্টা ত করিতে হইবে।"

আমি মনে মনে বলিলাম, "বেশ মজার চাকরী লইয়াছি বটে! এক সপ্তাহ পূর্ব্বে একমুষ্টি উদরান্নের জন্য লণ্ডনের পথে-পথে ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, মৃত্যুকে শতবার আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু নিষ্ঠুর শমন সে আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই। আজ আমার অর্থকষ্ট দূর হইয়াছে, ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করিয়াছি,—এখন প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুভয়! অদৃষ্টের পরিহাস এই রূপই অদ্ভুত বটে।

অল্পক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ী একটি হোটেলের দরজায় উপস্থিত হইল। গাড়ী থামিতে-না-থামিতে অকুমা গাড়ী হইতে নামিয়া হোটেলে প্রবেশ করিলেন ; আমি একাকী গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম।

অকুমা দুই তিন্ মিনিট পরে হোটেলের বাহিরে আসিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "জন্‌সন্, হোটেলে স্থানাভাব হইলেও দুইদিনের মত স্থান পাওয়া যাইবে শুনিলাম ; এখন দুইদিন এইখানেই থাকা যাউক, তাহার পর একটা নিরিবিল-গোছের হোটেল দেখিয়া লইলেই চলিবে।—জিনিসপত্রগুলি নামাইয়া লইয়া ভিতরে চল।"

হোটেলের একটা খানসামা আসিয়া আমাদের লটবহর নামাইয়া লইল ; আমরা তাহার সঙ্গে হোটেলে প্রবেশ করিলাম। যে ছোক্‌রা আমাদের গাড়ীর পশ্চাতে বসিয়া আসিয়াছিল, সে তখনও সে স্থান ত্যাগ করিল না ; সে ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠিয়া আসিল।

হোটেলের ম্যানেজার আমাদের মালবাহী খানসামাটাকে বলিল, "৫৯।৬০নং ঘরে লগেজগুলা লইয়া যাও।"—তাহার পর আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ রাত্রে ত আপনারা এখানেই খানা খাইবেন ?"

আমরা ধন্যবাদ সহকারে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া খানসামার সহিত নির্দ্দিষ্ট কুঠুরীতে চলিলাম। এই কক্ষদ্বয় দ্বিতলে অবস্থিত। খানসামা আমাদের জিনিসপত্র রাখিয়া নীচে প্রস্থান করিলে অকুমা আমাকে বলিলেন, "এই-রকম আকস্মিক সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি থাকা আবশ্যক। এই দুইটি কুঠুরীতে আমি পূর্ব্বেও বাস করিয়াছি, এবং ইহাদের সুবিধা অসুবিধা আমার বেশ জানা আছে। ম্যানেজার আমার পরিচিত ; একবার তাহার একটু উপকারও করিয়াছিলাম। এই জন্য সে আমার মতলব জানিতে পারিয়া আমার অনুরোধে এই কুঠুরী দুইটিই আমাদের বাসের জন্য ঠিক করিয়া দিয়াছে। ইহা আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল।—তোমার ব্যাগে চিঠির কাগজ ও লেফাপা আছে কি ?"

আমি ব্যাগ খুলিয়া কাগজ ও লেফাপা বাহির করিয়া দিলে তিনি হোটেলের

ম্যানেজারের নামে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার ভিতর একখানি ব্যাঙ্ক-নোট রাখিলেন, তাহার পর পত্রখানি লেফাপায় পুরিয়া বলিলেন, "এই পত্র আমি টেবিলের উপর রাখিয়া যাইব, তাহা হইলে ইহা যথাসময়ে ম্যানেজারের হস্তগত হইবে। আমরা অন্যের অলক্ষ্যে কি জন্য হোটেল পরিত্যাগ করিতেছি পত্রে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া থাকিল; তোমার জিনিসপত্র যাহাতে সযত্নে রক্ষিত হয় ম্যানেজারকে সে জন্যও অনুরোধ করিলাম। তাহা খোয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। পরিচ্ছদাদির অভাবে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না, তোমার যাহা কিছু আবশ্যক হইবে—তাহা সকলই আমার নিকট পাইবে। আমাদের এই কক্ষের ঐ জানালাটি নদীর দিকে অবস্থিত। ঐ জানালা দিয়া যদি গোপনে হোটেল ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই সেই কাণা চীনাম্যানটার চক্ষুতে ধূলি দিতে পারিব।"

অনন্তর ডাক্তার অকুমা পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া জানালাটি খুলিয়া ফেলিলেন। আমি সেই জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া, নীচে চাহিয়া দেখিলাম—একখানি ছোট একতলা ঘরের ছাদ দেখা যাইতেছে, তাহা গুদাম-ঘরের মত।—জানালা হইতে সেই ছাদে লাফাইয়া পড়িলে হাত পা ভাঙ্গিবার তেমন আশঙ্কা ছিল না।—অকুমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারিবে?"

আমি বলিলাম, পারিতেই হইবে, অন্য উপায় ত নাই। আর এতটুকু লাফাইতেও বোধ হয় হাত পা ভাঙ্গিবে না।"

অকুমা বলিলেন, "তবে এস!"—তিনি তৎক্ষণাৎ জানালার উপর উঠিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহার বাহিরের কার্ণিশ চাপিয়া ধরিলেন, তাহার পর ডিগ্‌বাজী দিয়া এমন কৌশলে লাফাইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার পদদ্বয়ে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিল না। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তাহার পর সেই ছাদ হইতে আস্তাবলের প্রাচীরে আসিয়া হোটেলের পশ্চাদ্ভাগে অবতরণ করিলাম। বলা বাহুল্য, অন্ধকার রাত্রে আমাদিগকে কেহই দেখিতে পাইল না। আমি জীবনে কখন কোন স্থান হইতে [illegible]

পলায়ন করি নাই; কিন্তু এই বিচিত্র কার্য্যে বাধ্য হইলেও আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইলাম না। ডাক্তার অকুমার চাকরী স্বীকার করিয়া ইহা অপেক্ষা অনেক দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম।

সম্মুখেই একটি অপ্রশস্ত গলি দেখিতে পাইলাম; আমরা উভয়ে সেই গলি-পথে অতি সতর্ক ভাবে চলিতে লাগিলাম। চীনাম্যানটা বা তাহার অনুচরেরা আমাদের সন্ধানে এই রাত্রিকালে এদিকে আসিবে তাহার সম্ভাবনা না থাকায় আমরা তেমন উৎকণ্ঠিত হই নাই।—কিছুকাল পরে আমরা নদীর অদূরে উপস্থিত হইলাম। সেই সময় আমি পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া চাহিলাম; আমার বোধ হইল কে একজন লোক তাড়াতাড়ি একটি অট্টালিকার আড়ালে সরিয়া গেল!—আমার সন্দেহ হইল, আমাদের অনুসরণকারী সেই দুর্ব্বৃত্ত চীনাম্যান ভিন্ন অন্য কেহ নহে। আমি অকুমাকে আমার সন্দেহের কথা বলিলাম।

অকুমা বলিলেন, "লোকটা কে, সে সত্যই আমাদের অনুসরণ করিতেছে কি না, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, তুমি একটু ধীরে চল। আমি তোমাকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তুমি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া উল্টা দিকে চলিতে আরম্ভ করিবে।"

অকুমার পরামর্শানুসারেই কায করা হইল।—পুনর্ব্বার পদশব্দ শুনিবামাত্র অকুমার ইঙ্গিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম; লোকটা আবার অদৃশ্য হইল! আমরা তখন যে দিক হইতে আসিয়াছিলাম—সেইদিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম; লোকটাও ফিরিয়া চলিল।—তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম—সে আমাদেরই অনুসরণ করিতেছে। সে নিশ্চয়ই সেই কাণা!

অকুমা বলিলেন, "হতভাগাটা আমাদের পেছনে লাগিয়াছে, কিছুতেই ত সঙ্গ ছাড়িবে না! কি করিয়া উহার হাত ছাড়াই?—চল আমরা দ্রুতবেগে নদী-তীরে যাই; যদি কোন কৌশলে উহার অজ্ঞাতসারে আমাদের জাহাজে উঠিতে

পারি—তাহা হইলে আর ভয় নাই। আমরা কোথায় সরিয়া পড়িয়াছি তাহা সে ঠাহর করিতে পারিবে না।"

এবার আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম; কাণাটা আমাদের অনুসরণ করিতেছে কি না সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রহিল না। আমরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে জেটিতে উঠিলাম। আমাদের সেই জাহাজখানি কিছু দূরে ছিল; অকুমা পকেট হইতে একটি বাঁশী বাহির করিয়া—তাহাতে তিনবার মৃদু ফুৎকার দিলেন। তৎক্ষণাৎ একখানি নৌকা আসিয়া জেটির কাছে ভিড়িল। আমরা উভয়ে সেই নৌকায় উঠিবামাত্র নৌকাখানি জাহাজের নিকট চলিল।

নৌকাখানি নদীতীর ত্যাগ করিবার প্রায় তিন মিনিট পরে অকুমা আমার কর্ণমূলে মুখ আনিয়া বলিলেন, "জেটির দিকে চাহিয়া দেখ; কিছু দেখিতে পাইতেছ?"

আমি সেইদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম, তীরবর্ত্তী অস্ফুট আলোকে দেখিতে পাইলাম, আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া নৌকার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—ঠিক সেই স্থানে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

অকুমা বলিলেন, "নৌকাখানি পাইতে আর দুই মিনিট বিলম্ব হইলেই আমাদের সকল চেষ্টা বৃথা হইত। আমি এপর্য্যন্ত যে কতবার উহাদের চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না। উহারা অসাধারণ চতুর, আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য উহারা প্রতিনিয়ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভাগ্য আমার অনুকূল। উহারা কোথায় না আমার অনুসরণ করিয়াছে? —পিকিন, ক্যাণ্টন, জেড্ডো, ইয়াকোহামা, সাংঘাই, রেঙ্গুন, বোম্বাই, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, রোম, এমন কি, সেণ্টপিটার্সবর্গেও এই দুর্বৃত্তেরা ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করিয়া আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।"

অনিষ্ট করিয়াছেন ?—সামান্য কারণে মানুষ বৈরনির্যাতনের জন্য এরূপ অসাধ্য সাধন করে না।"

অকুমা বলিলেন, "সে অনেক কথা। একবার আমি 'জাল মোহান্ত' হইয়া এক দুর্গম পার্ব্বত্য মঠে প্রবেশ পূর্ব্বক অনেক গুপ্ততথ্য জানিয়া আসিয়াছিলাম, আর যাহা আত্মসাৎ করিয়াছিলাম—উহারা তাহা কোনদিন ভুলিতে পারিবে না ; আমাকে হত্যা না করিলে উহাদের মনের জ্বালা দূর হইবে না।—সে সকল কথা সময়ান্তরে বলিব ; আমার একটি বিশ্বাসী অনুচর ভিন্ন আর কেহ সে সকল কথা জানিত না।—সে বাঙ্গালী, কিন্তু যেরূপ অসমসাহসী, একনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপর অনুচর আর কখন পাইব না।—নলিনী কারফরমা তাহার নাম ;—এই চীনাম্যানগুলার উৎপীড়নে বিব্রত হইয়া সে দেশত্যাগী হইয়াছে।—অজ্ঞাতবাস করিতেছে।"

আমি স্থানকাল ভুলিয়া ডাক্তার অকুমার এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে-ছিলাম, নৌকাখানি কখন জাহাজের পাশে ভিড়িল—সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না।—অকুমা জাহাজের কাপ্তেনকে বলিলেন, "ষ্টিভেন্‌স্! সব প্রস্তুত,—এই মুহূর্ত্তেই জাহাজ ছাড়িতে হইবে।"

ষ্টিভেন্‌স্ ডাক্তারকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনাদের জাহাজে উঠিতে যে কিছু বিলম্ব।"

আমরা জাহাজে উঠিয়া সেলুনে প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন-ঘরে ঠং-ঠং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ; তাহার পরই ঘস্-ঘস্ শব্দ শুনিতে পাই-লাম।—অন্ধকার নদীর উপর দিয়া দ্রুতগামী ষ্টীমার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল।

সেলুনে বৃদ্ধ ডন্ দুগ্ধফেননিভ শুভ্র শয্যায় শায়িত ছিল, এবং ডনা কন্‌সেলো তাহার পাশে বসিয়া বৃদ্ধের শীর্ণ দক্ষিণ হস্ত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া স্তব্ধভাবে বসিয়াছিলেন। তাঁহার আগ্রহপূর্ণ সতৃষ্ণ দৃষ্টি বৃদ্ধের মুখের উপর সন্নিবদ্ধ।

ডাক্তার অকুমা ডনা কন্‌সেলোর পাশে আসিয়া কোমলস্বরে বলিলেন, "বাছা, তুমি বোধ হয় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ।—আমরা শীঘ্রই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইব। তোমার জন্য একটি কুঠরী ঠিক করা হইয়াছে

তুমি সেই কুঠুরীতে গিয়া শয়ন কর। আমার ভৃত্য তোমাকে তোমার কুঠুরী দেখাইয়া দিবে।”

ডনা কন্‌সেলো উঠিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, “না মহাশয়, আমি পরিশ্রান্ত হই নাই; আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমি অন্য কোন কুঠুরীতে শয়ন করিব না, আমার বুড়া দাদার কাছেই থাকিব। ইহাতে আমার কোন কষ্ট হইবে না।”

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, “তোমার সুবিধার জন্যই আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছি; কিন্তু যদি তুমি এখানেই থাকিতে চাও, তাহা হইলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।”

অনন্তর অকুমা বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাঁহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিলেন; ডনা একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে অকুমা ডনাকে তাঁহার বৃদ্ধ-পিতামহের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডনা অভিজ্ঞ শুশ্রূষাকারিণীর ন্যায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বৃদ্ধের তখন জ্ঞান ছিল, কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিলেন না, বা বলিতে পারিলেন না; কেবল স্থির দৃষ্টিতে কেবিনের ঊর্দ্ধস্থিত বাতায়নের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষুতে পলক পড়িতেছিল না!—আমি যতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি, ঠিক এই ভাবেই শয্যায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি; একবারও তাঁহাকে হাত পা নাড়িতে বা পাশ ফিরিয়া শুইতে দেখি নাই।

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলাম। আমাদের ক্ষুদ্র জাহাজখানি যখন খাঁড়িতে প্রবেশ করিল তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে দেখা দিতেছে। অকুমা তখন বৃদ্ধের শয্যাপ্রান্তে বসিয়াছিলেন; তিনি ডনাকে তাহার পরিচর্য্যার ভার দিয়া কেবিনের বাহিরে আসিলেন, এবং আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ডেকের উপর চলিলাম।

আমরা উভয়ে ডেকে আসিয়া দাঁড়াইলে অকুমা বলিলেন, “ভবিষ্যতে তোমাকে যে গৃহে বাস করিতে হইবে তাহা দেখিবার জন্য তোমার আগ্রহ

হইতে পারে।—সম্মুখে চাহিয়া দেখ।—স্থানটি দেখিয়া তোমার কিরূপ বোধ হইতেছে ?"

আমি সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলাম। জাহাজখানি তখন সমুদ্রের একটি খাঁড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার তিন দিকে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ ; উত্তর সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গরাশি উপকূলস্থিত পর্ব্বতগাত্রে অবিরত আছ্‌ড়াইয়া পড়িতেছে। স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন, এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম হইলেও অত্যন্ত গম্ভীর। নবোদিত অরুণের হেমাভ কিরণরাশি সমুন্নত গিরিশৃঙ্গগুলি চুম্বন করিতেছিল ; কিন্তু সেই সকল পর্ব্বতের কোন দিকেই আমি মনুষ্যবাসের যোগ্য স্থান দেখিতে পাইলাম না। কোন অট্টালিকা আমার দৃষ্টিগোচর হইল না।—দূরে-দূরে অরণ্যানী-বেষ্টিত পার্ব্বত্য-প্রান্তর মনুষ্যবাসের উপযুক্ত স্থান বলিয়াও মনে করিতে পারিলাম না।—এ স্থানে আমরা কিরূপে বাস করিব ?"

আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অকুমা বলিলেন, "তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি কিছু হতাশ হইয়াছ। প্রথম দৃষ্টিতে এই স্থানটি তেমন মনঃপূত না হইবারই কথা ; কিন্তু আমি যে কার্য্যের ভার লইয়াছি, তাহার এরূপ উপযুক্ত স্থান আর কোথাও পাইতাম কি না সন্দেহ। এই স্থানটি যে আমাদের কার্য্যসিদ্ধির অত্যন্ত অনুকূল—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সমস্ত ইংলণ্ড খুঁজিয়া এরূপ কাস্‌ল্ আর একটি পাওয়া যাইত না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু কাস্‌ল্ কোথায় ? আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কাস্‌ল্ ত কোন দিকেই দেখিতে পাইলাম না ; কাস্‌ল্ দূরের কথা, একখানি কুটীরও ত কোন দিকে নাই।"

অকুমা বলিলেন, "এলারডাইন কাস্‌লের ইহাই বিশেষত্ব। সমুদ্র হইতে তাহা দেখা যায় না ; কিন্তু কাস্‌লটি সম্মুখের ঐ পাহাড়টার অন্তরালে অবস্থিত। আমরা সম্মুখের ঐ বাঁকটা ঘুরিলেই কাস্‌ল্ দেখিতে পাইব।—এই কাস্‌লটি

অনেক রাজদ্রোহীকে সেখানে বন্দী করিয়া রাখা হইত।—সেখানে যাহারা কারারুদ্ধ হইত, কেহই তাহাদের সন্ধান পাইত না। বন্দী যতই অধিক হউক—তাহাদের স্থানাভাব হইত না। বস্তুতঃ, নানা কারণে আমি এই স্থানটি মনোনীত করিয়াছি। প্রথমতঃ, ইহা বড়ই নির্জ্জন স্থান, ইহার বার মাইলের মধ্যে কোনও গ্রাম বা লোকালয় নাই। বিদেশ হইতে কোন ভ্রমণকারী এস্থান দেখিতে আসে না ; কারণ, একে ত ওখানে যাওয়াই কঠিন, তাহার উপর—যাহা দেখিবার লোভে লোকে দেশান্তরে যায়—তাহা কিছুই ওখানে নাই।”

জাহাজখানি বাঁক ঘুরিতেই কাস্‌ল্‌টি আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। —গিরিপাদমূলে সেই বিরাট বিশাল প্রাচীন হর্ম্ম্য দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না!—এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য-অট্টালিকায় বাস করিতে আমার তত কষ্ট না হইতে পারে—কিন্তু ডনা কন্‌সেলো কি অধিক দিন সেখানে বাস করিতে পারিবেন? তাঁহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমার দুঃখ হইল। আমি একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া অকুমার মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তাঁহার দৃষ্টি কাস্‌লের শিখরদেশে সন্নিবদ্ধ ; যেন তিনি বর্ত্তমান ভুলিয়া কোন অতীতের স্বপ্নে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে!

জাহাজ থামিলে অকুমার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, যেন হঠাৎ তাঁহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল ; তিনি চকিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “আমি যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! হাঁ, সে স্বপ্নই বটে।— যে স্থানের স্মৃতি আমার মনে উদিত হইয়াছিল, সে স্থান কতদূরে?—যে বিচিত্র কথা আজ হঠাৎ মনে পড়িয়াছিল—সে কত দিনের কথা!—হাঁ, দশ সহস্রাধিক ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক পার্ব্বত্য মঠের স্মৃতি আমার মনে উদিত হইয়াছিল। দুর্গম তিব্বতের একটি দুরারোহ পর্ব্বতের উপত্যকায় সেই বৌদ্ধ মঠ সংস্থাপিত। সেই মঠ হইতে আমি যে দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহ

উপস্থিত হইয়াছি। আমার সেই কঠোর পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে কি না এতদিনে তাহা বুঝিতে পারিব।—সে অদ্ভুত ব্যাপার, বিস্ময়কর তাহার ইতিহাস; তোমাকে আর এক সময় সেই সকল কথা বলিব। তাহা শুনিলে বুঝিতে পারিবে—একদিন আমাকে কি অসাধ্য সাধন করিতে হইয়াছিল। এখন বৃদ্ধকে ঐ কাস্‌লে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদূর আসিয়া এখন যদি বুড়োটা মারা পড়ে, তাহা হইলে আমার আক্ষেপের সীমা থাকিবে না, ক্ষোভে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।"

আমি বলিলাম, "কেবল আপনার নহে, ডনাও সে শোক সহজে সম্বরণ করিতে পারিবেন না। এই বৃদ্ধের প্রতি তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধার তুলনা নাই; মন প্রাণ ঢালিয়া এরূপ পরিচর্য্যাও আমি আর কখন দেখি নাই।"

ডাক্তার অকুমা আমার কথা শুনিয়া আমার মুখের উপর কুটিল কটাক্ষপাত করিলেন; আমার মুখে ডনার এই প্রশংসা তাঁহার প্রীতিকর হইল কি না সন্দেহ। যাহা হউক, ইতিমধ্যে জাহাজ যথাস্থানে আসিয়া নোঙ্গর করিলে ডাক্তার অকুমা রুগ্ন বৃদ্ধকে তীরে নামাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেলুনে প্রবেশ করিয়া ডনাকে বলিলেন, "ডনা কন্‌সেলো, এইবার আমাদিগকে জাহাজ হইতে নামিতে হইবে।"

ডনা কোন কথা বলিলেন না; কিন্তু তিনি যে ভাবে অকুমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, অকুমাকে তিনি কেবল ভয় করেন না, অবিশ্বাস ও করেন! কিন্তু তিনি এপর্য্যন্ত অকুমাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ পাইয়াছেন কি না জানি না। অকুমার প্রতিভা যতই অসাধারণ হউক, তাঁহার প্রকৃতিতে এরূপ বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি কাহারও শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিতেন না, অন্ততঃ আমি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারি নাই। তাঁহার সাহচর্য্য আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনে হইত না। কেন বলিতে পারি না, এই অল্প দিনেই তাঁহার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। ডনার মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহার প্রতি

সহানুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাঁহার মন অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছে বুঝিয়া আমি অকুমার অসাক্ষাতে তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি ভগ্নোৎসাহ হইবেন না, আপনার আশঙ্কার কোন কারণ নাই; আমার প্রাণ থাকিতে আপনার কোন অনিষ্ট ঘটিতে দিব না—ইহা স্থির জানিবেন।"

ডনা কন্‌সেলো কোন কথা বলিলেন না; একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন মাত্র। দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু দু'টি ছল-ছল করিতেছে; তিনি অশ্রুভার গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া অবনত নেত্রে বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দিতে লাগিলেন।—অতঃপর চারিজন নাবিক সেলুনে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের খাটিয়াখানি বহন পূর্ব্বক অতি সাবধানে তীরে অবতরণ করিল। সেখান হইতে কাস্‌লে যাইবার পথটি অত্যন্ত দুর্গম ও বন্ধুর; খাটিয়াসহ বৃদ্ধকে সেই দুর্গম পথে কিরূপে কাস্‌লে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে, তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু নাবিকেরা এরূপ সতর্কতার সহিত সেই পথ অতিক্রম করিল যে, বৃদ্ধের দেহে কিছুমাত্র ঝাঁকুনি লাগিল না;—সে বোধ হয় জানিতেও পারিল না যে তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে!

কাস্‌লের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সুপ্রশস্ত পরিখা কাস্‌লকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, একটি লৌহ-সেতু দ্বারা সেই পয়ঃ-প্রণালী পার হইতে হয়; সেতুটি ইচ্ছামত তুলিয়া রাখা যাইতে পারে। তাহা তুলিয়া রাখিলে সেই দুর্গ-পরিখা অতিক্রম পূর্ব্বক কেহই কাস্‌লে প্রবেশ করিতে পারে না। পরিখার চতুর্দ্দিকে অতি উচ্চ প্রাচীর বর্ত্তমান থাকায় এই পথ ভিন্ন কাস্‌লে প্রবেশের অন্য পথ নাই।—আমরা সেই প্রকাণ্ড লৌহ-সেতু অতিক্রম পূর্ব্বক কাস্‌লে প্রবেশ করিলাম। সেতুটি পঞ্চাশ ফিট দীর্ঘ, এবং দশ ফিট প্রশস্ত। সেতুর উপর দাঁড়াইয়া পরিখার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই মাথা ঘুরিয়া উঠিল; পরিখার গভীরতা দুইশত ফিটের কম নহে! জোয়ারের সময় সমুদ্র জল এই পরিখায় প্রবেশ করে।

আমরা কাস্‌লের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে অকুমা বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধু, আপনাকে এলারডাইন কাস্‌লে লইয়া আসিলাম; আপনার মঙ্গল হউক। আপনি যখন এই কাস্‌ল্‌ পরিত্যাগ করিবেন—তখন আর আপনার এ মূর্ত্তি থাকিবে না—এই ভরসাতেই এখানে আপনাকে লইয়া আসিয়াছি। আশা করি আপনি সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া সুস্থ দেহে যুবাপুরুষের ন্যায় এই কাস্‌ল্‌ ত্যাগ করিতে পারিবেন। হাঁ, আপনি আবার নবযুবক হইবেন। ডনা কন্‌সেলো, আমি তোমার বাসের জন্য কাস্‌লের যে কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, তাহা তোমার পছন্দ হয় কি না জানিবার জন্য উৎসুক থাকিলাম। আশা করি তুমি অসঙ্কোচে তোমার মতামত প্রকাশ করিবে।"

ক্রমে আমরা কাস্‌লের সোপানশ্রেণীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম।—সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসমূহ গাঁথিয়া এই সকল সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। সোপান এরূপ প্রশস্ত যে, দ্বাদশ জন অশ্বারোহী পাশাপাশি হইয়া অনায়াসে চলিতে পারে। সেই সোপানশ্রেণী দ্বিতল পর্য্যন্ত প্রসারিত। আমরা দ্বিতলে উঠিয়া একটি দালানে উপস্থিত হইলাম, এই দালানটি প্রায় পঞ্চাশ গজ দীর্ঘ! এই দালান দিয়া দ্বিতলস্থ বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিতে হয়; কক্ষগুলিও অত্যন্ত প্রশস্ত ও উচ্চ। ডাক্তার অকুমা একটি কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; এবং ডনা কন্‌সেলোকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার ব্যবহারের জন্য এই কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; আশা করি তোমার কোন অসুবিধা হইবে না।"

অনন্তর তিনি সেই কক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; দেখিলাম, কক্ষটি সুন্দর রূপে সজ্জিত। মেঝের উপর মূল্যবান, কারুকার্য্য-শোভিত স্থূল গালিচা প্রসারিত; সুন্দর সুন্দর চেয়ার ও টেবিল, নানা প্রকার বিচিত্র গৃহ সজ্জা, দেওয়ালে সুদৃশ্য তস্‌বীর; বিলাসের কোন উপকরণেরই অভাব নাই।—অকুমা ডনাকে বলিলেন, "যদি এখানে কোন সামগ্রীর অভাব বোধ কর, তাহা হইলে আমাকে জানাইবামাত্র তাহা তোমাকে আনাইয়া দিব।"

ডনা কোন কথা না বলিয়া সভয়ে সেই কক্ষের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; তিনি যে অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছেন—তাহা তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার মুখ মলিন, দৃষ্টি ব্যাধ-তাড়িতা ত্রস্তা হরিণীর দৃষ্টির ন্যায় ভীতিব্যাকুল ! ডনা অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বুড়া দাদাকেও ত এই কক্ষে রাখিবেন ?"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "বিশেষ কোন কারণে তোমার বুড়া দাদার সম্পূর্ণ ভার আমরা—আমি ও ডাক্তার জন্‌সন্ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য আমরাই দায়ী রহিলাম। আমাদের দ্বারা তাঁহার কোনও ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। চিকিৎসা-শাস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার জন্য যতটুকু করা যাইতে পারে তাহার ত্রুটি আমার হইবে না।"

ডনা বলিলেন, "সে বিশ্বাস আমার আছে ; আশা করি আপনি আমাকে তাঁহার নিকট থাকিতে দিবেন। তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার সুখে আমাকে একেবারে বঞ্চিত করিবেন না। ডাক্তার অকুমা, তাঁহাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবেন না। তাঁহাকে আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে আমি বাঁচিব না।"

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "তুমি বাছা এত ব্যস্ত হইতেছ কেন ? আমি যাহা ভাল বুঝিব তাহাই করিব ; তুমি আমার সঙ্কল্পে বাধা দিও না। আমার উপদেশেই তোমাকে চলিতে হইবে। কেহ আমার কথার প্রতিবাদ করিলে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হই।"

ডনা বলিলেন, "মহাশয়, পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই ; উনিই সংসারে আমার একমাত্র অবলম্বন, আমার জীবনের একমাত্র বন্ধন। দয়া করিয়া আমার শোচনীয় অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিবেন।"

ডনা কাঁদিয়া ফেলিলেন ; তাঁহার মনোবেদনার কারণ বুঝিতে পারিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইল। কিন্তু আমি অকুমার কথার প্রতিবাদ করিলাম না, নীরবে উভয়ের কথা শুনিতে লাগিলাম।

তোমার আন্তরিক ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে আমার ইচ্ছায় বাধাদানের চেষ্টা করিও না। আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি আমার চিকিৎসায় তিনি সবল ও সুস্থ হইবেন, সম্পূর্ণ নূতন শরীর পাইবেন। যাহা হউক, বৃথা তর্ক-বিতর্কে আর অধিক সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই, এখন আমরা তোমার বুড়া দাদাকে তাঁহার বাসের যোগ্য কক্ষে লইয়া যাইব। আমার বৃদ্ধা পরিচারিকা তোমার সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানের চেষ্টা করিবে। সে শীঘ্রই তোমার নিকট আসিবে।"

ডনা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যে চারিজন নাবিক বৃদ্ধের খাটিয়া জাহাজ হইতে বহিয়া আনিয়াছিল, ডাক্তার অকুমার ইঙ্গিতে তাহারা সেই খাটিয়াসহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া কক্ষান্তরে চলিল।

কয়েক মিনিট পরে ডাক্তার অকুমা একটি কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বার-সম্মুখস্থ স্থূল পর্দ্দাখানি অপসারিত করিলেন; এবং খাটিয়াখানি সেই স্থানে নামাইয়া রাখিবার জন্য নাবিকগণকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা খাটিয়াখানি সেই স্থানে নামাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। তাহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা যেন সেখান হইতে পলাইতে পারিলেই বাঁচে!

নাবিকেরা অদৃশ্য হইলে, অকুমা পকেট হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিলেন; তাহার পর আমাকে বলিলেন, "চল, আমরা দু'জনে খাটিয়াখানি ধরাধরি করিয়া ভিতরে লইয়া যাই।"

আমি খাটিয়ার এক দিক ধরিলাম, অকুমা অন্য দিক ধরিলেন। উভয়ে খাটিয়াখানি সেই কক্ষ মধ্যে লইয়া আসিলাম।—বুঝিলাম এই কক্ষটিই বৃদ্ধের চিকিৎসার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কক্ষটি এরূপ প্রশস্ত যে, তাহাকে একটি হল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! শারীরস্থান-বিদ্যা শিক্ষার উপযোগী নরদেহের নানা অংশে কক্ষটি সজ্জিত,

পারিলাম না ; কিন্তু তাহা যে চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

এই কক্ষের এক প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড বাতায়ন ছিল ; সেই বাতায়ন হইতে সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। কক্ষটিতে যে কয়েকটি দ্বার ছিল, তাহাদের সম্মুখে স্থূল পর্দ্দা প্রসারিত দেখিলাম। মেঝেতে যে গালিচা প্রসারিত ছিল,—তাহা কর্ক-নির্ম্মিত ; তাহার উপর দিয়া চলিলে শব্দ হয় না। কক্ষটি বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত, বিদ্যুতোৎপাদন-যন্ত্র ও 'ব্যাটারী'গুলি সেই কক্ষের নিম্নতলে সংস্থাপিত। এই কক্ষের বায়ুমণ্ডলকে ইচ্ছানুরূপ শীতল ও উষ্ণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। বায়ু চলাচলের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা সম্পূর্ণ আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। আমার বিস্ময়বিমুগ্ধ ভাব দেখিয়া ডাক্তার অকুমা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি এই কক্ষের সাজসজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ ; কিন্তু তুমি স্মরণ রাখিও এখানে যাহা কিছু দেখিবে, তাহা যতই বিচিত্র হউক, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই। আমি যাহাতে হস্তক্ষেপণ করি তাহাই অসাধারণ। পৃথিবীর সকল দেশেই আমার ঘর-বাড়ী আছে ; কিন্তু আমি দীর্ঘকাল একস্থানে থাকিতে পারি না। আজ আমি ইংলণ্ডে, ছয় মাস পরে দেখিবে আমি হিন্দুস্থানে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত আছি! আমি কখন জাপানে, কখন পেরুতে, কখন কাম্‌স্কাটকায়, কখন কেপ টাউনে বিভিন্ন কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াই। কিন্তু এখন গল্প করিয়া সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। এই বৃদ্ধের চিকিৎসার উপযোগী সকল ব্যবস্থা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে কি না—অগ্রে তাহা পরীক্ষা করিয়া উহাকে যথা-নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া যাইব। সেই কক্ষটি নিকটেই অবস্থিত।—

অনন্তর ডাক্তার অকুমা একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই কলের অন্য প্রান্ত হইতে আর একখানি পর্দ্দা—যেন কোনও অদৃশ্য হস্তস্পর্শে অপসারিত হইল, এবং যে বোবা ও কালা চীনাম্যানটা পূর্ব্বে ডাক্তার

অভিবাদন করিল, তাহার পর ইঙ্গিতে অকুমাকে কি জানাইল আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে দুই চারিবার ওষ্ঠ নাড়িল মাত্র—কিন্তু তাহার মুখ হইতে কোন শব্দ নির্গত হইল না। অকুমা তাহার সেই ইঙ্গিত বেশ বুঝিতে পারিলেন, এবং তিনিও তাহার সহিত সেই ভাবে আলাপ করিলেন! সে যেন ঠিক মুক-অভিনয়।

অনন্তর অকুমা আমাকে বলিলেন, "আমার এই ভৃত্য আমাকে জানাইয়াছে, আমাদের সকল আয়োজন শেষ করিয়া রাখা হইয়াছে। আমরা ঐ কক্ষে বৃদ্ধকে লইয়া যাইব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঐ কক্ষটি আলোকিত করা আবশ্যক।" অকুমা একটি বৈদ্যুতিক দীপের 'বোতাম' স্পর্শ করিবামাত্র পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষটি বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল। তখন আমরা বৃদ্ধকে সেই কক্ষে লইয়া চলিলাম।

এই কক্ষটি কুড়ি বাইশ ফিট লম্বা, প্রস্থে প্রায় আঠার ফিট। কক্ষের প্রাচীর হইতে ছাদ পর্য্যন্ত সমস্তই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে একটি শয্যা ও কক্ষটির দুই কোণে দুইটি কল। একটি কল দেখিতে অনেকটা বৈদ্যুতিক 'ব্যাটারী'র অনুরূপ; অন্যটি কি কল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দ্বারপ্রান্তে একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, যে প্রকার যন্ত্রে অম্লজান প্রস্তুত হয়, যন্ত্রটি সেই প্রকার হইলেও, তদপেক্ষা অনেক বৃহৎ। গৃহ-প্রাচীরে নানা আকারের বিভিন্ন প্রকার তাপমান যন্ত্র। একটি দেওয়ালে সেই কক্ষটিকে ইচ্ছানুরূপ শীতল করিবার জন্য সংরক্ষিত একটি যন্ত্র সংরক্ষিত; দেওয়ালের আর এক দিকে আর একটি যন্ত্র; সেই যন্ত্রের সাহায্যে কক্ষটিকে ইচ্ছানুরূপ গরম করা যায়।—শয্যার উভয় প্রান্তে পিত্তল-নির্ম্মিত দুইটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভদ্বয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্র সন্নিবিষ্ট দেখিলাম।

আমরা বৃদ্ধকে সেই শয্যায় শয়ন করাইলাম। যে খাটিয়ায় তাহাকে সেই কক্ষে আনিয়াছিলাম, তাহা ভৃত্য-কর্ত্তৃক অপসারিত হইল। ডাক্তার অকুমা বৃদ্ধের শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "এখন চব্বিশ ঘণ্টা ইহার সম্পূর্ণ বিশ্রাম।—আহার পর্য্যন্ত বন্ধ।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারে থাকিলে লোকটা বাঁচিবে কি ?"

অকুমা বলিলেন, "নিশ্চয়ই বাঁচিবে। এখন আমি উহাকে একমাত্রা ঔষধ দিব। দীর্ঘতর কাল অনাহারে থাকিলেও সেই ঔষধের গুণে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই ; অধিক কি, এক মাস অনাহারেও ইহার মৃত্যুর আশঙ্কা নাই।"

অকুমা পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিয়া তাহা খুলিলেন। দেখিলাম, শিশিতে এক রকম লাল আরোক ! তাহার গন্ধ অত্যন্ত উগ্র। তিনি সেই আরোক এক চাম্‌চা বৃদ্ধের মুখে ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া তাপমানযন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আপাততঃ কয়েক ঘণ্টা ইহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিলেও চলিবে। এখন আমার সঙ্গে চল, তোমাকে এই কাস্‌লের বিভিন্ন অংশ দেখাইয়া আনি, তাহাতে তুমি যথেষ্ট আমোদ পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও লাভ করিবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ডন্ মিগুয়েল্-ডি-মরেনোকে পূর্ব্ববর্ণিত কক্ষে রাখিয়া আমি ডাক্তার অকুমার সহিত সেই কাস্‌লের বিভিন্ন অংশ দেখিতে চলিলাম। পূর্ব্বরাত্রে আমার সুনিদ্রা হয় নাই, তাহার উপর পরিশ্রমও যথেষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু সেই পুরাতন কাস্‌লের বিভিন্ন অংশে বহু বিচিত্র ও অদ্ভুত দ্রব্যাদি দেখিবার আশায় আমি শ্রান্তি ক্লান্তির কথা ভুলিলাম। ডাক্তার অকুমাও অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিন্দুমাত্র কাতরতার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার দেহ যেন লৌহনির্ম্মিত! তাঁহার শ্রমশক্তি দেখিয়া বোধ হইল তিনি দশজন লোকের কায একাকী করিয়াও ক্লান্ত হন না। তিনি কর্ম্মসাগরে ডুবিয়া থাকিয়াই আনন্দলাভ করিতেন; তাঁহার অদ্ভুত ধৈর্য্য, অসাধারণ উৎসাহ।

ডাক্তার অকুমা সেই কাস্‌লের প্রকাণ্ড হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি তোমাকে লণ্ডনেই বলিয়াছি আমি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই সুবিস্তীর্ণ কাস্‌ল্ ক্রয় করিয়াছি। আমার দালালের মুখে শুনিয়াছি আমি এই কাস্‌ল্ ক্রয় করিব শুনিয়া ইহার পূর্ব্ব-অধিকারী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন; আমি একামানুষ, এরূপ প্রকাণ্ড কাস্‌ল্ আমার কোন্ কার্য্যে লাগিবে তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু আমি সমগ্র পৃথিবী খুঁজিয়াও আমার অভিষ্টসিদ্ধির অনুকূল এরূপ আর একটি স্থান পাইতাম কি না সন্দেহ। আমি যখন এখানে না থাকি তখন একটি বৃদ্ধ ভৃত্য ও একটি প্রাচীনা পরিচারিকার উপর এই কাস্‌ল্ রক্ষার ভার দিয়া যাই। তাহারা এই কাস্‌লেই বাস করে। আমার চীনাভৃত্যটি আমার পাচকের কাজ করে। আমার মুখাপেক্ষী আশ্রিত অতিথিগণের অভাব অতি অল্প; সুতরাং তাহাদের জন্য আমার কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "এখানেও আপনার আশ্রিত কেহ আছে

না কি? আপনি ও আপনার পরিচারক ভিন্ন এখানে অন্যলোক বাস করে, আমার এরূপ ধারণা ছিল না।”

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, “সে ধারণা তোমার না থাকিবারই কথা। আমার ভৃত্য আ-উইন ভিন্ন অন্য কাহারও এমন কি, প্রহরীটারও সে কথা জানা নাই। আ-উইন বোবা, ইচ্ছা থাকিলেও একথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারে না।—তুমি কি আমার সেই সকল আশ্রিতদের দেখিতে চাও?”

আমার কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, আমি তাহাদের দেখিতে চাহিলাম; তখন অকুমা আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই হলের বাহিরের দিকে চলিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল! একটা প্রকাণ্ড কালো বিড়াল ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে ডাক্তার অকুমার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পদ-প্রান্তে মাথা ঘসিতে লাগিল। এরূপ বৃহৎ বিড়াল আমি কখন দেখি নাই, আমি ভয়ে বিস্ময়ে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

আমাকে হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান দেখিয়া অকুমা হাসিয়া বলিলেন, “তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, এরূপ বিড়াল তুমি কখন দেখ নাই। আমার এই বিড়ালের কথা কহিবার শক্তি থাকিলে তোমাকে সে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনাইতে পারিত। এই বিড়াল বহুদিন হইতেই আমার বিশ্বস্ত সহচর;—অনেকবার অনেক বিপদে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে।”

তিনি বিড়ালটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইলেন, তাহার পর তাহাকে নামাইয়া দিয়া তাঁহার ভৃত্যের বাস-কক্ষের অভিমুখে চলিলেন। কিছু দূরেই একটি ফটক দেখিতে পাইলাম; এই ফটকের লৌহদ্বার প্রকাণ্ড তালা দিয়া বন্ধ করা ছিল। অকুমা পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া সেই তালা খুলিলেন; আমরা উভয়ে ফটকের ভিতর প্রবেশ করিলে তিনি পুনর্ব্বার ফটকটি ভিতর হইতে বন্ধ করিলেন।—কিছু দূরে আর একটি দ্বার;—অকুমা পূর্ব্ববৎ সেই দ্বারটিও খুলিলেন। এবার আমি যে দৃশ্য দেখিলাম—সে যে কি ভীষণ দৃশ্য, তাহা আমার বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। আমার দেহের সমস্ত শোণিত যেন জমিয়া বরফ হইয়া গেল।

অকুমার আশ্রিতেরা মানুষ ; কিন্তু তাহারা ত মানুষ নহেই—উপরন্তু তাহারা যে কি, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কয়েকটির আকার বানরের ন্যায়, কিন্তু মুখ অতি কদর্য্য, অতি ভীষণ! কোন জন্তুর সেরূপ মুখ হয় আমার তাহা ধারণা ছিল না। যদি কেহ বলিত তাহারা রাক্ষস, সে কথা আমি তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করিতাম। ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল, আমি চক্ষু মুদিত করিলাম।—সম্ভব হইলে আমি সেই মুহূর্ত্তেই পলায়ন করিতাম।

অকুমা কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া পুলকিত চিত্তে বলিলেন, "ইহারাই আমার পরিজন। সুখী পরিবার। ইহারা আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য আ-উইনের একান্ত অনুগত। ভবিষ্যতে একদিন আমি ইহাদের সম্বন্ধে তোমাকে দুই একটি উপদেশ দিব ; এবং মনুষ্যের সহিত ইহাদের কি সম্বন্ধ, তাহাও তোমাকে বুঝাইয়া দিব।"

কিন্তু তাঁহার কথা আমি শুনিয়াও শুনিলাম না ; আমি তখন সেখান হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচি!—আমি দুই লম্ফে একেবারে ফটকের অন্যধারে আসিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলাম। সেই ভীষণাকৃতি জানোয়ারগুলির দিকে চাহিতেও আমার সাহস হইল না। ইংলণ্ডের সমস্ত ধনরত্নের বিনিময়েও আমি সেই বিভৎস দৃশ্য সন্দর্শনের জন্য সেখানে যাইতে প্রস্তুত ছিলাম না। তাহারা অকুমাকে বেষ্টন করিয়া যেভাবে তাঁহার পরিচ্ছদ ও পদদ্বয় আকর্ষণ করিতেছিল—আমার সহিত তাহারা সেরূপ ব্যবহার করিলে আমি সেইস্থানে নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিত হইতাম।

অল্পক্ষণ পরে অকুমা ফটকের অপর ধারে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন ; তখনও আমার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি আমার ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "জন্‌সন্‌, তুমি এত অল্পে বিচলিত হও, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়! আমি ভাবিয়াছিলাম, দীর্ঘকাল হাসপাতালে কায করিয়া তোমার স্নায়ুর দুর্ব্বলতা দূর হইয়াছে। আমার ঐ সকল আশ্রিত—"

আমি ব্যগ্রভাবে অনুনয় করিয়া বলিলাম, "থাক্‌ থাক্‌, তাহাদের কথা আর

আমাকে বলিবেন না। আমি উহাদের কথা শুনিতে চাহি না। এই বিভৎস দৃশ্যের স্মৃতি আমার মন হইতে মুছিয়া যাউক।—কি অদ্ভুত ব্যাপার!—আপনি এই সকল জানোয়ারের নিকট কি করিয়া যান? মানুষে কি ইহা পারে?"

অকুমা বলিলেন, "কেন পারিবে না? তুমি অকারণ বিচলিত হইয়াছ। তুমি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাদিগকে দেখিয়া ভয় না পাইয়া আনন্দ পাইতে। আমি ইহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছি; এই সকল জীবের ক্রমবিকাশ কতদূর সম্ভব, তাহারই পরীক্ষা চলিতেছে। উহারা বন-মানুষ; কোন্ কোন্ উপায়াবলম্বনে উহাদের মস্তিষ্ক মানব-মস্তিষ্কের শক্তি লাভ করিতে পারে, আমি তাহার উপায় চিন্তা করিতেছি। আমার বিশ্বাস, উহাদের সাহায্যে মানব-দেহেরও আদিম দুর্ব্বলতার কারণ নিরূপণে সমর্থ হইব। আমি জানি, অনেক বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক আমার এই চেষ্টার কথা শুনিয়া হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিবে না; কিন্তু তাহাতে আমার লজ্জিত হইবার কারণ নাই। আমি এই জানোয়ারগুলি কিরূপে সংগ্রহ করিয়াছি, কি উপায়েই-বা এখানে আনিয়াছি, তাহার বিবরণ বিলক্ষণ কৌতূহলোদ্দীপক; তুমি সময়ান্তরে সে গল্প শুনিও।"

আমি বলিলাম, "রক্ষা করুন মহাশয়! আপনার সখ আপনারই থাক, আমি আপনার কৌতূহলোদ্দীপক গল্প শুনিবার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসুক নহি।—ঐ রাক্ষসাকৃতি বন-মানুষগুলার কথা আর আমাকে বলিবেন না।"

অনন্তর অকুমা আমাকে শ্রান্ত দেখিয়া একটি কক্ষে লইয়া চলিলেন, সহানুভূতিভরে বলিলেন, "এইটি তোমার শয়ন-কক্ষ, তুমি এখন কিছুকাল বিশ্রাম কর; ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করিলেই তোমার শরীর সুস্থ হইবে। এই কক্ষের পাশেই আমার শয়ন-কক্ষ। তোমাকে ডাকিবার আবশ্যক হইলে আমি ঘণ্টা-ধ্বনি করিব।"

আমার শয়ন-কক্ষটি হলের একপ্রান্তে অবস্থিত। অন্যান্য কক্ষদ্বারের ন্যায় এই কক্ষের দ্বারের সম্মুখেও একখানি স্থূল পর্দা প্রসারিত ছিল। আমি অকুমার অনুমতি পাইবা মাত্র শয্যায় দেহভার প্রসারিত করিলাম, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিদ্রামগ্ন হইলাম।

আমি যখন শয়ন করিলাম, তখন বেলা প্রায় এগারটা ; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। যদিও আমি দীর্ঘকাল নিদ্রামগ্ন ছিলাম, তথাপি আমার নিদ্রা গভীর হয় নাই, তাহা সুখসুপ্তি নহে। জাগরণের পর আমার মনে হইয়াছিল—নিদ্রা না হইলেই ভাল হইত।

আমি স্বপ্ন দেখিলাম, ডনা কন্‌সেলো আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাতরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার বৃদ্ধ-পিতামহকে ডাক্তার অকুমার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। সেই সময় আমার বোধ হইল, ডাক্তার অকুমার পালিত বন-মানুষগুলি তাহাদের গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে! তখন যেন রাত্রিকাল ; কিন্তু প্রভাতের বিলম্ব ছিল না। ঊষাগমের পূর্ব্বে এই কাণ্ড ঘটিতেছিল। আমি ডনার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে সেই ভীষণ-দর্শন রাক্ষসগুলির কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে কাস্‌ল্ হইতে বহির্গত হইলাম। কতদূর চলিলাম স্মরণ নাই, কতক্ষণ চলিলাম তাহাও বলিতে পারিব না, কিন্তু আমার মনে হইল, যেন আমি অনন্তকাল ধরিয়া সেই রমণীরত্নকে ক্রোড়ে লইয়া উপলসঙ্কুল নির্জ্জন সমুদ্রতটে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ধাবিত হইয়াছি ; সমুদ্রকূলে একখানি তরণী-বক্ষে আশ্রয় লাভের আশায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছি! কিন্তু কোন দিকে নৌকার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না ; অকূল মহাসমুদ্র—বহুদূরে দিক্‌চক্রবালে আকাশের সহিত মিলিত হইয়াছে।—হঠাৎ আমি আমার ক্রোড়স্থিত ডনার মুখের দিকে চাহিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল। প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে সেই মুখখানি দেখিয়া আমি ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম ; দেখিলাম, ডনার পরিবর্ত্তে একটি ভীষণদর্শন বন-মানুষ আমার ক্রোড়ে রহিয়াছে! আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বালুকারাশির উপর নিক্ষেপ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলাম, সেইখানেই শয়ন করিয়া আছি। আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মধারায় সিক্ত হইয়াছে।—আমি পুনর্ব্বার চক্ষু মুদিত করিলাম। তখন আনুপূর্ব্বিক

সকল কথা ধীরে-ধীরে আমার মনে পড়িল। সেই অনাথা বিপন্না সুন্দরী যুবতীর কথা মনে পড়িল। মনে হইল, এ সঙ্কটে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারে এরূপ লোক আমি ভিন্ন আর কেহই নাই। ডনা সেই বৃদ্ধের সহিত না আসিলে নিদ্রাভঙ্গের পরই আমি লণ্ডনে পলায়নের চেষ্টা করিতাম; কিন্তু সে চেষ্টা না করিয়া শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে ডনার উপবেশন-কক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ; আমি দ্বারে করাঘাত করিলাম, কিন্তু তাঁহার সাড়াশব্দ পাইলাম না; তখন অদূরবর্ত্তী সোপান-শ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক কাস্‌লের ছাদে উঠিলাম। সেই ছাদে দণ্ডায়মান হইয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; আমার নয়ন-সমক্ষে যে সুন্দর দৃশ্য উন্মুক্ত হইল, যে প্রাকৃতিক শোভায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল তাহা অনির্ব্বচনীয়! দেখিলাম, বনভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহার পর ধূসর গিরিশ্রেণী উন্নত-মস্তকে গগনতল চুম্বন করিতেছে; অন্যদিকে সুনীল সমুদ্রের সীমাহীন বারি-রাশি, প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ-সম্পাতে ঝল্‌-মল্‌ করিতেছে। অল্পদূরে—আমার ঠিক দক্ষিণে আমাদের ক্ষুদ্র জাহাজখানি উপসাগর-বক্ষে ঝিনুকের ন্যায় ভাসিতেছে; কুণ্ডলীকৃত ধূসর ধূমরাশি তাহার 'চিম্‌নি' হইতে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে।—একবার মনে হইল, ইহা বুঝি সত্য নহে স্বপ্ন! কিন্তু সে সন্দেহ অধিককাল স্থায়ী হইল না। আমি বিস্ময়-বিহ্বলনেত্রে প্রকৃতির সেই হৃদয়-বিমোহন শোভা প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। হঠাৎ পশ্চাতে কাহার লঘু পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই দিকে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম, ডনা কন্‌সেলো একটি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া আমার দিকে আসিতেছেন।

ডনা আমাকে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ডাক্তার জন্‌সন্‌, আপনি এখানে আছেন তাহা জানিতাম না। আমার মনে হইতেছিল এই প্রকাণ্ড পুরীতে আমি বুঝি একাকিনী আছি; আশঙ্কা হইতেছিল—সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আপনার এ আশঙ্কা অমূলক; আমরা এখানে আছি তাহা

ডনা বলিলেন, "আমার বড় ভয় হইয়াছে, আমার মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই, আমি অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতেছি।"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ; বলুন, কি করিলে আপনি সুখী হইবেন। আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

ডনা মধুর স্বরে বলিলেন, "আমাকে সুখী করিবেন, আপনার পক্ষে তাহা কি সম্ভব ? আমি আমার বুড়া দাদার নিকট যাইতে পাইলে সুখী হই ; কিন্তু আমার সে আশা কি পূর্ণ হইবে ? ডাক্তার অকুমা আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দিতে অসম্মত কি না আপনি জানেন কি ? আমি কি তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইব না ?"

আমি বলিলাম, "আমি ভাবিয়াছিলাম ডাক্তার অকুমা সে সকল কথা আপনাকে বলিয়াছেন। যাহাই হউক, আপনি আপনার বুড়া দাদার জন্য চিন্তিত হইবেন না। তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দবিধানের জন্য যাহা কিছু করা যাইতে পারে তাহার কিছু ত্রুটি হইতেছে না। আমার বিশ্বাস, ডাক্তার অকুমা কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল করিবেন ; তাঁহাকে নূতন মানুষ করিয়া তুলিবেন। ডাক্তার অকুমার এই অঙ্গীকারে আপনি নির্ভর করিতে পারেন।"

ডনা সন্দিগ্ধ চিত্তে বলিলেন, "আপনার কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমাকে তাঁহার কাছে যাইতে না দেওয়ার কারণ কি ? তিনি প্রাচীন, রুগ্ন, তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার আবশ্যক ; আমার ন্যায় আর কেহ কি তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে পারিবে ? পৃথিবীতে আর কেহ কি আমার ন্যায় তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিবে ? আপনি ডাক্তার ; ডাক্তার অকুমার সমব্যবসায়ী ; ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ; যে গুপ্ত কথা তিনি আপনার নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাহা আমার নিকট গোপন করিবার কারণ কি।"

আমি বলিলাম, "ডাক্তার অকুমা কোনও সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে আপনার বুড়া দাদার নিকট যাইতে দিতেছেন না, আমার একপ

বোধ হয় না; আপনার দ্বারা গুপ্ত কথা প্রকাশের আশঙ্কা তাঁহার নাই। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারি, স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার তেমন শ্রদ্ধা নাই; তিনি রমণীর প্রতি বীতস্পৃহ। এই জন্যই বোধ হয় আপনার বুড়া দাদার চিকিৎসা-ব্যাপারে তিনি আপনার সাহচর্য্যের প্রার্থী নহেন; সেই জন্যই আপনাকে দূরে রাখিয়াছেন।"

ডনা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় আপনার কথা সত্য; ইহাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে আমার ভয় দূর হইবে না।"

আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় ডাক্তার অকুমা ও বৃদ্ধা পরিচারিকা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ডনাকে জানাইলেন তাঁহার আহার প্রস্তুত। আমার ভোজন সম্বন্ধে সে কোন কথা না বলায় আমি বুঝিলাম, আমাকে ডাক্তার অকুমার সহিত ভোজন করিতে হইবে। যাহা হউক, আমরা উভয়েই ছাদ হইতে নামিয়া আসিলাম; বারান্দায় ডাক্তার অকুমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমাকে বলিলেন, "জন্‌সন্‌, আমি তোমার অনুসন্ধান করিতেছিলাম; আমাদের আহার প্রস্তুত, খাইতে চল।"

ডনা কন্‌সেলোর সহিত ভোজন করিতে পারিলে আমি অধিকতর সুখী হইতে পারিতাম; কিন্তু অকুমার ইচ্ছার প্রতিকূলে কার্য্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব বুঝিয়া, ডনাকে নমস্কার করিয়া অকুমার সঙ্গে চলিলাম। অকুমা ডনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি তোমার বুড়া দাদাকে না দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, কিন্তু তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নাই। আমাদের দ্বারা তাঁহার উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। জন্‌সন্‌ও বোধ হয় তোমাকে এ কথা বলিয়া থাকিবে। তোমার বুড়া দাদা ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইলে তাঁহাকে তোমার হস্তে পুনঃ-প্রদান করিবেন, তুমি নিশ্চন্ত হও।"

ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, কিন্তু কথাটি কতদূর সত্য তাহা আমার পরীক্ষা করিতে আগ্রহ হইয়াছে; আমি একবার তাঁহাকে দেখিতে চাই।"—ডাক্তার অকুমা ডনার এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক রহিলেন।"

ডনা প্রস্থান করিলে, আমরা ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম।—ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "কাল সকাল হইতে আমাদিগকে কায আরম্ভ করিতে হইবে। তাহার পর কয়েক সপ্তাহ তুমি তোমার সুন্দরী সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাতের অবসর পাইবে কি না সন্দেহ! তোমাদের রকম দেখিয়া বোধ হইতেছে তোমাদের দু'জনে বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে।"

অকুমার কণ্ঠস্বরে শ্লেষের আমেজ ছিল; কিন্তু আমি তাঁহার কথা কাণে তুলিলাম না। পরদিন সত্যই আমাদের কায আরম্ভ হইল; অকুমা প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; প্রকৃতিদেবী যে জীবনীশক্তি ধ্বংস করিবার জন্য প্রতি-মূহূর্ত্তে চেষ্টা করিতেছিলেন, অকুমা সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বিলুপ্তপ্রায় জীবনীশক্তি পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য তাঁহার প্রতিভা নিয়োজিত করিলেন। বুঝিলাম, তাঁহার চেষ্টা সফল হইলে মানব-জগতের যে মহা পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইবে—তাহা মানব-কল্পনার ধারণাতীত!—আমাকে তখন কোন্ কায করিতে হইবে অকুমার নিকট তাহা শুনিতে পাইলাম।

বৃদ্ধ ডনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ব্রোনজ্ ধাতু-নির্ম্মিত দুইটি যন্ত্রাধারের একটি তাহার মস্তকের নিকট ও অন্যটি পদপ্রান্তে সংরক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যে বৃদ্ধের মস্তকের ঈষৎ উর্দ্ধে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অবাধে পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।—অম্লজানের উগ্র গন্ধে কক্ষটি পরিপূর্ণ। পূর্ব্ব-দিন প্রভাতে বৃদ্ধকে যে অবস্থায় শয্যায় রাখিয়া গিয়াছিলাম, ঠিক সেই অবস্থাতেই সে দিনও তাহাকে শায়িত দেখিলাম। দৃষ্টি স্থির, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। বক্ষের স্পন্দন অতি মৃদু।

অকুমা আমাকে বলিলেন, "আমি যখন এখানে না থাকিব তখন তুমি

অব্যাহত থাকে। মুহূর্ত্তের জন্যও যেন তাহার গতি মন্দীভূত না হয়। আর ঐ যে দেওয়ালের নিকট তাড়িতমান যন্ত্র (Voltmeter) দেখিতেছ—উহাতে উর্দ্ধতম ও নিম্নতম বিন্দু সন্নিবিষ্ট আছে। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প থাকিলে বা জলীয় বাষ্পের অভাব হইলে ঐ দুইটি তাপমান যন্ত্রে তাহার পরিমাণ বুঝিতে পারিবে—পনের মিনিট অন্তর তাহা লিখিয়া রাখিবে। এই দুইটি হাতল ঘুরাইয়া তুমি এই কক্ষের বায়ু ইচ্ছামত উষ্ণ বা শীতল করিতে পারিবে। বৃদ্ধের দেহের উত্তাপ কত, তাহা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরীক্ষা করিয়া লিখিয়া রাখিবে।—এখন উত্তাপের পরিমাণ যেরূপ আছে—কোন কারণে যেন তাহার হ্রাস বৃদ্ধি না হয়।”—অনন্তর তিনি পকেট হইতে একটি তাপমান যন্ত্র বাহির করিয়া বৃদ্ধের দেহের উষ্ণতা পরীক্ষা করিলেন, এবং তাহা আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, “তাপমান যন্ত্রের পারদ আজ যেখানে আছে, যদি তিন দিন পরে ইহা অপেক্ষা দুই বিন্দু অধিক উর্দ্ধে উঠে, তাহা হইলে বৃদ্ধের মৃত্যু অনিবার্য্য ; কেহই তাহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে না। যদি তিন দিন পরে পারদ নামিয়া পড়ে তাহা হইলেও মৃত্যু নিশ্চিত।”

আমি বলিলাম, “তাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ঘটিলে কি করিব ?”

অকুমা বলিলেন, “সেরূপ সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেই আমাকে সংবাদ দিবে। ঐ বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম টিপিলেই আমি বুঝিতে পারিব তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাও।—কিন্তু তাহার আবশ্যক হইবে বলিয়া ত বোধ হয় না। দেখ জন্‌সন্‌, তোমাকে আমি অত্যন্ত বিশ্বাস করি, এই জন্যই এই গুরু দায়িত্বভার তোমার উপর সমর্পণ করিতেছি। আমি প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছি, সুতরাং আমার জয়লাভের সম্ভাবনা যে কত অল্প, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। আমি এই দুষ্কর কর্ম্মসাধনের জন্য এ পর্য্যন্ত তিনবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু প্রত্যেক বারই আমার সহকারীর মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় আমার সকল চেষ্টাযত্ন বিফল হইয়াছে।—তুমিও যদি সেইরূপ অসতর্ক হও, তাহা হইলে আমার এই শেষচেষ্টাও বিফল হইবে।

না কর—তাহা হইলে অন্ততঃ ডনা কন্‌সেলোর হিতার্থেও ইহা করিও—ইহাতে ভবিষ্যতে তোমার আশা পূর্ণ হইবে।—বৃদ্ধের মৃত্যু হইলে যুবতীর হৃদয় বিদীর্ণ হইবে না কি ?"

আমি বলিলাম, "আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন। এত কথা কেন বলিতেছেন ?"

অকুমা এইবার বৃদ্ধের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একটি সুদৃঢ় বাক্স হইতে চীনামাটির দুইটি কৌটা বাহির করিলেন, তাহাতে মালিশের ঔষধ ছিল। অনন্তর বৃদ্ধের গাত্রাবরণ খুলিয়া তিনি তাহার আপাদমস্তক সেই ঔষধ দিয়া অতি সাবধানে তিনবার মালিশ করিলেন। মালিশ শেষ হইলে অকুমা মখমলের পুরু ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বৃদ্ধের দেহের বিভিন্ন অংশ বাঁধিয়া তাহার সহিত বৈদ্যুতিক 'ব্যাটারি'র তার সংযোজিত করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধের দেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত হইতে লাগিল। প্রথমে এই প্রক্রিয়ার কোন ফল বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যেই দেখিলাম, বৃদ্ধের দেহ-চর্ম্মের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে সুস্থ দেহের আভা বাহির হইতেছে!—অর্দ্ধঘণ্টা পর বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত মালিশ মর্দ্দন করা হইল।

অনন্তর অকুমা আমার হস্তে একটি অণুবীক্ষণ দিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "এইবার উহার দেহ-চর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া দেখ।"—আমি বৃদ্ধের দেহ পরীক্ষা করিলাম, দেখিলাম, চর্ম্মের বর্ণ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখিলাম, তাহাতে অঙ্গুলির দাগ বসিতেছে, এবং দেহ-চর্ম্মের যৌবনসুলভ স্থিতিস্থাপকতা লক্ষিত হইতেছে; তাহাতে শোণিত-সঞ্চালনের লক্ষণও লক্ষিত হইল।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার, আমি স্বচক্ষে না দেখিলে ইহা বিশ্বাস করিতাম না ;"

এক ঘণ্টা পরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করা হইল। মখমলের ব্যাণ্ডেজও

করিয়া দেখ, তুমি যে পরিবর্ত্তন দেখিবে, তাহাতে অধিকতর বিস্মিত হইবে।”

আমি দেখিলাম, বৃদ্ধের দেহে ইতিপূর্ব্বে যে স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিয়াছিলাম, তাহা ধীরে-ধীরে অন্তর্হিত হইল, চর্ম্ম শুভ্র ও শিথিল হইল। তাঁহার ললাটের শিরাগুলি ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিল।—এত শীঘ্র এরূপ পরিবর্ত্তনের কল্পনা করি নাই; আমি হতাশ হইয়া অকুমার মুখের দিকে চাহিলাম।

অকুমা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “তুমি কি আশা কর আমার প্রথম চেষ্টাই সফল হইবে?—ক্রমাগত দুই সপ্তাহ চেষ্টার পর কিছু ফল-লাভের আশা করা যাইতে পারে,—তৎপূর্ব্বে নহে। দিবা-রাত্রি ছয় ঘণ্টা অন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় এই বৃদ্ধের চিকিৎসা করিতে হইবে।—এখন কম্বল দিয়া উহাকে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক, এখন একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্ব্বনাশ!—আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, নিয়মিতরূপে সেই ভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। একবার ঘণ্টাধ্বনি করিলে জানিব—কোন গোল নাই; কিন্তু তিনবার শব্দ শুনিলেই বুঝিতে পারিব—তুমি গোলে পড়িয়াছ! আমি তৎক্ষণাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইব।”

অকুমা আমাকে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলে আমি সেই কক্ষের তিনটি আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিলাম। কেবল বৃদ্ধের দেহের উর্দ্ধে একটি মাত্র আলোক রহিল। সেই আলোকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। আমি সেই রহস্য-সঙ্কুল বিরাট অট্টালিকার একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া বৃদ্ধের নিশ্চল দেহের দিকে চাহিয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম! ডাক্তার অকুমার এই পরীক্ষা সফল হইলে পৃথিবীতে কি কাণ্ডই না ঘটিবে? মানব-জীবনের গতি, জীবনধারণের পদ্ধতি, শিক্ষার প্রকৃতি, ইতিহাসের ধারা, সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইবে! জগতে ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। ইহা কি সম্ভব? ইহা কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত?—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

করিলাম।—চারি ঘণ্টার পর অকুমা আসিয়া আমাকে অবসর দান করিলেন।

পরবর্ত্তী দুই সপ্তাহে যাহা ঘটিল, তৎসম্বন্ধে আমার অধিক কিছুই বলিবার নাই। আমরা পালা করিয়া উভয়ে বৃদ্ধের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। জীবনটা বড়ই বৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল; কিন্তু উপায় কি? বৃদ্ধের দেহে যতক্ষণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হয়, যতক্ষণ মালিশ চলে—ততক্ষণ তাহার দেহে লাবণ্য ফোটে, শোণিতের চলাচল হয়, শিথিল চর্ম্ম মসৃণ হয়, কিন্তু তাহার পর সে সমস্তই কোথায় অদৃশ্য হয়!—দুই সপ্তাহ পরে যেন কিছু কিছু পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলাম,—বৈদ্যুতিক প্রবাহ বন্ধ করিলেও কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত তাহার ফল স্থায়ী হইতে লাগিল। বৃদ্ধের পীতাভ নখরগুলি লোহিতাভ হইল। যতই সময় অতীত হইতে লাগিল, অকুমার উদ্বেগ ও সতর্কতার পরিমাণও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি বলিলেন, “এখন মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় কেবল যে সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইবে এরূপ নহে, বৃদ্ধের প্রাণবিয়োগেরও আশঙ্কা আছে।”

যেদিন এক পক্ষ পূর্ণ হইবে সেই দিন অকুমা অপরাহ্ন চারি ঘটিকা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত বৃদ্ধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন; তাহার পর আমি তাঁহার স্থান গ্রহণ করিলে তিনি কক্ষান্তরে চলিলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিলেন, “আজ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত উহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবে, এক মিনিটের জন্যও অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইবে না। কোন কোন লক্ষণ দেখিয়া আমি বুঝিয়াছি আজ এদিক-ওদিক একটা কিছু হইবে; তাহারও আর অধিক বিলম্ব নাই। যদি তাপমান যন্ত্রে উহার দৈহিক উত্তাপ বিন্দুপরিমাণ বর্দ্ধিত দেখা যায়, তাহা হইলে আমাকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিবে। আমি আমার লেবরেটারিতে বসিয়া একটা ঔষধ প্রস্তুত করিব; সেই ঔষধের উপর আমার চেষ্টার সফলতা নির্ভর করিতেছে।”

আমি বলিলাম, “আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, কিছুকাল বিশ্রাম

অকুমা বলিলেন, "বিশ্রাম! এই কি বিশ্রামের সময়? না, এখন বিশ্রাম করিয়া সমস্ত কাষ পণ্ড করিতে পারিব না।—তুমি আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমার স্বাস্থ্য অতিশ্রমে ভঙ্গ হইবার নহে।"

রোগীর অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তনে কি ব্যবস্থা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ডাক্তার অকুমা সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। আমি যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রোগীর দৈহিক উত্তাপ পরীক্ষা করিলাম। রাত্রি বারটার সময় অকুমা পুনর্ব্বার তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, ইহাই স্থির ছিল। বারটা বাজিবার কুড়ি মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃদ্ধের দৈহিক উত্তাপ সমভাবেই ছিল। শেষবার তাহার দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া আমি তাপমান যন্ত্রটি মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। ঠিক সেই সময়ে অদূরে কাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। কণ্ঠস্বর শুনিয়াই বুঝিলাম, তাহা ডনা কন্‌সেলোর ভীতিপূর্ণ চীৎকার! তাঁহার কি হইল, বুঝিতে না পারিয়া আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম; এবং অকুমাকে আহ্বানের জন্য তৎক্ষণাৎ ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ডনার সন্ধানে বাহিরে চলিলাম। ডনার বাসকক্ষে উপস্থিত হইয়া সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না; তখন, যে দিকে বন-মানুষগুলার বাস—সেইদিকের লোহার ফটক-সন্নিকটে উপস্থিত হইতেই দেখিলাম, ফটকের অদূরে ডনা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া হলের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমি তাঁহাকে একটি জলাধারের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার চোখে-মুখে জল সিঞ্চন করিলাম; অল্পক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইলে তাঁহাকে বলিলাম, "ব্যাপার কি!—কি হইয়াছে?"

ডনা ভয়ার্ত্তস্বরে বলিলেন, "আমাকে রক্ষা করুন। উঃ, কি ভয়ানক জানোয়ার! উহাকে পুনর্ব্বার দেখিলে আমি পাগল হইয়া যাইব। আমাকে খাইয়া ফেলিবে। আমি বড় ভয় পাইয়াছি।"

আমি তাঁহার ভয়ের কারণ বুঝিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তিনি উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভয়ে তখনও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। কয়েক মিনিট পরে তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া

আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি তাঁহার বুড়া দাদাকে দেখিবার আশায় তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া বৃদ্ধের শয়ন-কক্ষের দিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু পথ ভুলিয়া আ-উইনের মহলের দিকে গিয়া পড়েন, সেইখানে একটা কিন্তূতকিমাকার জানোয়ার দেখিয়া তিনি ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হন।

তাঁহার কথা শেষ হইতে-না-হইতে অকুমা হঠাৎ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভীষণ মুখকান্তি দেখিয়া ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল! তিনি কি তবে আমার ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পান নাই? বৃদ্ধের তত্ত্বাবধানে না গিয়া সেখানে কেন আসিলেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি?

আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ বজ্র নির্ঘোষে বলিলেন, "জন্‌সন্‌ তুমি এখানে? না জানি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ!"—তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে বৃদ্ধের শয়ন-কক্ষের অভিমুখে ধাবিত হইলেন; আমিও ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া কম্পিত বক্ষে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, অকুমা তাপমান যন্ত্রটি বাহির করিয়া তাহা বৃদ্ধের মুখ-বিবরে পুরিয়া দিলেন, এবং তাঁহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।—প্রায় দুই মিনিট পরে তিনি তাপমান যন্ত্রটি বৃদ্ধের মুখের ভিতর হইতে বাহির করিয়া বিদ্যুতালোকে তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; তাঁহার সেই নির্নিমেষ নেত্রে যে আগ্রহ যে উৎকণ্ঠা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—তাহা লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, নিশ্চয়ই কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে!

অকুমা দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হতাশভাবে বলিলেন, "সব বুঝি বৃথা হইল!—পারা এক 'পয়েণ্ট' নামিয়া পড়িয়াছে। জন্‌সন্‌, এই সর্ব্বনাশের জন্য তুমিই দায়ী। তোমার অসাবধানতাতেই বৃদ্ধের প্রাণবিয়োগ হইবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমি অকুমার কথা শুনিয়া স্তম্ভিতভাবে সেই কক্ষে দণ্ডায়মান রহিলাম। ডনা কন্‌সেলোর আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য আমি সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে অকুমাকে সংবাদ দিয়াছিলাম; তবে কি তিনি ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পান নাই?—তিনি কি পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন?—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না।

পরবর্ত্তী চতুর্দ্দশ ঘণ্টা কি ভাবে অতিবাহিত হইল, তাহা বোধ হয় জীবনে কখন ভুলিব না। আমরা বৃদ্ধ ডন্‌কে মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। পরদিন অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত আমরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধের তত্ত্বাবধান করিলাম। এই দীর্ঘকাল অকুমা আমাকে একটি কথাও বলিলেন না। সুদীর্ঘকাল বিপুল চেষ্টার পর বৃদ্ধের দৈহিক উত্তাপ যখন স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইল, তখন তিনি রুমাল দ্বারা সযত্নে বৃদ্ধের ঘর্ম্মাক্ত ললাট মুছাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন, "আরও আধঘণ্টা যদি এইভাবে থাকে, তাহা হইলে বৃদ্ধ বাঁচিতে পারে।"

আমি বলিলাম, "ডাক্তার অকুমা, যেটুকু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল—সেজন্য আপনি কি আমাকেই দোষী মনে করিয়াছেন?"

অকুমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে আর কাহাকে দোষী করিব? আমি তোমাকে যে ভার দিয়া গিয়াছিলাম, তুমি তাহা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিলে।"

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "বাহিরে আমি ডনার আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাঁহার কি বিপদ ঘটিয়াছে দেখিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনাকে ত সংবাদ দিয়াছিলাম।"

অকুমা বলিলেন, "আমি এখানে উপস্থিত হইবার পর তোমার এই কক্ষ ত্যাগ করা উচিত ছিল। আমি তোমার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাই নাই; হঠাৎ আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। ভাল কথা—সেই মেয়েটা সেসময় এদিকে কি কাযে আসিয়াছিল? তাহার ত এদিকে আসিবার কথা নয়।"

আমি ডনা কন্‌সেলোর নিকট যাহা-যাহা শুনিয়াছিলাম—তাহাই সঙ্ক্ষেপে অকুমার গোচর করিলাম।—শেষে বলিলাম, "বিপন্না নারীর উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া আমি যে বিশেষ কোনও অন্যায় কায করিয়াছি—তাহা ত মনে হয় না।"

অকুমা বলিলেন, "তোমার যুক্তি প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু তোমার অনুপস্থিতে যদি বৃদ্ধের মৃত্যু হইত—তাহা হইলে তুমি কি বলিয়া মনকে বুঝাইতে?"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে চিরজীবন আমাকে আক্ষেপ করিতে হইত। কিন্তু এই বৃদ্ধের জীবনের অপেক্ষা ডনা কন্‌সেলোর জীবনের মূল্য কি অধিক নহে?"

অকুমা বলিলেন, "আমার নিকট এই বৃদ্ধের জীবন কিরূপ মূল্যবান, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। আমি যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই বৃদ্ধের জীবনরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আবশ্যক হইলে ডনা কন্‌সেলোর ন্যায় সহস্র যুবতীকেও মৃত্যুকবলে নিক্ষেপ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। কর্ত্তব্য-সম্পাদনে তুমি যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা মার্জ্জনার অযোগ্য। আমার সকল চেষ্টা-যত্ন তোমার ত্রুটিতেই নিষ্ফল হইত; কিন্তু তোমার সৌভাগ্য—বৃদ্ধের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। যদি সে মারা পড়িত, তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে হত্যা করিতাম।—হাঁ, অকুণ্ঠিত চিত্তে কুকুরের মত তোমাকে বধ করিতাম।"

লোকটা পাগল না কি?—যাহার মুখ দিয়া এরূপ ভয়ানক কথা বাহির হইতে পারে, সে কি মানুষ? তাহার সহিত কি কোন সম্বন্ধ রাখা উচিত?

—অকুমা কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন? না, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার অন্তরের কথা। আমি মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, "ডাক্তার অকুমা, আমি আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আপনার এরূপ স্পর্দ্ধা আমার অসহ্য। আমি স্বীকার করি আমার কর্ত্তব্যের কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছিল; কিন্তু সে জন্য আমি প্রাণদণ্ডের যোগ্য, ইহাই যদি আপনার ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিবেন, অর্থের বিনিময়ে আমি জীবন-বিসর্জ্জনে প্রস্তুত নহি। দেখিতেছি আমার কর্ত্তব্যজ্ঞানে আপনার বিশ্বাস নাই; এ অবস্থায় আপনার চাকরী করা আমার পক্ষে সঙ্গত নহে, আমাকে চাকরীতে রাখাও আপনার উচিত নহে।—আমি এই মুহূর্ত্তেই পদত্যাগ করিলাম। আমি আপনার সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না, আজই লণ্ডনে চলিয়া যাইব।"

আমার কথা শুনিয়া অকুমা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে মুহূর্ত্তকাল দণ্ডায়মান রহিলেন, তাহার পর কোমলস্বরে বলিলেন, "জন্‌সন্‌, আমাদের এই কলহ স্কুলের ছাত্রদের কলহের মত! আমার কথায় যদি তুমি মনে বেদনা পাইয়া থাক—তবে আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে ক্ষুব্ধ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। রোগীর অনিষ্ট হয়, এ ইচ্ছাও তোমার ছিল না। তোমার উপর আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাই। ঘটনাক্রমে একটা গুরুতর অনিষ্টের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল; সুখের বিষয় সে ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে, অতএব এ সকল অপ্রীতিকর কথা ভুলিয়া যাও।"

আমি বলিলাম, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আপনার এই ব্যবহারে আমার মনে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা ইচ্ছা করিলেই ভুলিতে পারিব কি না সন্দেহ।"

অকুমা বলিলেন, "সর্ব্বদা একত্র কায করিতে হইলে কত সময় মতান্তর—মনান্তর হয়, সে সকল কথা কি মনে রাখিলে চলে?—এখন বেলা প্রায় তিনটা, তুমি তোমার ঘরে গিয়া ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম কর;—তাহার পর তোমার কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ছুটি দিও।"

কিন্তু তিনি সে অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না। তখন আমি অগত্যা আমার বিশ্রাম-কক্ষে চলিলাম। আমি বৃদ্ধের কক্ষে ক্রমাগত উনিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই দীর্ঘকাল আমি ডনা কন্‌সেলো-সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারি নাই; শয্যায় শয়নমাত্র তাঁহার ভীতি-ব্যাকুল মুখচ্ছবি আমার মানস-নেত্রে পরিস্ফুট হইল। সেই সুন্দরীর রূপ আমার হৃদয়ে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—এ কথা ত অস্বীকার করিতে পারিব না। তাঁহার অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু আমি কি সত্যই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি?—এই সকল কথা ভাবিতে-ভাবিতে কখন আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল স্মরণ নাই; কিন্তু হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া বুঝিলাম আমি দুই ঘণ্টা নিদ্রিত ছিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বৃদ্ধের কক্ষে চলিলাম। সেখানে অকুমার নিকট শুনিলাম, বৃদ্ধ ভালই আছে; তাহার আর কোন ভয়ের কারণ নাই। অকুমা আমার উপর তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া বিশ্রাম করিতে চলিলেন।

পরদিন প্রভাতে ডনা কন্‌সেলোর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।—কাস্‌লের ছাদে আমি বায়ুসেবন করিতেছিলাম, সেই সময় তিনি সেখানে উপস্থিত! ডনা আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার জন্‌সন্‌, আমি আপনাকে দুই-একটি কথা বলিব। সেদিন রাত্রে আমি ভয় পাইয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হওয়ায় আমাকে লইয়া আপনি বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন; আশা করি ডাক্তার অকুমা সে জন্য আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই।"

আমি বলিলাম, "তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—তোমার এরূপ অনুমানের কারণ কি?"

ডনা বলিলেন, "তাঁহার সহিত আমার দুই-একটি কথা হইয়াছিল, তাহাতেই আমার এই ধারণা হইয়াছে।"

ডাক্তার অকুমা ডনাকে আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন তাহা জানিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ডনা সে কথা প্রকাশ করিলেন না। কেবল

এইমাত্র বলিলেন, "এজন্ত আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি ; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

আমি বলিলাম, "তোমার ক্ষমা প্রার্থনার কোন কারণ ঘটে নাই। অকুমা তোমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেই বোধ হয় ভাল করিতেন। যাহা হউক, ডনা কন্‌সেলো ! আমার আশঙ্কা এখানে আসিয়া তুমি বড়ই মনের কষ্টে আছ।"

ডনা বলিলেন, "স্পেনে আমি বেশ সুখ-শান্তিতে ছিলাম। এখানে আমার মানসিক অশান্তির যতই কারণ থাক, সেজন্য আমার অসন্তোষ প্রকাশ করা অনুচিত। আপনি আমাকে আশা দিয়াছিলেন, এখানে বুড়া দাদার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ইহাতেই আমি সুখী। যদি তিনি সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সকল কষ্টই হাসিমুখে সহ্য করিব। আর এ সকল কষ্ট বা অসুবিধাই বা কত দিনের জন্য ? স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে এ সকল কথা আর আমার মনে থাকিবে না।"

আমি তাঁহাকে আমার নিজের সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর বলা হইল না। আমি তাঁহার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া স্থান কাল বিস্মৃত হইলাম ; কিন্তু বিপুল চেষ্টায় হৃদয়ের আবেগ দমন করিলাম। তিনি আমার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন কি না বলিতে পারি না ; কয়েক মিনিট পরে আমি তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

আরও এক পক্ষ অতীত হইল।—কাস্‌লে পদার্পণের পর একমাস অতীত হইল। তখন ডাক্তার অকুমার সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। যে প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধের চিকিৎসা চলিতেছিল, তাহাতে ক্রমেই সুফল দেখা যাইতে লাগিল। বৃদ্ধের চর্ম্ম আর পুর্ব্ববৎ শিথিল রহিল না, তাহা স্থিতিস্থাপক হইল ; দেহে নূতন শোণিতের সঞ্চার হইলে দেহের বর্ণ যেরূপ হয়—তাহার ত্বকও সেইরূপ বর্ণ প্রাপ্ত হইল ; কিন্তু অতঃপর আর কি উন্নতি লক্ষিত হইবে, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার অকুমার সহিত একদিন

ছিল। ডনার সহিত আমার যে কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহা যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। অকুমার কোন কোন কার্য্যে আমার সন্দেহ হইত তিনি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না; অকুমার ন্যায় সন্দিগ্ধচেতা ক্রূর-প্রকৃতি লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হওয়া কিরূপ কঠিন, তাহা বুঝিয়া আমার মন সর্ব্বদা অপ্রসন্ন থাকিত। চাকরীটা আমার আর ভাল লাগিতেছিল না। বিশেষতঃ, একটা কথা সর্ব্বদাই আমার মনে হইত। অকুমা যদি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন, যদি বৃদ্ধ ডন্ সবল ও সুস্থ হয়—পুনর্ব্বার যৌবন লাভ করে, তাহা হইলে তাহার ফল কি হইবে? ডনা কন্‌সেলোই বা কি করিবেন? তবে ইতিমধ্যেই বৃদ্ধের বার্দ্ধক্য অপগত হইয়াছে। তাহাকে আর পূর্ব্ববৎ প্রাচীন দেখায় না বটে, কিন্তু এখনও তাহার যৌবন-লাভের বহু বিলম্ব!—জীবনের সেই দুর্লভ সুখ কি সে পুনর্ব্বার লাভ করিতে পারিবে? এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

একদিন আমি সাহস করিয়া অকুমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, "যত বিলম্ব হইবে—ফল ততই স্থায়ী হইবে; তাড়াতাড়ি করিলে সব ফাঁসিয়া যাইবে। বৃদ্ধের জীর্ণ দেহের ক্রম-বিকাশের কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছি; আগামী কল্য তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ সম্ভব। এই শ্রেণী অতিক্রম করিলেই আমরা সিদ্ধির হিরণ্ময় সোপানে পদার্পণ করিব! আমার সকল যত্ন, সকল চেষ্টা সফল হইবে; চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। পৃথিবীর সকল যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া যুগ-যুগ ধরিয়া আমি সমগ্র সভ্য জগতে অতুলনীয় খ্যাতি লাভ করিব।"

আমি অকুমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পরদিন প্রভাতে আমি অকুমার অনুমতি লইয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম। মনে হইল, অনেকদিন কাস্‌লে আসিয়াছি, কিন্তু কোন দিন ত কাস্‌লের বাহিরে পার্ব্বত্য-উপত্যকায় ভ্রমণ করিতে যাই নাই; আজ একবার পার্ব্বত্য-প্রকৃতির নগ্ন শোভা দেখিয়া আসি। আমি উৎফুল্ল হৃদয়ে

তখন সুখস্পর্শ মৃদু প্রাতঃ-সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল ; প্রভাত-সূর্য্যের কণক-কিরণানুরঞ্জিত সুনীল আকাশ কি মনোহর! আমি সাঁকো পার হইয়া সাগরকূলে উপস্থিত হইলাম ; সমুদ্রের অশ্রান্ত তরঙ্গরাশি ফেনঃপুঞ্জ মস্তকে ধরিয়া ভৈরব গর্জ্জনে গিরিপাদমূলে আছ্‌ড়াইয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির মুক্ত শোভা দর্শন করিয়া আমার বেদনাতুর প্রবাস-দুঃখকাতর শ্রান্ত হৃদয়ের হাহাকার গেল! দেখিলাম, 'গল'পক্ষীগুলি শুভ্র পক্ষ প্রসারিত করিয়া সৌরকরোদ্ভাসিত নীলাম্বরতলে ভাসিয়া যাইতেছে।—সুন্দর প্রভাতে এরূপ সুমোহন প্রাকৃতিক দৃশ্য সন্দর্শনে প্রিয়জনের কথা কাহার না মনে পড়ে? —আমি প্রাণ ভরিয়া যাঁহাকে ভালবাসিয়াছি, তাঁহারই কথা মনে পড়িল। ডনা কন্‌সেলোর সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের কথা ভাবিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে তিনি আমার হৃদয়ের কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছেন! আমি লঘু পদবিক্ষেপে উপল-কঙ্কর-বালুকাপূর্ণ বেলাভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। সমুদ্রে একখানিও নৌকা বা জাহাজ দেখিতে পাইলাম না। আমাদের জাহাজখানি রসদ আনিতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। জলের ধারে আসিয়া আমি বিরাট কাস্‌লের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলাম ; তাহার পর বালুকারাশির উপর দিয়া আরও অনেকদূর অগ্রসর হইলাম। ক্রমে আমি পাহাড়ের ধারে আসিলাম। সেই স্থান হইতে দূরস্থ পর্ব্বতের দৃশ্য অতি মনোহর। আমি ধীরে ধীরে পাহাড়ের প্রায় পঞ্চাশ ফিট উর্দ্ধে উঠিলাম। গিরিপৃষ্ঠ হইতে হঠাৎ পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম, ডনা কন্‌সেলো সমুদ্রতীরস্থ বালুকারাশির উপর দিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি প্রথমে আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি সেদিন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন ; সেই জন্যই বোধ হয় তখন তাঁহাকে আরও অধিক সুন্দরী দেখাইতেছিল। আমার সহিত দৃষ্টির বিনিময়মাত্র তাঁহার সারল্যপূর্ণ অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি প্রভাতারুণ-রঞ্জিত সদ্যো-বিকশিত কমলের ন্যায় প্রফুল্ল

আমি ডনাকে বলিলাম, "আজ তুমি অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক দূরে বেড়াইতে আসিয়াছ দেখিতেছি!"

ডনা হাসিয়া বলিলেন, "আমিও কি আপনাকে ঠিক ঐ কথাই বলিতে পারি না?—এরূপ সুন্দর প্রভাতে সেই বৈচিত্র্যহীন নিরানন্দময় পুরাতন কাস্‌লে একাকী বসিয়া থাকিতে কাহার ইচ্ছা হয়? উহার প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডের সহিত আমার দুঃসহ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেখানে কি এরূপ কিছুই নাই—যাহা তোমার দৈনন্দিন দুর্ব্বহ দুঃখের মধ্যেও বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা দান করিতে পারে?"

ডনা আমার প্রশ্নে লজ্জিত হইয়া অবনত মুখে বলিলেন, "আমি সেখানে একদিনের জন্যও কোন প্রকার সুখের মুখ দেখিয়াছি—ইহা কি আপনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন?—আমার দুঃখ-যন্ত্রণার পরিমাণ আপনি বুঝিতে পারিতেছেন কি?"

আমি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মৌনভাবে চলিতে লাগিলাম, ডনাও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; হঠাৎ ডনা আমাকে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে কি আর কেহ এখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন?"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "না, আমার সঙ্গে আর কে বেড়াইতে আসিবে! তুমি একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

ডনা বালুকারাশির উপর কয়েকটি পদচিহ্নের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিলেন, "তবে এ সকল পদচিহ্ন কাহার?—নিশ্চয়ই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কেহ এখানে আসিয়াছিল; জোয়ারের পূর্ব্বে কেহ এখানে আসিলে এসকল পদচিহ্ন দেখিতে পাইতাম না।"

আমি পদচিহ্নগুলি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, পুরুষের পদচিহ্ন বটে! লোকটা এত জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে যে, সিক্ত সৈকততটে চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে।—লোকটির পদদ্বয়ে স্থূল বুট ছিল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম।

নাই ; তবে কাস্‌লের বৃদ্ধ প্রহরী যদি কোন কাযে আসিয়া থাকে ত বলিতে পারি না।”

ডনা বলিলেন, “কাস্‌লের প্রহরী ও তাহার স্ত্রী সকালে কাস্‌লে ছিল —আমি দেখিয়া আসিয়াছি। আর প্রহরী কেনই-বা আপনার অনুসরণ করিবে ? এ পথে লোকালয়ে যাওয়া যায় কি ?”

তবে কি অন্য কেহ আমার অনুসরণ করিয়াছে ?—তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায় ? একবার সন্দেহ হইল, অকুমা হয় ত আমার অলক্ষ্যে অনুসরণ করিয়া থাকিবেন।—কিন্তু সে সন্দেহ স্থায়ী হইল না।

যাহা হউক, আমরা সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিরি-উপত্যকাস্থিত শিলাসনে উপবেশন করিলাম। ডনার সহিত আলাপের সময় দেখিলাম, তিনি বেশ মন খুলিয়া গল্প করিতে-করিতে হঠাৎ এক একবার অত্যন্ত অন্যমনস্ক ও গম্ভীর হইতেছেন। তখন তাঁহার মুখখানি যেন ক্ষণিক মেঘে-ঢাকা ও ক্ষণিক রৌদ্রে ভরা এপ্রিলের আকাশের মত।

নানা কথার পর ডনা তাঁহার বুড়া দাদার কথা তুলিলেন ; আমাকে বলিলেন, “তাঁহার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ বুঝি জীবনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া ত দূরের কথা—এতদিনের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথাও শুনিতে পাইলাম না ! তাঁহাকে একেবারেই আমার পর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।”

আমি বলিলাম, “আপাততঃ কিছুদিনের জন্য আপনি তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু ডাক্তার অকুমা ত আপনাকে বলিয়াছেন তিনি সুস্থ ও সবল হইলেই আপনার সহিত মিলিত হইবেন।—তখন আপনার কোন আক্ষেপ থাকিবে না।”

ডনা বলিলেন, “এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ডাক্তার অকুমার প্রতি আমার বিশ্বাস নাই ; তিনি আমার সহিত প্রতারণা করিতেছেন।”

আমি বলিলাম, “ডাক্তার অকুমাকে আপনি বিশ্বাস করেন না ? তবে আমাকেও কি অবিশ্বাস করেন ?”

ডনাকে নীরব দেখিয়া আমি পুনর্ব্বার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।—এবার ডনা বলিলেন, "আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। আপনার ভরসাতেই আমি এই ভয়ানক স্থানে এখনও বাঁচিয়া আছি। আপনাকে অবিশ্বাস করিলে আমার জীবন-ভার দুর্ব্বহ হইত, এতদ্দিন আমি মরিতাম।"

আমি ডনার নিকট সরিয়া গিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলাম, "কন্‌সেলো, তোমার কথা শুনিয়া কতদূর সুখী হইলাম বলিতে পারি না। তোমার সুখের জন্য আমি সকলই করিতে প্রস্তুত আছি। তোমার সহিত একমাসের অধিক আমার পরিচয় হয় নাই, কিন্তু এই অল্প সময়েই আমি তোমার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি। বুঝিয়াছি তুমি রমণী-রত্ন ; তাই তোমাকে নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিয়াছি।"

ডনা বলিলেন, "না, না, আপনি ওকথা বলিবেন না ; আমি সামান্য নারী, বড় দুঃখিনী।"

আমি তাঁহার আরও নিকটে সরিয়া গিয়া বলিলাম, "বলিব না ? শত-বার বলিব। সত্যই আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি।—তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছি, তুমিও আমাকে ভালবাসিয়াছ ! কন্‌সেলো, তোমার প্রেমের নিকট আমি জগৎ-সংসার সকলই তুচ্ছ মনে করি।"

ডনা মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন, কোনও কথা বলিলেন না। তখন আমি তাঁহার সুকোমল হাতখানি টানিয়া লইলাম, তাহা আমার উভয় হস্তের মধ্যে রাখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম, "কন্‌সেলো, বল আমাকে সুখী করিবে, আমার হইবে ?—তোমার মনের কথা অসঙ্কোচে বল।"

কন্‌সেলো বলিলেন, "আপনি অতি অসম্ভব কথা বলিতেছেন। আপনি কি পাগল হইয়াছেন ?—আমি যে আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সংসারে যাহারা আমার আপনার, একে একে তাহাদের সকলকেই হারাইয়াছি। আমাকে স্নেহ-মমতা করিতে আর ত কেহ নাই ; এই জন্যই আপনাকে হারাইতে ইচ্ছা হয় না।"

আমি হর্ষাপ্লুত হইয়া বলিলাম, "তবে না কি তুমি আমাকে ভালবাস না ?"

—পরমেশ্বর তুমিই ধন্য! তোমার দয়ায় আমার এই ব্যর্থ মরু-জীবন নারী-প্রেমের অমৃত সিঞ্চনে সরস হইল।"

কন্‌সেলো কোমল স্বরে বলিলেন, "আমি তোমাকে ভালবাসি। কেন ভালবাসি তাহা জানি না; কত ভালবাসি তাহাও বুঝি না। এইটুকু জানি তোমারই মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া আছি।"

আমি সেই মুহূর্ত্তে আমার প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমার তৃষিত, তাপিত, ব্যথিত হৃদয় শীতল করিলাম। মুহূর্ত্তে যেন প্রেমের পাথারে মরুভূমি প্লাবিত হইল!

কিন্তু সে সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না; হঠাৎ মনে পড়িল কাস্‌লে ফিরিবার সময় হইয়াছে, বৃদ্ধের কক্ষে উপস্থিত হইয়া অকুমাকে ছুটি দিতে হইবে। আমি উঠিয়া ডনাকে সঙ্গে লইয়া গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলাম।—কিছুদূর অগ্রসর হইতেই পার্শ্বস্থ প্রস্তরখণ্ডের অন্তরালে আমার দৃষ্টি নিপতিত হইল, দেখিলাম, সেই কাণা চীনাম্যানটা সেখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছে! তাহাকে দেখিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম; কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া, যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই এইভাবে—সমুদ্রের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম। ডনা তাহাকে দেখিতে পান নাই; আমার সঙ্গে চলিতে গিয়া তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেন।

ডনা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? তোমার মুখখানি যে চূণ হইয়া গিয়াছে!"

আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "তুমি বালুকারাশির উপর আমাকে যাহার পদচিহ্ন দেখাইয়াছিলে, সেই লোকটিকে আমি দেখিয়াছি; সে একখানি পাথরের পাশে লুকাইয়া বসিয়া আছে।"

ডনা সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে সে? তাহাকে কি চিনিতে পারিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, চিনিয়াছি; সে একজন চীনাম্যান। সে-ই 'মার্সেল্ডিস্' জাহাজে আমার কেবিনে প্রবেশ করিয়া তোমার বুড়া দাদার ঔষধগুলি চুরী করিয়াছিল।"

ডনা বলিলেন, "আমার কেবিনে প্রবেশ করিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়াছিল —সেই লোকটা ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, সেই চীনাম্যানটা।"—কাণা আমাদের অনুসরণ করিতেছে কি না দেখিবার জন্য পশ্চাতে চাহিলাম ; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তথাপি আমার উৎকণ্ঠা দূর হইল না। যাহা হউক, কথাটা অকুমাকে অবিলম্বে জানাইবার জন্য আমি দ্রুতবেগে কাস্‌লে চলিলাম।

কাস্‌লে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বৃদ্ধ ডনের কক্ষে উপস্থিত হইলাম ; দেখিলাম, অকুমা তাহার দৈহিক উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছেন।—তাঁহার হাতের কায শেষ হইলে তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে কোন কারণে ভয় পাইয়াছ। ব্যাপার কি জন্‌সন্‌ ?—আমাদের পুরাতন বন্ধু হঙ্গ-চঙ্গের সহিত তোমার দেখা হইয়াছে না কি ?"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আপনি ইহা কিরূপে জানিতে পারিলেন ?"

অকুমা হাসিয়া বলিলেন, "অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একথা বলিতেছি।—আমার অনুমান-শক্তির পরিচয় কি পূর্ব্বে পাও নাই ?—আমি আরও বলিতে পারি—তুমি সকালে তোমার প্রিয়তমার সহিত বেড়াইতে গিয়াছিলে ; তোমাদের প্রেমাভিনয়ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।"

আমি লজ্জিতভাবে বলিলাম, "আপনি বোধ হয় আমাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন ?"

অকুমা বলিলেন, "আজ আমি এই ঘর হইতেও বাহির হই নাই ; কিন্তু তোমার 'কলারে' একগাছি সুদীর্ঘ চুল লাগিয়া আছে ! স্ত্রীলোকের মাথার চুল তোমার 'কলারে' দেখিয়াই তোমাদের প্রেমাভিনয়ের পরিচয় পাইয়াছি।—হঙ্গ-চঙ্গকে না দেখিলে তোমার মুখ শুকাইত না,—এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "আপনার অনুমান সত্য ; সেই কাণা চীনাম্যানটা

য়াছি; কিন্তু আমি যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই—এইভাবে চলিয়া আসিলাম। তাহাকে আক্রমণ করা সঙ্গত মনে করি নাই।”

অকুমা বলিলেন, “তাহাকে আক্রমণ না করিয়া ভালই করিয়াছ। তাহাকে আক্রমণ করিলে তোমাকে আর এখানে ফিরিয়া আসিতে হইত না। এ কথা এখন থাক; তুমি রোগীর তত্ত্বাবধানে প্রবৃত্ত হও। এক ঘণ্টার মধ্যেই ইহার দৈহিক উত্তাপ দুই বিন্দু বর্দ্ধিত হইবে; সেই সময় এক চাম্‌চে জলে এই ঔষধটার বিশ ফোঁটা মিশাইয়া পান করাইবে; সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা! চব্বিশ ঘণ্টা পরে বুড়া সংজ্ঞালাভ করিবে; আটচল্লিশ ঘণ্টার পর সে উঠিয়া বসিবে! সপ্তাহ পরে সবল ও সুস্থদেহে চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইবে। বিজ্ঞানের অদ্ভুত শক্তির পরিচয়ে জগৎ স্তম্ভিত হইবে।—তুমি কোনও কারণে এই কক্ষ ত্যাগ করিও না। কাণা চীনাম্যানটা যাহাতে কাস্‌লে আসিতে না পারে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতে যাইতেছি। সাঁকো বন্ধ করিতে হইবে।”

অকুমা প্রস্থান করিলে আমি বৃদ্ধের পাশে বসিয়া তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। একঘণ্টা পরে তাহার শারীরিক উত্তাপ দুই বিন্দু বর্দ্ধিত হইল। তখন আমি এক চাম্‌চে জলে বিশ ফোঁটা ঔষধ ঢালিয়া তাহাকে পান করাইলাম; বৃদ্ধ অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।—একঘণ্টা পরে তাহার ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দুসমূহ পরিস্ফুট হইল।—আমি তৎক্ষণাৎ অকুমাকে আহ্বান করিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি করিলাম।

অকুমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের দেহ পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর আমাকে বলিলেন, “আমার পরীক্ষার যে ভুল হয় নাই, তাহার প্রমাণ পাইলাম। এখন প্রত্যহই উহার অবস্থার উন্নতি লক্ষিত হইবে। এক সপ্তাহ পরে তুমি এই উত্থানশক্তিরহিত মৃতপ্রায় বৃদ্ধের শরীরের যে উন্নতি দেখিবে—তাহাতে স্তম্ভিত হইবে। তাহা মানবজাতির কল্পনাতীত। জন্‌সন্, আমার কার্য্যসিদ্ধি হইলে তোমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।—তোমার মনোমোহিনীকে তোমার হস্তে প্রদানের ব্যবস্থা করিব।”

লক্ষিত হইল না। সেদিন বেলা চারিটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত আমার 'ডিউটি'। —অপরাহ্ন আটটার পর আহারাদি শেষ করিয়া আমি বায়ু-সেবনের উদ্দেশ্যে কাস্‌লের ছাদে উঠিলাম। সেখানে ডনা কন্‌সেলোর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।"—প্রাণের হাসি মুখে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না।

ডনা আমাকে বলিলেন, "তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে কোন সুসংবাদ আছে।—বুড়া দাদার সম্বন্ধে কোন সু-খবর দিবে কি?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, সুসংবাদ আছে।—তোমার বুড়া দাদা কিছুদিনেই নবযৌবন লাভ করিবেন; তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিতে পাইয়াছি। ডাক্তার অকুমা অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তিনি অসাধারণ ব্যক্তি; পৃথিবীতে তাঁহার তুলনা নাই।"

তখন সূর্য্যাস্তকাল। অস্তমান তপনের লোহিত রশ্মিজাল সমুদ্র-বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া রক্ত-গোলাপের আভা বিকাশ করিতেছিল; আমরা কাস্‌লের ছাদে বসিয়া স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া কল্পনালোকের অজস্র আকাশ-কুসুম চয়ন করিতেছিলাম। হঠাৎ অকুমার ভৃত্য আ-উইনের আবির্ভাবে আমাদের সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল; আ-উইন ইঙ্গিতে জানাইল, ডাক্তার অকুমার নিকট আমাকে অবিলম্বে উপস্থিত হইতে হইবে।

আমি কন্‌সেলোর নিকট বিদায় লইয়া বৃদ্ধের কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সেখানে অকুমাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখিয়া বড় বিস্মিত হইলাম। অকুমা আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "শেষ-পরিবর্ত্তনের আর অধিক বিলম্ব নাই; আমার পরিশ্রমের কি ফল হইবে, তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিব। আমি বিন্দু বিন্দু করিয়া এই মৃতপ্রায় দেহে জীবন-সঞ্চার করিয়াছি, এই নির্জীব দেহে বলাধান করিয়াছি, নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গুলিকে সতেজ ও কর্ম্মক্ষম করিয়াছি;—সাফল্যলাভের আর অধিক বিলম্ব নাই ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি। ভারতের আর্য্যঋষিগণ যে সঞ্জীবনী-শক্তি বলে মৃতপ্রায় দেহে জীবন-সঞ্চার করিতেন—বৃদ্ধকে যুবক করিতেন, আমি সেই দুর্লভ শক্তি আয়ত্ত করিতে না পারিলেও, তিব্বতের

কীটদষ্ট পুঁথি হইতে রসায়ন সম্বন্ধে যে গুপ্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলাম,—এইবার তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিবে।"

অনন্তর অকুমা তাঁহার উভয় হস্তের তর্জ্জনী বৃদ্ধের উভয় চক্ষুতে প্রায় স্পর্শ করিয়া হাত-দুইখানি পুনঃ পুনঃ উঠাইতে ও নামাইতে লাগিলেন!—তিনি কি রুগ্ন বৃদ্ধকে সম্মোহিত করিতেছেন?—ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, কয়েক মিনিট এই প্রক্রিয়ার পর অকুমা দৃঢ়স্বরে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

বৃদ্ধ বলিল, "আমি তোমাকে চিনি।"

অকুমা বলিলেন, "কোন অসুখ বুঝিতে পারিতেছ?"

বৃদ্ধ বলিল, "কোন অসুখ বুঝিতে পারিতেছি না।"

অকুমা বলিলেন, "তবে ঘুমাও। বিশ্রাম কর, শক্তি সঞ্চয় কর। আর দুইদিন পরে সবল দেহে জাগিয়া উঠিও।"

পুনর্ব্বার কয়েকবার বৃদ্ধের চক্ষুর সম্মুখে পূর্ব্ববৎ অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেই তাহার চক্ষু দুইটি মুদিত হইল। তখন অকুমা আমাকে বলিলেন, "শিশুর মত নিদ্রা যাইতেছে। শিশুর মতই স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে।—ইহা শুভ লক্ষণ।"

সেদিন রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত আমার পাহারা।—কিন্তু বৃদ্ধ গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন; সেদিন আর আমার বিশেষ কোন কায রহিল না। সুতরাং আমি বৃদ্ধের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া-বসিয়া আমার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এখন আর আমার মন বিষাদ-বেদনাপূর্ণ নহে, ঊষালোকের ন্যায় প্রথম প্রেমের স্নিগ্ধালোক-সম্পাতে তাহা উজ্জ্বল। আমি অকুমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে গিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে অল্প দিনেই প্রভূত ধন মান অর্জ্জন করিতে পারিব,—এবিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না।"

অল্পক্ষণ পরে মুসলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল; সেই সঙ্গে কি ভীষণ ঝটিকা! আমি স্তব্ধভাবে বসিয়া আকাশে বাতাসে সাগরে পর্ব্বতে প্রলয়ানুষ্ঠানের

উপক্রম হইল। ঝটিকাবেগে সেই প্রকাণ্ড সৌধ পর্য্যন্ত যেন কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল!—কক্ষদ্বার রুদ্ধ ছিল, হঠাৎ বোধ হইল কে দ্বার ঠেলিতেছে! একবার সন্দেহ হইল, ঝটিকাবেগে এইরূপ হইতেছে কি?—কিন্তু তাহা ত ঝড়ের ধাক্কার মত বোধ হইল না। দুই তিনবার ধাক্কার শব্দ শুনিতে পাইলাম! অকুমার তখন সেখানে আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; আর কেহ কি? ব্যাপার কি জানিবার জন্য যথেষ্ট কৌতূহল হইলেও আমি তাহা দমন করিলাম; দ্বার খুলিলাম না।

রাত্রি বারটার সময় অকুমা বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন; তাঁহার ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াই আমি দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলাম।—আমি তাঁহার নিকট দ্বারের ধাক্কার কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হই নাই; উহা ঝড়ের ধাক্কা নহে।—ইহার কারণ কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছি। আমার সঙ্গে হলে চল—তুমিও বুঝিতে পারিবে।"

আমি অকুমার সহিত হল-ঘরের একপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া মেঝের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কয়েকটি পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। জলের দাগ তখনও অদৃশ্য হয় নাই।—আমি অকুমাকে বলিলাম, "এ যে খালি পায়ের দাগ!—এই ভয়ানক দুর্য্যোগে—বৃষ্টিতে ভিজিয়া কে কি কৌশলে এখানে আসিল?"

অকুমা বলিলেন, "আ-উইনের বাস-কক্ষের চিম্‌নিটি আমাদের ঠিক মাথার উপরেই আছে।—কেহ কাস্‌লের ছাদ হইতে আ-উইনের কক্ষে নামিয়াছে, সেখান হইতে বাতায়ন-পথে হলে আসিয়াছে।—এই দুর্য্যোগের রাত্রে এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অল্প সাহসের কায নহে!—লোকটা নিশ্চয়ই কাস্‌ল হইতে পলাইতে পারে নাই। বৃদ্ধের নিকট আপাততঃ আমাদের না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই; দুইটি পিস্তল লইয়া চল, লোকটাকে খুঁজিয়া বাহির করি।"

লোকটা যে সেই কাণা চীনাম্যান হঙ্গ-চঙ্গ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; সে

কিরূপ অব্যর্থ, অকুমার প্রতি ছুরিকা-নিক্ষেপেই সে তাহার পরিচয় দিয়াছিল। সুতরাং রাত্রিকালে কাস্‌লের গুপ্তস্থানসমূহে তাহাকে খুঁজিতে যাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু অকুমা আমাকে কাপুরুষ মনে করিবেন ভাবিয়া আমি টোটাভরা পিস্তল লইয়া তাঁহার সহিত কাস্‌লের ছাদে চলিলাম। তখনও মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, তাহার উপর প্রচণ্ড ঝটিকা!—বৃষ্টিতে ভিজিতে-ভিজিতে ছাদের সর্ব্বস্থানে চীনাম্যানটার অনুসন্ধান করিলাম,—কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় অকুমা কি কুড়াইয়া লইলেন।—দেখিলাম, তাহা একটি ফেল্ট-নির্ম্মিত টুপি! আমি সেইদিন প্রভাতে গিরিপ্রান্তে কাণা চীনাম্যানটার মাথায় সেই টুপিটা দেখিয়াছিলাম।

অকুমা বলিলেন, "হঙ্গ-চঙ্গ যখন কাস্‌লে প্রবেশ করিয়াছে, তখন শীঘ্রই সে একটা ভয়ঙ্কর বিভ্রাট ঘটাইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমরা কাণা চীনাম্যান হঙ্গ-চঙ্গের টুপিটা পড়িয়া পাওয়ায় বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই ; এবং আমাদের সন্দেহ প্রতীতিতে পরিণত হওয়াতেই যে আমাদের দুশ্চিন্তার হ্রাস হইল—একথাও বলিতে পারি না। আমি সমুদ্র-তট হইতে কাস্‌লে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই অকুমাকে চীনাম্যানটার কথা বলিয়াছিলাম, তিনিও অবিলম্বে কাস্‌লের সেতু রুদ্ধ করিয়াছিলেন ; তথাপি সে কি কৌশলে কাস্‌লে প্রবেশ করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

হঙ্গ-চঙ্গের অনুসন্ধানে বিফল-মনোরথ হইয়া—অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহাই আমরা পরামর্শ করিতে লাগিলাম। অকুমা বলিলেন, "আগামী কল্য প্রভাতেই কাস্‌লের সর্ব্বস্থান খুঁজিয়া দেখা আবশ্যক ; লুকাইয়া থাকিবার মত স্থান এখানে অনেক আছে। কাণাটা একা আসিয়াছে, কি তাহার সঙ্গে আর কেহ আছে—তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "যদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় ?"

অকুমা বলিলেন, "তাহা হইলে এরূপ ব্যবস্থা করিব যে, এই কাণাটা বা তাহার সঙ্গী আর কখনও আমাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে না।—ডনা কন্‌সেলো তাহার ঘরের ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করে কি না দেখিয়া আসিয়া আমাকে জানাইবে। কোনও কক্ষের দ্বার খুলিয়া রাখা সঙ্গত হইবে না।"

ডনার কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ ছিল। আমরা সেই রাত্রেই হলের সন্নিহিত কক্ষগুলি তদন্ত করিয়া দেখিলাম ; তাহার পর অকুমার নিকট বিদায় লইয়া আমার শয়ন-কক্ষে যাইব, এমন সময় তিনি বলিলেন, "দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিও ; আমি যদি রাত্রে তোমার সহায়তা গ্রহণের আবশ্যক বুঝি,তাহা হইলে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইয়া জানাইব।"

হইব ; কিন্তু এই কাণা চীনাম্যানটা ও তাহার সঙ্গীরা দীর্ঘকাল হইতে কেন আপনার জীবন বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহা বলিবেন বলিয়াছিলেন। কথাটা শুনিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে।"

অকুমা বলিলেন, "তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আমার আপত্তি নাই।—কিন্তু সেই সুদীর্ঘ কাহিনী অল্প সময়ে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না।—আমি মনুষ্যের পরমায়ু শত শত বৎসর দীর্ঘ করিয়া পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিব, এই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ মোহান্তের ছদ্মবেশে তিব্বতের একটি দুর্গম ও দুরারোহ পার্ব্বত্য মঠে প্রবেশ করি। আমার সঙ্গী ছিল—একটি বাঙ্গালী যুবক ; যুবকটি অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। আমাদিগকে সেখানে প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক—আমি প্রকৃত 'মোহান্ত' নহি, ছদ্মবেশী বিদেশী মাত্র—দৈবক্রমে এ কথা প্রকাশ হওয়ায় আমাদিগকে গিরিচূড়া হইতে গিরিগুহায় নিক্ষেপ করিবার আদেশ হয়। কিন্তু সেই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই আমরা কৌশলে পলায়ন করি। পলায়নকালে আমি সেই মঠের গুপ্তভাণ্ডার হইতে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির অনুকূল কোন-কোন বহুমূল্য দুর্লভ সামগ্রী হস্তগত করিয়াছিলাম ; তন্মধ্যে একখানি প্রাচীন পুঁথি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পুঁথিতে জন্ম-মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই পুঁথিখানি হস্তগত করিবার জন্য ও আমার ধৃষ্টতার প্রতিফল দানের উদ্দেশ্যে মঠধারিগণের অনুচরেরা দীর্ঘকাল হইতে আমার অনুসরণ করিতেছে ; কাণা চীনাম্যান হঙ্গ-চঙ্গ তাহাদের অন্যতম।" *

আমি বলিলাম, "সে পুঁথিখানি এখনও আপনার কাছে আছে ?"

অকুমা বলিলেন, "আছে, তোমার ইচ্ছা হইলে সময়ান্তরে তাহা দেখিতে পার। আমি তাহা বিশেষ সাবধানে রাখিয়াছি। এরূপ বহুমূল্য প্রাচীন পুঁথি তিব্বত ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ। ইহা অনন্ত-

* 'জাল মোহান্ত' নামক উপন্যাসে সকল বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞানের আধারস্বরূপ।—উহা হস্তগত করিবার জন্য দুর্ব্বৃত্ত হঙ্গ-চঙ্গ ও তাহার সঙ্গীরা পৃথিবীর অপর প্রান্তেও আমার অনুসরণে বিরত হইবে না।"

অকুমার কথা শেষ হইয়াছে—এমন সময় কেঁদো বাঘের মত তাঁহার সেই ভীষণ-দর্শন কালো কুৎসিত বিড়ালটা কোথা হইতে আসিয়া 'ম্যাও' শব্দে তাঁহার কোলে লাফাইয়া উঠিল, এবং সুতীক্ষ্ণ নখর বাহির করিয়া 'টেবিল-ক্লথ' আঁচ্‌ড়াইতে লাগিল।—অকুমা তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমাকে বলিলেন, "এখন শয়ন করিতে যাও। আমি বুড়ার পাহারায় থাকিলাম।"

পরদিন প্রভাতে আহারের পর অকুমার নিকট উপস্থিত হইলাম।—সেই প্রভাতেই কাস্‌লের সর্ব্বস্থান খুঁজিয়া দেখিবার কথা ছিল। আ-উইনকে ডাকিয়া লইয়া আমরা অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। ছাদের উপর হইতে ভূগর্ভস্থ গুপ্ত গহ্বর পর্য্যন্ত যে সকল স্থানে একজন লোকেরও লুকাইয়া থাকিবার সম্ভাবনা ছিল—সেরূপ কোনও স্থানে অনুসন্ধানের বাকি রাখিলাম না। ভূগর্ভস্থ অন্ধকার-পূর্ণ কক্ষগুলিতে ইঁদুর ও আরসুলার দল দীর্ঘকাল হইতে নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতেছিল ; আমাদের পদশব্দে তাহারা চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।—কিন্তু হঙ্গ-চঙ্গ নামধারী একচক্ষু চীনাম্যানটির সন্ধান হইল না। 'ডনা মার্সেডিস্' জাহাজে তাহার যেরূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই, এখানেও সেইরূপ হইল। তখন আমরা কাস্‌লের বৃদ্ধ রক্ষী ও তাহার স্ত্রীর মহলে প্রবেশ করিলাম।—আমরা সেখানে সে ভাবে উপস্থিত হইব—ইহা তাহাদের স্বপ্নাতীত!—আমরা সেখানে পদার্পণ করিয়াই শুনিতে পাইলাম—বৃদ্ধ প্রহরীকে তাহার পত্নী তীব্র স্বরে ভৎ‌র্সনা করিতেছে।

স্ত্রীলোকটা কুৎসিত মুখভঙ্গী করিয়া তাহার স্বামীকে বলিতেছিল, "হ্যাথ্‌! মিন্‌সে! কাল রাতে যখন শুতে যাই তখন 'কাবোর্ডে' যে ভ্যাড়ার মাংস ছিল—তা গেল কোথায়? তুই যদি বলিস্‌, বিড়ালে খেয়েছে—ত সে কথা কাণে তুলব না। বিড়ালে মাছ মাংস খায় তা জানি, কিন্তু হাতল ঘুরিয়ে 'কাবোর্ড' খুল্‌তে

মাঠে ঘাস খেতে গিয়েছে—একথাও কাযের কথা নয়।—মাংসটা কোথায় ঠিক বল্‌বি ?"

প্রহরী কি উত্তর দিত বলিতে পারি না,কিন্তু আমাদিগকে দ্বারপ্রান্তে দেখিয়া তাহার মুখে কথা ফুটিল না ; পরিচারিকারও হঠাৎ বাক্‌রোধ হইল। এত কলরব মুহূর্ত্তে নীরব হইল।—কিন্তু অকুমা ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি বলিলেন, "ব্যাপার কি ঝি ?—কি কথা লইয়া তোমাদের বচসা হইতেছিল—আমাকে তাহা বলিতে কিছু বাধা আছে কি ?—বল, তোমার কণ্ঠস্বর আমার খুব মিষ্ট লাগে।"

পরিচারিকা সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "কাল রাতে আমার গেঁটে বাতে ভারি ব্যথা হওয়ায় একটু সকাল-সকাল শুয়ে পড়ি। আমাদের ঐ বুড়ো সংটা বসে-বসে গুড়ুক ফুঁক্‌তে লাগ্‌লো। তামাক না হ'লে ওর চলবার যো নেই ! ঐ হতভাগার খাওয়ার পর আমি দেখেছি—'কাবোর্ডে' মস্তো একখান ভ্যাড়ার মাংস ছিল। আজ সকালে কাবোর্ড খুলে দেখি—সে মাংস নাই ! তাই বুড়োকে জিজ্ঞাসা করছিলাম—ভ্যাড়া কি মাঠে ঘাস খেতে গিয়েছে ?—শুধু কি তাই ? একতাড়া রুটি সেঁকে রেখেছিলাম মশায়, তার যদি একখানা থাকে ! কিন্তু কাবোর্ড যেমন বন্ধ ছিল, তেমনই বন্ধ আছে।—এসব কি ভূতে খেলে ? আজ মশায় কুড়ি আট বচ্ছর ঐ বুড়ো সংটাকে বিয়ে করে এনেছি,—এমন কাণ্ড ত কখন ঘটে নি !"

অকুমা বলিলেন, "তোমার কথাগুলি বড় মজার ! কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না ; দাঁড়াও বুঝিয়া দেখি। তুমি যখন বাতের বেদনায় অস্থির হইয়া শুইতে যাও—তখন তোমার স্বামী তামাক টানিতেছিল,—এই ত কথা ?—সে সময় তোমার কাবোর্ডে ভ্যাড়ার মাংস ও একতাড়া রুটি ছিল—কেমন ত ?"

পরিচারিকা বলিল, "হাঁ হুজুর, ঠিক কথা।"

অকুমা বৃদ্ধকে বলিলেন, "তামাক টানিতে-টানিতে তোমার বুঝি ঢুলুনী আসিয়াছিল ?"

বৃদ্ধ বলিল, "হুজুর, তামাকে দম দিয়া কার না ঢুলুনী আসে?—মিথ্যা কথা হুজুর, বল্‌তে পারব না।"

অকুমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হঙ্গ-চঙ্গ কিরূপে আহার সংগ্রহ করিয়াছে তাহা বুঝিলে কি?"—অনন্তর তিনি দাসীকে বলিলেন, "তোমার স্বামীর ঘুম খুব পাতলা, কেমন?"

পরিচারিকা বলিল, "পাতলা? ওরে বাবা!—ও যখন ঘুমোয়, তখন যদি ওর বুকের উপর দিয়ে হাতি চলে যায় ত টের পায় না! আর যে নাকের ডাক! বাপরে! দশটা গাধা এক সঙ্গে গান যুড়ে দিলেও সে রকম মোলায়েম মিষ্টি আওয়াজ বেরোয় না।"

অকুমা পরিচারিকাকে বলিলেন, "শোন ঝি, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘরে চাবি বন্ধ করিবে।"—অনন্তর ভৃত্যকে বলিলেন, "কাস্‌লের নীচে যে সুড়ঙ্গ-পথ আছে—তাহা চিনিতে পারিবে?"

ভৃত্য সম্মতি জ্ঞাপন করায়—অকুমা তাহাকে লণ্ঠন লইয়া আমাদের অনুসরণ করিতে বলিলেন। তখন আমরা সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিলাম; দেখা গেল কাস্‌লের নীচ দিয়া একাধিক সুড়ঙ্গ বিভিন্ন দিকে প্রসারিত আছে।—অকুমা ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল সুড়ঙ্গ কোথায় গিয়াছে?"

ভৃত্য বলিল, "কোথায় যে যায় নাই তাহা কিরূপে বলিব? এই সকল সুড়ঙ্গ দিয়া কাস্‌লের অনেক ঘরেই প্রবেশ করিতে পারা যায়।"

অকুমা আমাকে বলিলেন, "এই ভৃত্য বহুকাল হইতেই কাস্‌লের রক্ষী, লোকটা কাস্‌লের সকল অন্ধি-সন্ধি জানে বলিয়া ইহাকেই কাস্‌ল্‌-রক্ষকের পদে নিযুক্ত রাখিয়াছি। লোকটা বিশ্বাসীও বটে,এই জন্য আমার কালা বোবা চাকরটার মত ইহার উপর নির্ভরও করিতে পারি।—কাস্‌লে এতগুলি গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে, তাহা পূর্ব্বে জানিলে হঙ্গ-চঙ্গকে অন্যস্থানে খুঁজিয়া হয়রাণ হইতে হইত না।—দেখি এবার তাহাকে খুঁজিয়া পাই কি না।"

ভৃত্য লণ্ঠন লইয়া আগে-আগে চলিল, আমরা উভয়ে তাহার অনুসরণ করিলাম। কি ভীষণ অন্ধকারপূর্ণ সুড়ঙ্গ। সূর্য্যালোক কখন তাহার কোন

অংশে প্রবেশ করে নাই। সুড়ঙ্গ মধ্যে স্থানে স্থানে টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া জল চোয়াইয়া পড়িতেছিল।—স্থানে-স্থানে এরূপ দুর্গন্ধ যে, অতি কষ্টে বমনোদ্বেগ সংবরণ করিতে হইল; দূষিত বাষ্পের দুর্গন্ধে শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। কতকাল যে সেই সকল সুড়ঙ্গে মনুষ্যের পদস্পর্শ হয় নাই, কে বলিতে পারে?

আমরা সুড়ঙ্গে-সুড়ঙ্গে অনুসন্ধান করিয়াও সেই কাণাটার খোঁজ-খবর পাইলাম না; অবশেষে হঠাৎ সমুদ্র-বায়ুর একটা হিল্লোল আমাদের চোখে-মুখে লাগিল। অকুমা প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাঁকো পার না হইয়াও এখান হইতে সমুদ্রে যাওয়া যায় কি?"

প্রহরী বলিল, "যায়, হুজুর! আপনারা ইচ্ছা করিলেই যাইতে পারেন।"

আমরা প্রহরীর সহিত আরও কয়েক মিনিট চলিয়া সোপানশ্রেণীর প্রান্ত-ভাগে উপস্থিত হইলাম; ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেই বাহিরের আলো আমাদের চোখে পড়িল। আমরা সেই সোপানশ্রেণী দিয়া সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের প্রান্ত-ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেই স্থান হইতে কতকগুলি লৌহ-নির্ম্মিত সোপান সমুদ্রতীরে নামিয়া গিয়াছে।

অকুমা বলিলেন, "এখন সকল বিষয় পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি। কাণা চীনাম্যানটা এই পথেই কাস্‌লে প্রবেশ করিয়াছে; আমরা সাঁকো বন্ধ করিয়া ভাবিয়াছিলাম সে আর আমাদের কাস্‌লে প্রবেশ করিতে পারিবে না! যাহা হউক, আর বিলম্বে আবশ্যক নাই, আজই এই পথ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।"

প্রাসাদরক্ষীকে সেই সুড়ঙ্গ-পথ বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া আমরা প্রত্যা-বর্ত্তন করিলাম; দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আমরা একস্থানে দাঁড়াইয়া পথশ্রমে হাঁপাইতেছি, এমন সময় প্রাসাদরক্ষী অকুমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা এ কোথায় আসিয়াছি, তাহা কি হুজুর বুঝিয়াছেন?"

অকুমা বলিলেন, "না, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

প্রাসাদরক্ষী কোন কথা না বলিয়া অদূরবর্ত্তী মরিচাধরা লোহার দুয়ার খুলিল; আমরা সেই দ্বারপথে অগ্রসর হইলাম। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে আমরা ডনা কনসেলোর কক্ষের অদূরে সিঁড়ির উপর উপস্থিত।

অকুমা সবিস্ময়ে বলিলেন, "অদ্ভুত ব্যাপার !—প্রহরী, গুপ্তপথে আমাদের কুঠুরীতেও প্রবেশ করিতে পারা যায় কি ?"

প্রহরী বলিল, "হাঁ, যাওয়া যাইত ; কিন্তু কাস্‌লের সাবেক মালিক মহাশয় সে সকল পথ ইট গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।—সে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা।"

আমি অকুমার সহিত হল-ঘরে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু এতই অসুখ বোধ করিলাম যে, আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। ঝুপ্‌ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

অকুমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! জন্‌সন্‌, ব্যাপার কি ? তোমার মুখ যে নীল হইয়া গিয়াছে !"

আমি বলিলাম, "আমার বড় অসুখ করিতেছে। গত রাত্রে ঠাণ্ডা লাগা-তেই বোধ হয় এরূপ হইয়াছে।"

অকুমা বলিলেন, "তবে তুমি আজ আমার সঙ্গে সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলে কেন ?—কাযটা ভাল হয় নাই !"

আমি বলিলাম, "আপনাকে একা যাইতে দেওয়া সঙ্গত মনে হয় নাই।"

অকুমা বলিলেন, "আগে ত শরীরটার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাও, এখন চুপ করিয়া শুইয়া থাক গে, আর বিলম্ব করিও না।"

আমি এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলাম, বলিলাম তাঁহার কায শেষ না হইলে বিশ্রাম করিব না ; কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করি-লেন না, অগত্যা আমি একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। এই কক্ষটি ডনা কন্‌সেলোর শয়ন-কক্ষের পাশেই অবস্থিত। সেই কক্ষেই আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। আমি একখানি নরম কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শয়ন করিলাম ; অকুমার আদেশে ডনা কন্‌সেলো আমার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ধ্যার পর আমার প্রবল জ্বর হইল, মধ্যরাত্রে আমার জ্বর বিকারে দাঁড়াইল ; আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

আমি কয়দিন অচেতন অবস্থায় শয্যায় পতিত ছিলাম বলিতে পারি না

চেতনাসঞ্চার হইলে দেখিলাম, ডনা আমার মাথার কাছে বসিয়া পরিচর্য্যা করিতেছেন। আমি ক্ষীণস্বরে বলিলাম,—"ডনা, তুমি এখনও বসিয়া আছ?"

ডনা বলিলেন, "হাঁ, আমার উপর তোমার সেবা-শুশ্রূসার ভার প্রদত্ত হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "কয়দিন আমি এভাবে শয্যায় পড়িয়া আছি?"

ডনা বলিলেন, "এক সপ্তাহেরও অধিক; তোমার অসুখ প্রায় সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু অকুমার চিকিৎসায় তোমার প্রাণরক্ষার আশা হইয়াছে। যাহা হউক, তুমি আর কথা কহিও না;—তুমি অধিক কথা বলিয়াছ শুনিলে অকুমা রাগ করিবেন।"

আমি চুপ করিলাম। ডনা আমার মুখে এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া দিলেন। —প্রায় পাঁচ মিনিট পরে আমি পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, ডনা সেখানে নাই; তাঁহার পরিবর্ত্তে অকুমা আমার মাথার কাছে বসিয়া আছেন।

আমাকে জাগরিত দেখিয়া অকুমা মৃদুস্বরে বলিলেন, "জন্‌সন্, এবার তুমি আমার অনেক চেষ্টায় রক্ষা পাইয়াছ; তোমার জীবনের আশা ছিল না বলিলেও চলে। এখন কেমন আছ?"

আমি বলিলাম, "এখন ত ভালই আছি, তবে শরীর বড় দুর্ব্বল।"

অকুমা বলিলেন, দুর্ব্বল হইবারই ত কথা; তোমার ক্ষুধা হইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "খুব ক্ষুধা হইয়াছে।"

অকুমা বলিলেন, "ক্ষুধা হওয়া সুলক্ষণ বটে। তোমার পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছি। তুমি স্থিরভাবে শুইয়া থাক, উঠিবার বা কথা কহিবার চেষ্টা করিও না। আমি ডনা কন্‌সেলোকে তোমার পরিচর্য্যার জন্য পাঠাইয়া দিতেছি। তোমার জন্য সে যাহা করিবে, অন্যে তাহার শতাংশও করিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, "কিরূপে তাহা জানিলেন?"

অকুমা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যে তাহার মনচোরা!"

আমি লজ্জিতভাবে বলিলাম, "আমাদের মনের কথা আপনি কিরূপে জানিলেন ?"

অকুমা বলিলেন, "তুমি প্রলাপ ঘোরে অনেক কথা বলিয়াছিলে, আমি তাহা শুনিয়াছি ; কিন্তু তাহা না শুনিলেও আমি তোমাদের মনের কথা বলিতে পারিতাম।"

আমি আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, তিনিও উঠিলেন ; তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বুড়ো কেমন আছে ?—আপনার পরীক্ষার কি ফল হইল, তাহা ত আমাকে বলেন নাই।"

অকুমার মুখ হঠাৎ অন্ধকার হইয়া উঠিল।—তিনি মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আমার পরীক্ষা সফল হইয়াছে ; আমার চেষ্টায় ডন্ নূতন দেহ লাভ করিয়াছে। সে বৃদ্ধ ছিল যুবক হইয়াছে ; কিন্তু আমি একটা বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছি ; বোধ হয় আমার সে ভ্রম সংশোধনের শক্তি নাই।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম, "কিরূপ ভ্রম ? আমার ধারণা ছিল আপনি অভ্রান্ত।"

অকুমা বলিলেন, "পৃথিবীতে কেহই অভ্রান্ত নহে। আমার ভ্রম হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস ছিল ; কিন্তু সে বিশ্বাস আর নাই, পরমেশ্বর আমার অহ-ঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "কিরূপে ?"

অকুমা বলিলেন, "তুমি সুস্থ হইলে সকল কথা জানিতে পারিবে। এখন সে সকল কথা জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিও না।"

আমি অকুমার মুখে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। অল্পক্ষণ পরে তিনি প্রস্থান করিলে ডনা আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ তোমাকে অনেক ভাল দেখাইতেছে। আমি তোমার জন্য কিছু ব্রথ্ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি ; লক্ষ্মীছেলের মত উহা খাইয়া

ফেল। না খাইলে আমি আর তোমার কাছে আসিব না ;—সেই বুড়িটাকে পাঠাইয়া দিব।"

আমি বলিলাম, "না না, ঐ কর্ম্মটি করিও না ; যে রকম তাহার চেহারা !"—আমি আর আপত্তি না করিয়া সুরুয়াটুকু গলাধঃকরণ করিলাম।

ডনা বলিলেন, "তোমার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি দেখিয়া ডাক্তার অকুমা বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি তোমাকে আরও কয়েক দিন শয্যা-ত্যাগ করিতে দিবেন না।"

আমি ক্ষীণস্বরে বলিলাম, "আর কতদিন ?"

ডনা বলিলেন, "অন্ততঃ এক সপ্তাহ ত বটেই।"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার কাছে থাকিলে এক সপ্তাহ কেন, এক যুগ আমি শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারি।"—আমি তাঁহার হাতখানি ধরিয়া মুগ্ধ নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।—আমি তখন প্রেমের তুফানে হাবুডুবু খাইতেছিলাম !

ক্রমে আমার শরীর সুস্থ হইতে লাগিল ; সপ্তাহান্তে আমি শয্যাত্যাগ করিয়া শয়ন-কক্ষ হইতে বহির্গত হইতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায়, ডাক্তার অকুমা আমাকে আমার কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে দিলেন না। আমি প্রত্যহ প্রভাতে ও অপরাহ্নে দুর্গ-প্রাকারে বসিয়া বায়ু সেবন করিতে করিতে কন্‌সেলোর সহিত নানা গল্পে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতাম। দিনগুলি সুখেই কাটিতে লাগিল।

এ সময় ডাক্তার অকুমার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইত না ; তবে তিনি প্রায় প্রত্যহই দয়া করিয়া আমাকে দেখিতে আসিতেন, আমার শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করিতেন। সে সময় তাঁহাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত দেখিতাম, কিন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ বুঝিতে পারিতাম না ; আমিও তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতাম না। যাহা হউক, আরও এক সপ্তাহ পরে অকুমা আমাকে আমার কার্য্যভার গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলেন।

বন্ধু ডনাকে বহুদিন দেখি নাই ; সে এখন কেমন আছে, তাহার শারীরিক

অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না প্রভৃতি সংবাদ জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। আমি অকুমাকে সে কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে গিয়া তাহাকে দেখিতে পার ; কিন্তু পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি—এই কয়দিনে তাহার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তুমি স্তম্ভিত হইও না। তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তুমি সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না।"

আমি অকুমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে বৃদ্ধের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই দেখিলাম—কক্ষের মধ্যস্থলে বৃদ্ধের শয়নের জন্য যে খাটখানি ছিল, তাহা সেখানে নাই। খাটের দুই দিকে যে দুইটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র ছিল—তাহাও অপসারিত হইয়াছে। ঘড়ি, তাপমানযন্ত্র প্রভৃতিও সেই কক্ষে দেখিতে পাইলাম না। সেই কক্ষটি ইচ্ছানুরূপ শীতল ও উষ্ণ করিবার জন্য যে যন্ত্র সংরক্ষিত হইয়াছিল, দেখিলাম—তাহাই কেবল তখন পর্য্যন্ত অপসারিত হয় নাই। বস্তুতঃ, কক্ষটি দেখিয়া তাহা যে কোন রোগীর শয়ন-কক্ষ, এরূপ মনে করিবার উপায় ছিল না। তবে কি বৃদ্ধ জরা ও ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে ?—অকুমার চেষ্টা সফল হইয়াছে ?

ডাক্তার অকুমা বলিলেন, "ডন্ মিগুয়েল! তোমাকে দেখিবার জন্য একটি বন্ধু আসিয়াছেন।"

কিন্তু ডন্ মিগুয়েল্ কোথায় ?—বৃদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া আমি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম ; কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে সেই কক্ষের এক কোণে একটি গদীর উপর কাপড়ের একটা বড় বোঁচ্‌কা দেখিয়া সেইদিকে চাহিলাম।—অকুমার কথা শুনিয়া একজন লোক সেই বোঁচ্‌কার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া আমাদের দিকে চাহিল। সেই মুখ দেখিয়া আমি ভয়ে বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলাম। ইহাই কি বৃদ্ধ ডন্ মিগুয়েলের মুখ? সে মুখে পৈশাচিকতা সুপরিস্ফুট। যেন তাহা মানবের মুখ নহে, দানবের মুখ! লোকটা কট্-মট্ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুখখানি যুবকের মুখ ; কিন্তু তাহাতে সরলতা

কোমলতা বা সদাশয়তার চিহ্নমাত্র নাই; ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা, খলতা, হিংসা বিদ্বেষ ও জিঘাংসা— সেই মুখের প্রতি রেখায় অঙ্কিত দেখিলাম।

আমার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া অকুমা বলিলেন, "স্থির হও, আজ আমার পরীক্ষার ফল তোমার সম্মুখে উপস্থিত। পরীক্ষার ফল সকল সময় আশানুরূপ হয় না, সে জন্য অধীর হইয়া কোন লাভ নাই।"

কাপড়ের পুঁটুলি হইতে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সর্ব্বাঙ্গ বাহির করিয়া ভাবসংস্পর্শ-বর্জ্জিত দৃষ্টিতে অকুমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; অকুমা তাহাকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলেন; লোকটা যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। এবার আমি লোকটাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। আমি বৃদ্ধ ডনের মুখ বহুদিন ধরিয়া দেখিয়াছি, এই মুখ কি সেই মুখ? প্রথমে ত ইহা বিশ্বাস করিতেই পারিলাম না; অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া বুঝিলাম।—হাঁ, সেই মুখই বটে।—লোকটা বৃদ্ধ ডন্ হইলেও যৌবন লাভ করিয়া তাহার সকলই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই প্রাচীন দেহের কাটামো পর্য্যন্ত নূতন হইয়াছে! সুতরাং ইহাকে আমার পূর্ব্ব-পরিচিত বৃদ্ধ ডন্ বলিতে পারি কি না ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অকুমার পরীক্ষা সফল হইয়াছে দেখিয়াও আমি আনন্দিত হইতে পারিলাম না; আমার মনে হইল, কোথায় কি একটা ত্রুটি আছে, সেই ত্রুটির জন্য অকুমার প্রাণপণ চেষ্টা সফল হইয়াও নিতান্ত নিরর্থক হইয়াছে।

অকুমা আমার মনের ভাব বোধ হয় কতকটা বুঝিতে পারিলেন; বিষণ্ণ-ভাবে আমাকে বলিলেন, "বৃদ্ধ ডনের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা তুমি দেখিয়াছ; আমি উৎকট সাধনাবলে তাহার যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছি, তাহাও দেখিতেছ। মানবের জ্ঞান বুদ্ধি ও শক্তির তুলনায় ইহা যে কত কঠিন, কিরূপ বিস্ময়কর ও বিশ্বাসের অযোগ্য, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ। আমি জীর্ণ-শীর্ণ উত্থানশক্তি-রহিত মৃতপ্রায় বৃদ্ধকে নব-যৌবন দান করিয়াছি; সুস্থ, সবল, সুদৃঢ়-দেহ যুবকে পরিণত করিয়াছি। আমি বিজ্ঞানের সাহায্যে অসম্ভব সম্ভব করিয়াছি। কালের কঠিন দণ্ড ব্যর্থ করিয়াছি; মৃত্যুর অধিকার আত্মসাৎ

করিয়াছি। আমার এই কার্য্যে সকল ধর্ম্মের সকল অনুশাসন ব্যর্থ হইয়াছে। আমি মানবের জীবনস্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়াছি ; প্রতিপন্ন করিয়াছি বৃদ্ধকে যৌবন দান করা যায়, মৃত্যুকে এ মর জগৎ হইতে বিতাড়িত করা সম্পূর্ণ সম্ভব ; কিন্তু তথাপি আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে, আমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। 'খোদার উপর খোদকারী' করিতে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত ধৃষ্টতা হইয়াছে।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে অকুমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, যেন কি দুঃসহ বেদনায় তাঁহার দেহের শিরা-উপশিরাগুলি টন্-টন্ করিতেছিল! —তিনি ভগ্ন স্বরে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, আমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে ; যদি তোমার চক্ষু থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে আমার এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, আমি প্রাণপণ চেষ্টায় যাহার সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা নরদেহধারী পশু মাত্র। উহার দেহ মনুষ্যের, কিন্তু জীবন পশুর। আমি উহার যৌবন দান করিয়াছি, দেহে প্রচুর বলাধান করিয়াছি ; জীবন ধারণে যদি কিছু আনন্দ থাকে, তাহাও দিয়াছি ; কিন্তু আমি উহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান দান করিতে পারি নাই। উহার নূতন শরীর দিয়াছি, কিন্তু মস্তিষ্ক দান করিতে পারি নাই। ইহাতেই আমার পরাজয়! হৃদয়হীন, মস্তিষ্কহীন মনুষ্য-দেহ মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে ; সে জীবনের কোন মূল্য নাই ; তাহা যন্ত্রণাময়, বিড়ম্বনাপূর্ণ।—এরূপ জীবন পৃথিবীর ভার, এবং মানব সমাজের অভিশাপ স্বরূপ।"

আমি বলিলাম, "আপনি যখন এতদূর অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তখন কি আর এই ত্রুটিটুকু সংশোধন করিতে পারিবেন না! ইহা কি দুরাশা? সম্পূর্ণ অসম্ভব কি?"

অকুমা বলিলেন, "অসম্ভব, একথা কি করিয়া বলি? পৃথিবীতে কি যে অসম্ভব, তাহা নিরূপণ করা কঠিন ; তোমার পক্ষে যাহা অসম্ভব, আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব না হইতেও পারে। কালের সীমা কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না ; সুতরাং বলিতে হয় আমার এই ত্রুটি-সংশোধন বহুশতাব্দীব্যাপী সাধনার উপর নির্ভর করিতেছে। সেই শক্তি লাভ করিতে হইলে কেবল জড়বিজ্ঞানের সহায়তা

গ্রহণ করিলে চলিবে না। আমি বৃদ্ধ ডনের প্রাচীন দেহ নবীন-দেহে পরিণত করিয়াছিলাম; তখন আমার ধারণা হইয়াছিল, দেহের সঙ্গে সঙ্গে উহার মস্তিষ্কও নূতন হইবে, নূতন দেহে নূতন মস্তিষ্ক স্বতঃই গজাইয়া উঠিবে! কিন্তু আমার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই জন্যই আমি প্রতারিত হইয়াছি। উহার দেহ নবীন হইয়াছে, মস্তিষ্ক সেই অনুপাতে সঙ্কুচিত হইয়াছে; সেই জড়ভাবাপন্ন মস্তিষ্ক এই তরুণ দেহের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।—ইহার কি ফল হইয়াছে—তাহা তোমাকে দেখাইতেছি।"

অনন্তর অকুমা মিগুয়েলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মিগুয়েল, আজ তুমি কেমন আছ?"

মিগুয়েল এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া জুতার ফিতা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল! সে তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল কি না সন্দেহ।

অকুমা আমাকে বলিলেন, "এরূপ সুন্দর বলিষ্ঠ নধর দেহ, কিন্তু উহার বাহ্যজ্ঞান নাই, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। উহার দেহের যন্ত্রাদি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, কিন্তু উহার মন অসাড়, জড় ভাবাপন্ন! প্রকৃত পক্ষে উহাকে মানুষ বলা যায় কি না সন্দেহ।—এই উন্মত্ত বর্ব্বরকে লইয়া আমি কি করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

অনন্তর অকুমা মিগুয়েলকে কয়েক মিনিটের চেষ্টায় সম্মোহিত (Hypnotised) করিলেন। মিগুয়েল স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। তখন অকুমা দৃঢ় স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

মিগুয়েল বলিল, "মিগুয়েল-ডি-মরেনো।"

অকুমা বলিলেন, "এখন তুমি কোথায় আছ?"

মিগুয়েল মন্ত্রমুগ্ধবৎ উত্তর দিল, "ডাক্তার অকুমার নিকট।"

অকুমা বলিলেন, "তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে কোথায় ছিলে?"

মিগুয়েল বলিল, "কাডিজে—আমার প্রপৌত্রীর কাছে।"

মিগুয়েল বলিল, "হাঁ, বেশ স্মরণ হয়।"

অকুমা বলিলেন, "এখন তুমি গদীর উপর শুইয়া ঘুমাও ;—কাল বেলা আটটা পর্য্যন্ত ঘুমাইবে।"

মিগুয়েল তৎক্ষণাৎ গদীর উপর শয়ন করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া রহিল। অকুমা তাহার সর্ব্বাঙ্গ একখানি কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলেন।

ডাক্তার অকুমা আমাকে বলিলেন, "জন্‌সন্‌, আমি যে কিরূপ মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা তুমি ধারণা করিতে পারিবে না। আমি তিন-তিনবার এই ভাবে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি ; আমার বিশ্বাস ছিল, এবার নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। আমার চেষ্টা সফলও হইয়াছিল, কিন্তু উহার মস্তিষ্কের জড়তাতেই আমার সকল শ্রম বৃথা হইয়াছে। হতভাগ্য অনন্ত যৌবন লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু উহার জীবন যৌবন উহার পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হইয়া রহিল!"

অকুমার নিকট বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে সেই কাণা চীনা-ম্যানটার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তাহার আর কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি না তাহা জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছিল।

অকুমা বলিলেন, "না, তাহার আর কোন সন্ধান পাই নাই ; তবে গত রাত্রে আমি কাস্‌লের প্রাঙ্গণে একজন লোককে হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছিলাম। তখন রাত্রি প্রায় বারটা। তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল ; চন্দ্রালোকে তাহাকে স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "সে লোকটা কে ?"

অকুমা বলিলেন, "তাহা বুঝিতে পারি নাই। তুমি তখন ঘুমাইতেছিলে ; কাস্‌লের প্রহরী তখন ঘর হইতে বাহির হয় নাই ; আমি তাহার কক্ষদ্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম, দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল।"

অকুমা বলিলেন, "প্রথমটা আমার সেইরূপই মনে হইয়াছিল; কিন্তু আ-উইনের ঘরে গিয়া দেখিলাম—সে-ও ঘুমাইতেছে!"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আপনি যাহাকে দেখিয়াছিলেন, সে নিশ্চয়ই সেই কাণা চীনাম্যান—হঙ্গ-চঙ্গ। কিন্তু সে এখন পর্য্যন্ত আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই।"

অকুমা বলিলেন, "সে সুবিধা না পাওয়াতেই আমাদের কোন অপকার করিতে পারে নাই; আমরা খুব সতর্ক আছি। কিন্তু সে যে একটা কিছু বিভ্রাট না ঘটাইয়া এস্থান ত্যাগ করিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, তুমি এখন শয়ন করিতে যাও, আমার রোগীর জন্য আর তোমাকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না; আমি রাত্রে একবার তাহাকে দেখিয়া আসিব। রাত্রির মধ্যে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে না।"

আমি অকুমার নিকট বিদায় লইয়া আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম, এবং সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিলাম। নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রাঘোরে আমি কি একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম,—হঠাৎ আমার কক্ষদ্বারে প্রচণ্ডবেগে ধাক্কার শব্দ শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; জাগিয়া উঠিয়াই অকুমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম! আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি? এত-রাত্রে আপনি আমাকে কেন ডাকিতেছেন?"

দেখিলাম, অকুমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন।—আমাকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "ভয়ানক দুঃসংবাদ আছে! তুমি শীঘ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আমার সঙ্গে চল।"

আমি তৎক্ষণাৎ নৈশ-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম; তিনি আমার হাত ধরিয়া হলের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি কক্ষের অদূরে কি পড়িয়া আছে। নিকটে গিয়া দেখি তাহা অকুমার ভৃত্য আ-উইনের মৃতদেহ!—বেচারার কণ্ঠ-নালী দ্বিখণ্ডিত, রক্তের স্রোত বহিতেছে।

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম!—অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া আমি আ-উইনের মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহার কণ্ঠদেশ কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্রে প্রায় দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে!

অকুমা বলিলেন, "উহার হাত দু'খানি পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

দেখিলাম, আ-উইনের দুইখানি হাতই মনিবন্ধের নীচে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।—হাড় পর্য্যন্ত কাটিয়া গিয়াছে!

অকুমা বলিলেন, "হত্যাকারী আমারই সন্ধানে এখানে আসিয়াছিল; আ-উইন তাহাকে দেখিতে পাইয়া আমার কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই; কিন্তু সে আমাকে সতর্ক করিবার পূর্ব্বেই সেই দুর্ব্বৃত্তের তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় নিহত হইয়াছে। প্রভুভক্ত ভৃত্য আমার প্রাণরক্ষার জন্য নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। আ-উইন আমার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিল, হঙ্গ-চঙ্গ আমার সেই হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে!"—আজ অকুমার চক্ষে জল দেখিলাম।

আমি স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, অকুমা বলিয়াছিলেন, কাণা চীনা-ম্যানটা একটা বিভ্রাট না ঘটাইয়া ছাড়িবে না।—তাঁহার এই দৈববাণী সফল হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আমি ও অকুমা আ-উইনের মৃতদেহটি ধরাধরি করিয়া কাস্‌লের একটি শূন্যকক্ষে লইয়া চলিলাম; সেখানে একটি শয্যার উপর দেহটি সংস্থাপিত করিয়া অকুমা সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তাহার পর আমরা উভয়ে হল-ঘরে প্রত্যাগমন করিলাম।

এতক্ষণ পরে অকুমা কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, "দেখ জন্‌সন্‌, এই অত্যাচার উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। যেরূপে পারি হঙ্গ-চঙ্গকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। সে এখনও এই কাস্‌লেই আছে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু কিরূপে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব? তাহাকে যেরূপে হউক ধরা চাই; তবে তাহার সন্ধান না পাইলে কিরূপে ধরিব? এই কাণাটা ধরা না পড়িলে আরও যে কি অনিষ্ট করিবে তাহা কে বলিতে পারে?"—যদি সে কন্‌সেলোকে আক্রমণ করে—এই ভয়ে আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। সে আমাদের সকলকেই শত্রু মনে করে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র ছিল না।

অকুমা বলিলেন, "তোমার শরীর এখনও বড় দুর্ব্বল, সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া আবার যদি তোমার ঠাণ্ডা লাগে তাহা হইলে জ্বর ফিরিতে পারে; সুতরাং তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনি কি মনে করেন—আপনাকে একা যাইতে দিব?"

অকুমা বলিলেন, "আমার অহঙ্কার করা শোভা পায় না, কিন্তু তথাপি একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি তুমি আমাকে ঠিক জান না বলিয়াই ওকথা বলিতেছ। যাহা হউক, যদি তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে—তাহা হইলে আমি তোমার সঙ্কল্পে বাধা দিব না, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে পার।"

আমি বলিলাম, "কখন আপনি যাইবেন ?"

অকুমা বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তেই। হতভাগা চীনাম্যানটাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে না পারিলে আমার মন স্থির হইবে না।"

আমি বলিলাম, "তাহাকে ধরিতে পারিলে আপনি কি করিবেন ? পুলিশের হাতে দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু থানা ত নিকটে নহে।"

অকুমা বলিলেন, "তাহাকে পুলিশের হাতে দিব না, একেবারে যমের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্যই আমার আগ্রহ হইয়াছে। যাহা হউক, আগে ত তাহাকে ধরি, তাহার পর শাস্তির উপায় স্থির করা যাইবে ; এখন চল।"

আমরা হঙ্গ-চঙ্গের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলাম। আমরা সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিয়া ভূগর্ভস্থ প্রত্যেক গুপ্তস্থান তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম। আমাদের উভয়ের হস্তেই এক-একটি পিস্তল ; অকুমা একটি লণ্ঠনও লইয়াছিলেন। আমাদের পদশব্দে ইঁদুরগুলা কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, চর্ম্মচটিকার দল আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল ; কিন্তু হঙ্গ-চঙ্গের কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। ক্রমাগত ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আমার পদদ্বয় অবসন্ন হইল।

দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পর অকুমা আমাকে বলিলেন, "আমরা এই কাস্‌লের সর্ব্বস্থান তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, কোথাও ত সেই কাণা চীনাম্যানটাকে দেখিতে পাইলাম না! সুড়ঙ্গ-পথে সমুদ্রতটে যাইবার উপায় বন্ধ করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন সাঁকো পূর্ব্বেই বন্ধ করা হইয়াছে ; তথাপি ত তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। লোকটা নিশ্চয়ই কোথাও লুকাইয়া আছে।"

আমি বলিলাম, "আর কোথায় লুকাইয়া থাকিবে ?"

অকুমা বলিলেন, "তাহা জানিলে কি আমরা এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতাম ? চল, আর একবার খুঁজিয়া দেখি। কোনও দিকে কোন নূতন সুড়ঙ্গ আছে কি না দেখিতে হইবে।"

আমরা আবার খুঁজিতে বাহির হইলাম। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা একটি

নূতন পথ দেখিতে পাইলাম ; এই পথটি এতই সঙ্কীর্ণ যে, দুই জনে পাশাপাশি যাওয়া কঠিন !

এই পথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অকুমা লণ্ঠনটী উচু করিয়া ধরিলেন, আমাকে বলিলেন, "কি একটা শব্দ হইল না ?"

আমি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলাম, খস্-খস্ শব্দ আমিও শুনিতে পাইলাম।

অকুমা বলিলেন, "এবার কাণা বেটাকে ধরিতে পারিব।"

অকুমা সম্মুখে দৌড়াইলেন, আমিও অনুসরণ করিলাম। কিছু দূরে একটি ছোট দরজা দেখিলাম; দরজাটি খোলা ছিল। সেই দরজা দিয়া আ-উইনের ঘরে যাওয়া যাইত। অকুমা বলিলেন, হঙ্গ-চঙ্গ এই পথে আ-উইনের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেখান হইতে হল-ঘরে যাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। কিন্তু হলে প্রবেশ করিবার দ্বার আমি পূর্ব্বেই বন্ধ করিয়াছি ; সুতরাং সে সে-পথে পলাইতে পারিবে না। শীঘ্রই তাহার দেখা পাইব।—তোমার পিস্তলে টোটা ভরা আছে ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ আছে।"

অকুমা বলিলেন, "তবে চল। একটা কাজ করিতে হইবে ;—সে যদি তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ গুলি করিবে। সে দয়ার পাত্র নহে, একথা স্মরণ রাখিও।"

আমি অকুমার সহিত সেই পথে চলিতে-চলিতে অবশেষে একটি কুঠুরীতে প্রবেশ করিলাম ; কিন্তু সেখানেও হঙ্গ-চঙ্গকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমরা সেখান হইতে নামিয়া, ভূগর্ভস্থ আরও কয়েকটি কক্ষে অনুসন্ধান করিতে-করিতে দুই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করিলাম ; সেই সুড়ঙ্গের একস্থানে কতকগুলি খড় ও একখানি পুরাতন কম্বল পতিত দেখিলাম। সেখানে একখানি অর্দ্ধভুক্ত রুটি, একটা মাটির লোটা, লোটায় খানিক জল, এবং কয়েকটি মোমবাতি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, এইখানেই হঙ্গ-চঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ; মোমবাতি জ্বালিয়া সে সুড়ঙ্গ-পথে যাতায়াত

অকুমা বলিলেন, "এতক্ষণে আমরা হঙ্গ-চঙ্গের আড্ডায় উপস্থিত হইয়াছি ; সে এখানেও নাই ! কিন্তু এ বাড়ী হইতে কোথায় পলাইবে ?— চল আপাততঃ হলে ফিরিয়া যাই ; এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোন ফল নাই।"

অকুমা বাতিগুলি, জলের লোটা ও কম্বলখানি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি হলে আসিয়া বলিলেন, "আহারাদির পর আর একবার অনুসন্ধান আরম্ভ করিব। এখন কিছুকাল বিশ্রামের আবশ্যক ; তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ।"

আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম ; আহারেও তেমন রুচি ছিল না। আ-উইনের মৃত্যুর পর কাস্‌ল-রক্ষীর স্ত্রীর উপর আমাদের খাদ্য প্রস্তুতের ভার পড়িয়াছিল ; সে ভাল রাঁধিতে জানিত না। আমি অকুমার নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিতে চলিলাম। অনুসন্ধানের কার্য্য সে-রাত্রে আর অগ্রসর হইল না।

স্বপ্নে ও জাগরণে রাত্রিটা কাটাইয়া দিয়া প্রভাতে অকুমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ; তিনি আমাকে বলিলেন, "ডনা কন্‌সেলোর নিকট আ-উইনের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই ; এমন কি, বৃদ্ধ ডনের অবস্থা সম্বন্ধেও কোন কথা তাহাকে বলিও না।"

আমি বলিলাম, "আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য ; কিন্তু আ-উইনের হত্যাকাণ্ডের কথা আপনি স্থানীয় পুলিশের গোচর করিলেন না কেন ?— এ কথা প্রকাশ হইলে পরে একটা গণ্ডগোল হইতে পারে।"

অকুমা মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "না, একথা প্রকাশ হইবার আশঙ্কা নাই ; নানা কারণে পুলিশকে এ সকল কথা জ্ঞাপন না করাই বাঞ্ছনীয়। আ-উইনের মৃতদেহ সমাহিত করা হইয়াছে, তাহার হত্যাকাণ্ডের কথা বাহিরের কোন লোক জানিতে পারিবে না।"

অকুমার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। সেই চীনা ভৃত্যটিকে কে কখন কোথায় সমাহিত করিল ? অকুমাই কি একাকী এই কার্য্য সম্পন্ন

করিয়াছেন ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ; অকুমাকেও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না।

যাহা হউক, কন্‌সেলোর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলাম না। সেইদিন মধ্যাহ্ন কালে অকুমার সহিত ডনকে দেখিতে চলিলাম। তাহার কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ডন তখনও নিদ্রামগ্ন ! অকুমা তাহাকে সম্মোহিত করিয়াছিলেন ; এই দীর্ঘকালেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। অকুমা তাহার শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ডন মিগুয়েল, আমি আদেশ করিতেছি—তোমার নিদ্রাভঙ্গ হউক।"

প্রায় পনের মিনিট পরে ডনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া বিছানার চাদরখানি উভয় হস্তে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার চক্ষুতে হিংস্র পশু-ভাব প্রকটিত ! তাহার ভাব ভঙ্গিতে প্রকৃতিস্থতার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না।—আমার বড় ভয় হইল।

অকুমা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাকে বশ করিতে আরও কিছু সময় লাগিবে।—তোমার হাত দেখি !"

অকুমা তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষার জন্য তাহার হাতখানি ধরিবামাত্র সে উভয় হস্তে অকুমাকে জড়াইয়া ধরিল, এবং তাঁহাকে দংশনের চেষ্টা করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে অকুমার অঙ্গে স্থূল কোট ছিল,—এইজন্য তাঁহার হাতে তাহার দাঁত বসিল না। আমি অকুমাকে বিপন্ন দেখিয়া দুর্দ্দান্ত ডনকে আক্রমণ পূর্ব্বক ভূতলশায়ী করিলাম ; কিন্তু বুঝিলাম তাহার দেহে অসুরের মত বল হইয়াছে ! সে দাঁত বাহির করিয়া আমাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল, এবং তাহার মুখ দিয়া প্রবল বেগে লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাহার তর্জ্জন-গর্জ্জনে সেই কক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল।

আমি সভয়ে বলিলাম, "ডাক্তার অকুমা, ইহার অবস্থা অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে ; এ হতভাগাটাকে লইয়া আমরা কি করিব ?"

অকুমা সেই পিশাচের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে

হাঁপাইতে লাগিলেন; তাহার পর বলিলেন, "ইহাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম দেখিতেছি! আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, উহাকে মোহাচ্ছন্ন করিতে পারি কি না। উহাকে শীঘ্র বাঁধিয়া ফেল।"

আমি তাহাই করিলাম। অকুমা তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিবার জন্য প্রায় দশ মিনিট চেষ্টা করিলেন। অবশেষে সেই দুর্ব্বৃত্ত নর-পিশাচ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নির্জ্জীববৎ পড়িয়া রহিল।

অকুমা বলিলেন, "আমার সম্মোহন-শক্তি প্রভাব দীর্ঘকাল উহার উপর কার্য্যকরী হইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে। ডনা কনসেলো ইহার এই পরিণাম জানিতে পারিলে আমাকে ক্ষমা করিবে না।"

আমি বলিলাম, "ইহাকে দেখিলে সে বেচারা ভয়েই মারা যাইবে!"

পাঁচ মিনিট অতীত হইতে-না-হইতে ডন মিগুয়েলের মোহ দূর হইল। আমি তাহার নিকটেই ছিলাম, সে হঠাৎ উঠিয়া-বসিয়া একলম্ফে আমাকে আক্রমণ করিল! আমি তাহার আক্রমণে পরাভূত হইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইলাম। তাহার হাতে প্রাণ যায় আর কি! সে আমার গলা চাপিয়া ধরিয়া আমার শ্বাস-রোধের চেষ্টা করিতে লাগিল। আমাকে বিপন্ন দেখিয়া অকুমা মিগুয়েলকে আক্রমণ করিলেন।—আমরা বহুক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাকে পরাস্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলাম।

অকুমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "না, এ হতভাগাটাকে লইয়া আর ত পারা যায় না; এ কখন কাহাকে খুন করিবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "এখন উপায় কি? আপনার সম্মোহনী-শক্তি নিষ্ফল হইয়াছে।"

অকুমা বলিলেন, "আমি উহাকে একটা নিদ্রাকারক ঔষধ দিয়া নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখি।"

অনন্তর তিনি একটা ঔষধ আনিয়া তাহা মিগুয়েলকে সেবন করাইলেন; সে সেই ঔষধ-প্রভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। আমি তখন তাহার বন্ধন মোচন

করিয়া অকুমাকে বলিলাম, "এ ভাবে কতদিন ইহাকে বশীভূত রাখিবেন ? এই দুর্ব্বৃত্ত যখন জাগিয়া উঠিবে—তখন কি করিবেন ?"

অকুমা বলিলেন, "তুমি আপাততঃ উহার পাহারায় থাক, আমি দুই ঘণ্টা পর ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে ছুটী দিব।"

অকুমা প্রস্থান করিলে আমি সেই কক্ষে বসিয়া রহিলাম; কিন্তু আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, অল্পক্ষণ পরে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিলে আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, ডন মিগুয়েল সেই কক্ষে নাই! আমি ব্যগ্রভাবে উঠিয়া চারিদিকে তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে না দেখিয়া হল-ঘরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম অকুমাও অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন! তিনি আমাকে বলিলেন, "ব্যাপার কি জন্‌সন্ ?"

আমি বলিলাম, "আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—সেই অবসরে ডন পলাইয়াছে! কোথায় গেল, বুঝিতে পারিতেছি না; তাহাকে চারিদিকে খুঁজিতেছি।"

হঠাৎ ছাদের উপর হইতে পৈশাচিক চীৎকার শুনিয়া আমরা কাস্‌লের ছাদে উঠিলাম। সেখানে যে দৃশ্য দেখিলাম—তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই। দেখিলাম—সেই কাণা চীনাম্যানটার সহিত ডন মিগুয়েলের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে! উভয়ে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছে। উভয়েরই বিদীর্ণ দেহ হইতে শোণিতের স্রোত বহিতেছে। তাহাদের যুদ্ধ নিবারণের জন্য আমরা কোন চেষ্টা করিতে পারিলাম না। স্তম্ভিত ভাবে দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে, উভয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে-করিতে কাস্‌লের ছাদ হইতে গড়াইয়া শত হস্ত নিম্নে পাষাণ-স্তূপের উপর নিপতিত হইল। আমরা তাড়াতাড়ি নিম্নে আসিয়া দেখিলাম—উভয়েরই মস্তকের খুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া উভয়ে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে!

অকুমা নিস্তব্ধ ভাবে কয়েক মিনিট আমার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিলেন

বলিলেন, "খোদার উপর খোদ্‌কারীর ইহাই পরিণাম! পরমেশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধান ব্যর্থ করিতে গিয়া যে মনস্তাপ পাইলাম—তাহা জীবনে ভুলিব না। আমার প্রাণপণ চেষ্টার কি শোচনীয় পরিণাম!"

* * * * *

সেইদিন অপরাহ্ণ কালে ডনা কনসেলোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিতে উদ্যত হইলাম। ডন বলিলেন, "আমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না, আমি ডাক্তার অকুমার কাছে সকলই শুনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কনসেলো, কিন্তু আমাদের এখন কি হইবে? পৃথিবীতে তোমার আপনার বলিতে কেহই নাই, আমারও কেহ নাই। তুমি কি আমাকে তোমার ভার লইতে দিবে? আমাকে বিবাহ করিবে?—আমরা উভয়েই যে সমান হতভাগ্য!"

কনসেলো বলিলেন, "অনেকদিন পূর্ব্বেই আমার মন-প্রাণ তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি। চল, অবিলম্বে এই ভয়ানক স্থান ত্যাগ করি। এই অপ্রীতিকর স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলি। আমরা উভয়েই দরিদ্র, কিন্তু পরস্পরের প্রেমে নির্ভর করিয়া সেই দারিদ্র্য দুঃখ ভুলিতে পারিব; হয় ত ভবিষ্যতে জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিব।"

হল-ঘরে ডাক্তার অকুমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমাকে বলিলেন, "জন্‌সন্‌, আজ তোমার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ শেষ হইল। আমি এতকাল ধরিয়া যে পরীক্ষায় প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছি, তাহা আংশিক ভাবে সফল হইলেও ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করিতে পারি নাই। বৃদ্ধকে যুবক করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার মস্তিষ্কের পূর্ণতা সাধনে সমর্থ হই নাই। আমার সকল চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে। তোমার আর কোন কাজ নাই; আগামী কল্য প্রত্যূষে আমার জাহাজে চড়িয়া নিউ কাস্‌লে যাও। ডনা কনসেলো তোমার প্রণয়িনী, তাহাকেও সঙ্গে লইও।—নিউ কাস্‌ল হইতে তোমরা ইচ্ছানুরূপ স্থানে যাইতে পার। ডনা কনসেলোকে বিবাহ করিয়া

নূতন করিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সে জন্য তোমার অর্থের আবশ্যক; তোমাকে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিবার উপযুক্ত অর্থ দান করিব। আশা করি তাহাতে তোমাদের কিছু কাল চলিবে। তুমি সুচিকিৎসক, কিছু দিনেই তুমি ধনবান ও যশস্বী হইতে পারিবে।—আমার সহিত কখন যে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে কথা ভুলিয়া যাও। তোমার সহিত আর কখন আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

পরদিন প্রত্যূষে অকুমার জাহাজে আমরা সেই কাস্‌ল পরিত্যাগ করিলাম। জাহাজের ডেকের উপর ডনা কনসেলোর পাশে দাঁড়াইয়া অরুণালোক-প্লাবিত সেই ভীষণদর্শন প্রাচীন কাস্‌লের দিকে চাহিয়া গত কয়েক সপ্তাহের সকল কথাই আমার মনে উদিত হইল। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইলাম; জাহাজখানি ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতে-করিতে মুক্ত সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইল।—নিরাশা, নিরানন্দ, আতঙ্ক ও দুঃসহ দুঃখের বোঝা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল; সম্মুখে প্রেম ও আনন্দ,নূতন জীবনের নবীন আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্ম-সাগরের উত্তাল তরঙ্গ!—পার্শ্বে আমার জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন ডনা কনসেলো।—সেই প্রেমময়ী, বহুগুণের আধার-স্বরূপিনী, সরলা যুবতীকে আমার এই মরুময় দগ্ধজীবনের একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া সংসারের কর্ম্ম স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম; জানি না পরমেশ্বর এই গৃহহীন, আত্মীয়-স্বজনহীন, নিরুপায় প্রেমিক-যুগলকে তাঁহার অনন্ত করুণার কণামাত্র দান করিয়া তাহাদের ব্যর্থ জীবন ধন্য করিবেন কি না।

সম্পূর্ণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

রহস্য-লহরীর পঞ্চবিংশতি উপন্যাস "নাবিক-বধূ" যন্ত্রস্থ। আখ্যান বিষয়ের নূতনত্বে ও ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহা রহস্যলহরীর গ্রাহক ও পাঠক-মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণে সম্পূর্ণ সমর্থ হইবে,—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। "নাবিক-বধূ" প্রকাশিত হইলে রহস্যলহরীর গ্রাহকগণের নিকট যথা-সময়ে প্রেরিত হইবে। আশা করি এই অভিনব চিত্তাকর্ষক সুখপাঠ্য উপ-ন্যাসখানি তাঁহাদের কৃপাকটাক্ষে বঞ্চিত হইবে না। আমরা এই কৌতূহলো-দ্দীপক, সমুদ্র-জীবনের বিচিত্র কল্লোল-মুখরিত, বহু চিত্তাকর্ষক রহস্যের আধার-স্বরূপ অভিনব উপন্যাসখানির আখ্যানভাগের পরিচয় দিয়া পাঠকপাঠিকাগণের রসভঙ্গ করিলাম না।